পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 180 Sunday, 1 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৮০ সংখ্যা ❋ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার, ১ জুন, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘ব্রহ্মস রাতের ঘুম কেড়েছিল পাকিস্তানের’, আক্রমণ মোদির

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র কেড়ে নিয়েছিলেন পাকিস্তানের রাতের ঘুম। কানপুরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এভাবেই আক্রমণ করলেন ইসলামাবাদকে। সেই সঙ্গেই তিনি জানালেন, পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল শত্রুপক্ষ হাতজোড় করে অপারেশন সিঁদুর থামাতে বলেছিলেন।

এদিন মোদিকে বলতে শোনা যায়, আমরা ওদের ভূখণ্ডে থাকা শিবিরগুলিতে ঢুকে পড়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আমাদের সেনা এমন বিক্রমের পরিচয় দিয়েছিল যে পাক সেনা হাতজোড় করে যুদ্ধ থামানোর আর্জি জানিয়েছিলেন। আমি শত্রুপক্ষকে বলত চাই, যারা অপারেশন সিঁদুর থামানোর আর্জি জানিয়েছিলেন, বোকা হয়ে লাভ নেই। অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি। সেই সঙ্গে মোদি বলেন, ব্রহ্মস মিসাইল পাকিস্তানিদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

মোদির ‘এর নেপথ্যে রয়েছে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সাম্প্রতিক মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন, ৯ ও ১০ মে-র মাঝের রাতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ভারতের আগ্রাসনের জবাব দেব। আমাদের সশস্ত্র সেনা ভোর সাড়ে চারটেয় ফজর প্রার্থনার পরে ওদের শিক্ষা দেবে বলে পরিকল্পনা করে। কিন্তু তার আগেই ভারত ব্রহ্মস নিয়ে হামলা চালায়। পাকিস্তানের বহু প্রদেশেই আক্রমণ করে। যার মধ্যে ছিল রাওয়ালপিন্ডি বিমান বন্দরও। এবার সেই প্রসঙ্গেই খোঁচা দিলেন মোদি।

সূত্রানুযায়ী, ভারতের প্রত্যাঘাতে সিঁটিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। অপারেশন সিঁদুরের পরই সংঘর্ষবিরতির জন্য দিল্লিকে ফোন করে ইসলামাবাদ। কিন্তু পাকিস্তানের এই প্রস্তাব যথেষ্ট সন্দেহজনক ছিল। কারণ, ততক্ষণে পাক সেনা নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর গোলাবর্ষণ শুরু করে দিয়েছিল। যদিও এরপর সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয় দুই দেশ।

অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি, মন্তব্য নাড্ডার

জয়পুর, ৩১ মে ঃ অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি, জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তাঁর কথায়, অপারেশন সিঁদুর এখন শেষ হয়নি। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য যতক্ষন ভুল থাকবে, ততক্ষণ এটি চলতেই থাকবে আমরা পাকিস্তানকে সঠিক জবাব দিতে থাকব। আমরা দেশের নেতৃত্বের পাশে আছি, ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশে আছি। উল্লেখ্য, দেবী অহল্যাবাঈ হোলকরের ৩০০-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা শনিবার জয়পুরে ১৫০টি কালিকা ইউনিটের শুভ সূচনা করেন।

পাক হামলায় ধ্বংস হওয়া যুদ্ধবিমানের ‘ত্রুটি’ খোঁজায় জোর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাকিস্তানের হামলায় যুদ্ধবিমান খুইয়েছিল ভারত? পাক দাবি নিয়ে টানাপো।নের মাঝেই অবশেষে এই ইস্যুতে মুখ খুললেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বা সিডিএস অনিল চৌহান। সরাসরি এই ইস্যুতে কথা না বললেও, অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ক্ষতি যে হয়েছে তা স্বীকার করে নিলেন তিনি। পাকিস্তানের দাবি ছিল, অপারেশন সিঁদুরের পালটা রাফালে-সহ ভারতের ৬টি যুদ্ধবিমান ভেঙেছে তারা। সেই দাবি নিয়ে, দেশের অঃদরে বিতর্ক মাথাচাড়া দিলে সরাসরি এই ইস্যুতে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ভারতের তরফে। যদিও সেনার তরফে জানানো হয়েছিল, ক্ষয়ক্ষতি যুদ্ধের অঙ্গ। সেই ডামাডোলের মাঝেই শনিবার সিঙ্গাপুরে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেই একই প্রশ্নের মুখে প।নে সেনা সর্বাধিনায়ক। ভারত কী যুদ্ধবিমান খুইয়েছে? এই প্রশ্নের মুখে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেননি তিনি। বরং জানান, যুদ্ধবিমান ধ্বংসটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেন সেটা ধ্বংস হল, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও প্রশ্নকর্তা আরও জোর দিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন, তার অর্থ কী একটি যুদ্ধবিমান পাক হামলায় খুইয়েছিল ভারত? এর উত্তরে সংক্ষেপে ‘ বললেও, একইসঙ্গে তিনি বলেন, যেটা ইতিবাচক দিক তা হল আমরা আমাদের কৌশলগত ভুলটা তখনই বুঝেছি এবং ভুল শুধরে দুদিন পর আবার সেই কৌশল প্রয়োগ করেছি। আমরা সমস্ত যুদ্ধবিমান উ।য়েছি এবং দূরের লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করে তা গুঁ।য়ে দিয়েছি। পাকিস্তানের তরফে ৬টি বিমান ধ্বংসের দাবি সম্পূর্ণ উ।য়ে দিয়ে অনিল বলেন, বিমান ধ্বংসের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেন তা হল, এবং তারপর আমরা কী করলাম সেটা গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ২৬ জনের। সেই মৃত্যুর বদলা নিতে ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘরে হামলা চালায় ভারত। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সিঁদুর। যার জেরে দুই দেশের সামরিক উত্তেজনা চরম আকার নেয়। পাক সীমান্তবর্তী রাজ্য জম্মু-কাশ্মীর, থেকে গুজরাট পর্যন্ত ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় পাকিস্তান। যদিও তাদের সে হামলা রুখে দেয় ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

কলকাতায় লুকিয়ে পাক চর? চলল এনআইএ-র অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মে ঃ চরবৃত্তির জাল ছড়িয়ে এই রাজ্যেও। এমনই তথ্য নাকি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।‘পাক চর খুঁজতে’ অভিযান চালাচ্ছে এনআইএ অভিযান করল। বিশেষ সূত্র দাবি করছে, কলকাতার পার্ক সার্কাস, আলিপুর, বেনিয়াপুকুর এবং খিদিরপুরে কোথাও হয়ত তারা লুকিয়ে রয়েছে, তাই চলছে তল্লাশি। শনিবার সকাল থেকে বাংলা, দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং অসমে এনআইএ হানা দিয়েছে বলে খবর মিলেছে।। সবমিলিয়ে মোট ১৫টি এলাকায় চলছে তল্লাশি। পাক চর, স্লিপার সেলের খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল এক সিআরপিএফ জওয়ান। সেই সূত্র ধরেই এই তল্লাশি। কলকাতা তার কিছু ‘খোঁচর’ ছিল বলে খবর। এমনকী, এখান থেকে সিম নেওয়া হয়েছিল বলেও খবর। সেই সূত্র ধরেই এই তল্লাশি বলেই দাবি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর গোয়েন্দারা জানতে পারেন বেশ কয়েকজন ‘দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক তথ্য পাকিস্তানের হাতে তুলে দিচ্ছে। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় ‘সুন্দরী’ ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য হাতে আসে গোয়েন্দাদের। এরপরই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ ক’জনকে পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তার মধ্যেই ছিল এই সিআরপিএফ জওয়ান। সূত্রের খবর, গত দু’বছর ধরে সে চরবৃত্তি করে গিয়েছে। অবশেষে দিল্লি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এনআইএ। কী কী তথ্য পাকিস্তানে পাচার করেছিলেন ওই সিআরপিএফ জওয়ান? এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেনাদের গতিবিধির বিবরণ, ভারতের গোয়েন্দাদের বিভিন্ন রিপোর্ট, জম্মু ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের মতো বহু সংবেদনশীল তথ্য তিনি আইএসআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার তৈরি করা জাল গোটাটাতেই দেশজুড়ে সক্রিয় এনআইএ। চলছে তল্লাশি। হয়ত আরও ধরা পরবে এনআইএ-র হাতে। এনআইএর তাই সর্বদা সতর্ক রয়েছে বলে খবর মিলেছে।

৩৭ শতাংশ বাড়ল ৫০০ টাকার জাল নোট! উঠছে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ বাজার ছেয়ে গিয়েছে জাল ৫০০ টাকার নোটে। যত দিন যাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে জাল নোটের সংখ্যাটাও। খোদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টেই উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে বলছে, গত এক বছরের মধ্যে ৫০০ টাকার জাল নোট বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭.৩ শতাংশ। যা ৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর ৫০০ টাকার নোট নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি করেছেন বিজেপির জোটসঙ্গী চন্দ্রবাবু নায়ড়ু। গত বৃহস্পতিবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাল নোট নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে চিহ্নিত ৫০০ টাকার জাল নোটের সংখ্যা বেড়েছে ৩৭.৩ শতাংশ। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে যে পরিমাণ জাল ৫০০ টাকার নোট ধরা পড়েছে, সেগুলির মোট আর্থিক মূল্য ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার কোটি টাকা! তার আগের আর্থিক বছরে ছিল ৪ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি

টাকা। ৫০০ টাকার মতো ২০০ টাকার জাল নোটও বাড়ছে। সরকারি হিসাবে বলছে গত এক বছরে ২০০ টাকার জাল নোট বেড়েছে ১৩ শতাংশের বেশি। নোট বাতিলের পর বন্ধ হবে জাল নোটের কারবার। ইতি টানা যাবে দুর্নীতিতেও। ২০১৬ সালে বিমুদ্রাকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর জোর গলায় দাবি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেসময় ৫০০, ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে নতুন ২০০০ এবং ৫০০ টাকার নোট ছাপা হয়। রং এবং ডিজাইন বদল হয় ১০০-২০০ টাকার নোটেরও। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এসব কিছু করেই জালনোটের কারবারিদের রোখা যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, নোট বাতিলে লাভ টা কী হল? এই পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আসার পরেই অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির জোটসঙ্গী চন্দ্রবাবু নায়ড়ুও। তাঁর বক্তব্য, ৫০০ টাকার মতো বড় নোটই দুর্নীতির মূলে। এই নোট বন্ধ করে সবটা ডিজিটাল পেমেন্টের আওতায় আনা উচিত। তাতেই একমাত্র দুর্নীতি দূর করা যাবে। যদিও মোদি সরকার নায়ড়ুর দাবি মানবেই, এমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি।

ফের করোনার চোখরাঙানি, দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩ হাজারের কাছে, বাড়ছে মৃত্যুও

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ দেশে আবারও করোনার চোখরাঙানি দেখা দিয়েছে। এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। কেরল, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি। তিন রাজ্যেই হু হু করে বাড়ছে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২,৭১০। গত ২৬ মে সংখ্যাটা ছিল ১,০১০ জন। অর্থাৎ পাঁচ দিনে প্রায় ১৭০০ মানুষ নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। সরকারি হিসাবে বলছে, এই মুহূর্তে কেরলে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১,১১৪ জন। মহারাষ্ট্রে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪২৪। দিল্লিতে সক্রিয় করোনা রোগী ২৯৪ এবং গুজরাটে ২২৩ জন। কেন্দ্রের হিসাব বলছে, এই মুহূর্তে বাংলায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১১৬ জন।

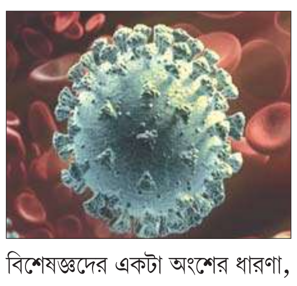

বিশেষজ্ঞদের একটা অংশের ধারণা, করোনা নতুন করে ছড়ালেও আগের মতো মারণ ক্ষমতা হারিয়েছে এই ভাইরাস। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, নতুন এই স্ট্রেনেও রোগীমৃত্যুর সংখ্যা বেশ উদ্বেগজনক। গত একমাসে ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে কেন্দ্র জানিয়েছে এই ৭ জনের মধ্যে ছ’জনেরই গুরুতর কো মর্বিডিটি ছিল। ফলে বিশেষ উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। যে হারে দেশে নতুন করে করোনা বাড়ছে তাতে চিকিৎসা মহলের একাংশের আশঙ্কা, পুরনো কোভিড বিধি ফিরতে পারে! জনবহুল এলাকায় মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি বয়স্ক ও ক্রনিক রোগীদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তবে প্রশাসনের তরফে বারবার জানানো হয়েছে, নতুন করে করোনার ঢেউ এলে তা মোকাবিলায় সবরকমভাবে প্রস্তুত সরকার। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

আজ জামাইষষ্ঠী, বাজারে জমজমাট বিকিকিনি

৩১ মে ঃ রাত পোহালেই বাঙালির এক ঐতিহ্যবাহী পার্বন জামাইষষ্ঠী। আগে এই পার্বণের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই শাশুড়ি মায়েরা এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে ঘুরে ষষ্ঠীর উপকরণ সংগ্রহ করতেন। বর্তমানে ব্যস্ত জীবনের ছন্দে বাজারেই পাওয়া যাচ্ছে ষষ্ঠীর উপকরণ। কলকাতায় বিভিন্ন বাজারে ষষ্ঠীর উপকরণের পসরা সাজিয়ে বসেছেন অনেকেই। রবিবার জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথি। এ দিন বাঙালির ঘরে ঘরে পালিত হয় ঐতিহ্যবাহী পার্বণ যার পোশাকি নাম জামাইষষ্ঠী। মেয়ের জামাই এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ভালবাসা এবং পরিবারের সঙ্গে একসাথে সময় কাটানো-এই পার্বনের মূল ভাবনা।ষষ্ঠী তিথিতে সকালে উপোস করে ষষ্ঠীর পুজো দেন শাশুড়ি মায়েরা। ষষ্ঠী পুজোর উপকরণ বট গাছের চারা, বাঁশের করুল, তালপাতার পাখা, ধান, দুর্বা, হলুদ, পাঁচ রকমের আস্ত ফল, আম, লিচু, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি মরশুমি ফল, পান সুপারি এবং উপহার সামগ্রী হিসেবে নতুন বস্ত্র। এই সেদিনও জামাইষষ্ঠীর বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহে শাশুড়ি মায়েদের এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরঘুর করতে দেখা যেত। এখন ডটকমের যুগ। জীবনের ছন্দে সবাই ব্যস্ত। তাই জামাইষষ্ঠীর উপকরণ এখন বাজারেই পাওয়া যাচ্ছে। শনিবার কলকাতার বিভিন্ন বাজারে জামাইষষ্ঠীর উপকরণের অস্থায়ী বাজার দেখা গেল। সাধারণত গ্রাম গঞ্জের মানুষরাই এই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছেন। তাদের কাছে রয়েছে বাঁশকরুল, করমচা ফল, বট গাছের চারা, ধান, দুর্বা থেকে শুরু করে তিল হরতকি সবকিছু।এমনকি সংশ্লিষ্ট উপকরণ দিয়ে বানানো মুঠাও বিক্রি করছেন তারা। প্রতিটি মুঠা বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ৩০ টাকায়। সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে মানুষ ক্রয়ও করছেন।

এক বিক্রেতা জানান, জামাইষষ্ঠীর উপকরণ গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে বিক্রি করে দুই পয়সা লাভ কামানোর জন্যই বাজারে নিয়ে এসেছেন তিনি। বিক্রিবাট্টা ভালোই বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, ডটকমের এই যুগের সাথে সাজুজ্য রেখে বর্তমানে অনেক পরিবারকেই হোটেল বা রেস্তোরাঁয় জামাইষষ্ঠীর আয়োজন করতে দেখা যায়। এই উপলক্ষে হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলিতেও জামাইষষ্ঠীর বিশেষ মেনু থাকে। তবে অধিকাংশ পরিবারই সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বাড়ি ঘরেই সারেন জামাইষষ্ঠীর পার্বণ।

ফের বিতর্কে নিট-পিজি! দুই শিফটে পরীক্ষা নয়, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ দুই শিফটে নিট-পিজি পরীক্ষার আর্জি খারিজ করল সর্বোচ্চ আদালত। এমন ভাবনা যে কার্যত ‘স্বৈরাচারী’ সেই মন্তব্যও করল দেশের শীর্ষ আদালত। আগামী ১৫ জুন দুই শিফটে ডাক্তারির স্নাতকোত্তর স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-পিজি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২টি শিফটেই পরীক্ষা নেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ। জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এই মামলায় সর্বোচ্চ আদালত পরীক্ষা একটি শিফটে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজামিনেশন (এনবিই)-কে। নিট পরীক্ষার্থীদের দাবি ছিল, গত বছরের দ্বিতীয় শিফটে প্রশ্নপত্র অস্বাভাবিক কঠিন হয়েছিল। দুই শিফটে প্রশ্নপত্রের মান কখনও এক হতে পারে না বলে দাবি করা হয়েছিল তাঁদের পক্ষ থেকে। একটি শিফটে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন জুনিয়র ডক্টর্স নেটওয়ার্ক-এর তরফে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রককেও একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এ বার দরবার সুপ্রিম কোর্টে। তা নিয়েই এই বড় নির্দেশ দিল আদালত। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় একটি শিফটেই স্বচ্ছতার সঙ্গে এই পরীক্ষা নেওয়া হয় সে বিষয়ে নজর দিতে। যেহেতু পরীক্ষা ১৫ জুন, তাই একটি শিফটে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে এনবিই-র কাছে সময় আছে বলে পর্যবেক্ষণ আদালতের। আদালতের পর্যবেক্ষণ, দুটি শিফটের প্রশ্নপত্র কখনও একইরকম কঠিন বা সহজ হতে পারে না। আদালত আরও জানায়, দেশ যেভাবে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত, তাতে গোটা দেশে একটি শিফটে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সেন্টার পাচ্ছে না আয়োজক সংস্থা, এই যুক্তি মানতে রাজি নয় আদালত। এ দিন আদালত জানায়, একটি শিফটেই পরীক্ষা নিতে হবে। বাড়াতে হবে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা।

থানায় গড়হাজির অনুব্রত, হাজির তাঁর ৭ আইনজীবী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ মে ঃ এত্তেলায় সাড়া দিয়ে শনিবার প্রথমার্ধে থানায় যাননি অনুব্রত মণ্ডল। তবে সূত্রের খবর, বোলপুর এসডিপিও অফিসে গিয়েছেন তাঁর ৭ আইনজীবী। সূত্রের খবর, সোমবার সিউড়ি মহকুমা আদালত কিংবা কলকাতা হাই কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করতে পারেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা। বেলা ১১টার মধ্যে বোলপুরে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও)-এর অফিসে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল অনুব্রত মণ্ডলের। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি সেখানে যাননি। তার বদলে পাঠান তাঁর সাত আইনজীবীকে। এসডিপিও অফিস থেকে বেরনোর সময় এক আইনজীবী বলেন, অন্য বিষয়ে কথা বলতে এসেছিলাম। আবার আরও এক আইনজীবীর দাবি, এটি সৌজন্য সাক্ষাৎ। বীরভূমের তৃণমূলের সদ্য প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। দু’জনের কথোপকথনের সেই অডিও ভাইরাল হতেই শুরু হয় শোরগোল। শুক্রবার পুলিশ সেই অডিওর ভিত্তিতে অনুব্রতর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে। ২টি জামিন অযোগ্য-সহ মোট চারটি ধারায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। তাঁকে নোটিস পাঠিয়ে শনিবার থানায় তলব করা হয়। এ

মোদির বন্ধু ট্রাম্পকে ’ডোনাল্ড ভাই’ কটাক্ষ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ ২০ দিনে নবমবার। তাঁর দৌলতেই ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতি সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বার বার ট্রাম্পের এহেন দাবির পরও নরেন্দ্র মোদির মৌনতাকে নিশানা করে সরব হল কংগ্রেস। কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশের প্রশ্ন, ‘ডোনাল্ড ভাহ’ যে দাবি করছেন সে বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন?’ ৭ মে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত অপারেশন সিঁদুর শুরু করার পর মাত্র ৪ দিনের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি হয় দুই দেশের। এই ঘটনায় ভারতের তরফে জানানো হয়, পাকিস্তানের হটলাইনে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয় এবং ভারত সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়। যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, বাণিজ্য বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে দুই দেশকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করিয়েছেন তিনি। ভারত একাধিকবার সে তথ্য খারিজ করলেও কৃতিত্ব নিতে থামেননি ট্রাম্প। গত শুক্রবারও একই দাবি করেছেন তিনি। এই নিয়ে গত ২০ দিনে নবমবার এই দাবি করা হয়েছে ট্রাম্পের তরফে। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই মোদির বন্ধু ট্রাম্পকে ‘ডোনাল্ড ভাই’ আখ্যা দিয়ে সরব হল কংগ্রেস। এক্স হ্যান্ডেলে এদিন জয়রাম রমেশ লেখেন, ‘২০ দিনের মধ্যে নবমবার, ৩টি দেশ এবং ৩টি শহরে একই দাবি করলেন ট্রাম্প। ডোনাল্ডভাই ৪ দিনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কীভাবে বাণিজ্যকে হাতিয়ার করে দুই দেশের উপর চাপ দিয়ে এই কাজ করেছেন তা সগর্বে বলে বেড়াচ্ছেন। ভারতও পাকিস্তানকে একসারিতে বসানো হচ্ছে। ট্রাম্পের আর্থিক বিষয়ক সচিব ২৩ মে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দিবসেও একই দাবি করেন। অথচ ডোনাল্ডভাইয়ের দাবিকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলছেন তাঁর বন্ধু নরেন্দ্র মোদি। এই বিষয়ে মৌনতার নীতি নিয়েছেন। কেন প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে কিছু বলছেন না? ট্রাম্প কি মোদি যেটাতে অত্যন্ত দক্ষ (মিথ্যা কথা বলা) সেটাই বলছেন? নাকি ৫০ শতাংশ সত্যি কথাও বলছেন?’

সরকারি ছেড়ে বেসরকারি স্কুলে ভিড় বাড়াচ্ছে পড়ুয়ারা! ‘এই নিয়ে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩১ মেঃ এবার কেন্দ্রের রিপোর্টেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ দশা প্রকাশ্যে এসেছে। একটা বা দুটো রাজ্য নয়, অধিকাংশ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই কি করুণ দশা সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার। যার জেরে পড়ুয়ারা ‘সরকারি ছেড়ে বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় ঝুঁকছে। যা নিয়ে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করল কেন্দ্র। কেন্দ্রের রিপোর্ট বলছে, সরকারি স্কুলগুলিতে দিন দিন পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পাল্লা দিয়ে বেসরকারি স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে। মজার কথা হচ্ছে, সরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম দেশের সব রাজ্যেই অনেক কম। তা সত্ত্বেও পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে বেসরকারি স্কুলে। এই প্রবণতা ‘বিব্রতকর’ বিশেষ করে তিনটি রাজ্য নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছে কেন্দ্র। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরাখণ্ডে সরকারি স্কুলের তুলনায় বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা অর্ধেক হলেও পড়ুয়ার সংখ্যা দ্বিগুণ। কেন্দ্রের হিসাব বলছে, এই মুহূর্তে অন্ধ্রপ্রদেশে মোট সরকারি স্কুলের সংখ্যা ৪৫ হাজার বা ৭৩ শতাংশ। সেখানে ১৫

হাজার ২৬২টি হল বেসরকারি স্কুল। অথচ, সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করে মাত্র ৪৬ শতাংশ পড়ুয়া। বেসরকারি স্কুলে পড়ে ৫২ শতাংশ পড়ুয়া। তেলেঙ্গানায় ৪২ হাজার ৯০১টি স্কুলের ৭০ শতাংশ সরকারি। অথচ মোট পড়ুয়ার ৬২ শতাংশই পড়ে বেসরকারি স্কুলে। উত্তরাখণ্ডেও ছবিটা একই রকম। এই তিন রাজ্যের পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি নিয়ে সব রাজ্যকেই চিঠি লিখেছে কেন্দ্র। রাজ্যগুলিকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই সরকারি স্কুলের পরিবর্তে বেসরকারি স্কুলে ভর্তির প্রবণতা বাড়ছে। মিড ডে মিল নিয়ে পর্যালোচনা রিপোর্টেও উদ্বেগজনকভাবে পড়ুয়া হ্রাসের বিষয়টি চোখে পড়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দেশের প্রায় সব রাজ্যেই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশা। স্কুল আছে শিক্ষক নেই, শিক্ষক থাকলে পরিকাঠামো নেই, পরিকাঠামো থাকলেও সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না। এই পরিস্থিতিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই বেসরকারি শিক্ষায় ঝুঁকছেন অভিভাবকরা। এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে আগে স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে সরকারকেই।

দিল্লির কড়া প্রতিক্রিয়ার পরও নিজের অবস্থানেই অনড় ট্রাম্প

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ দিল্লির কড়া প্রতিক্রিয়ার পরও নিজের অবস্থানেই অনড় ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফের একবার ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর দাবি করেলন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। একই সঙ্গে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিলেন দু’দেশকে। আগামী সপ্তাহে নাকি আমেরিকায় যাবে পাক প্রতিনিধি দল। দ্রুত ভারতের সঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে তাঁর প্রশাসন। কিন্তু দু’দেশ যদি ফের সংঘাতে জ।য়, তাহলে তিনি আর কোনও চুক্তিই করবেন না। ফলে প্রশ্ন উঠছে, দিল্লির আপত্তি স্বত্বেও বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের হুমকি দিয়ে কি কাশ্মীর ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করবেন ট্রাম্প? দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আমেরিকার মসনদে সরকারের ‘অপব্যয় কমাতে ‘ডিপামেন্ট অফ গর্ভমেন্ট এফিসিয়েন্সি’ নামে একটি নতুন দপ্তর খুলেছেন ট্রাম্প। যার মাথায় বসিয়ে ছিলেন টেসলা কর্তা এলন মাস্ককে। তবে তাঁর কাজের মেয়াদ ছিল ৩০ মে পর্যন্ত। একদিন আগেই ‘ ট্রাম্পের প্রশাসন ছাড়েন তিনি। গতকাল শুক্রবার ওভাল অফিসে মাস্ককে পাশে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ট্রাম্প। সেখানেই তিনি বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদের পাশাপাশি আমাদের জনগণকেও ধন্যবাদ। আমরা বাণিজ্য নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু এটাও জানিয়ে দিয়েছি, যারা একে অপরকে গুলি করে তাদের সঙ্গে আমরা বাণিজ্য করি না। বিশেষ করে যাদের হাতে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা আছে। ফের একবার ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর দাবি করে এদিন ট্রাম্প বলেন, ভারত-পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতারা খুবই ভালো। তাঁরা বিষয়টি বুঝেছেন এবং সম্মত হয়েছেন। সংঘাত থামাতে রাজি হয়েছেন। আমরা অন্যদের মধ্যেও লড়াই থামিয়েছি। অন্যদের থেকে

লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের অনেক বেশি। বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনী আমাদের হাতে আছে। কিন্তু আমরা সংঘাত চাই না। এরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলতে শোনা যায়, আগামী সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল আমেরিকায় আসছে। ভারতের সঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষরের খুব কাছাকাছি আছি আমরা। কিন্তু দুই দেশ যদি ফের সংঘাতের পথে হাঁটে তাহলে আমরা কোনও চুক্তিই করব না। আমি মনে করি, ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি করতে পারলে সবচেয়ে বেশি গর্বিত হব। আমরা সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি বাণিজ্যের মাধ্যমে, বুলেটের মাধ্যমে নয়। আপনি জানেন, অনেকেই সাধারণত বুলেটকে বেছে নেন। কিন্তু আমরা বাণিজ্যকে বেছে নিয়েছি। তাই আমি এটা নিয়ে খুব গর্বিত। কেউ এটা নিয়ে কথা বলে না। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সংসদীয় কমিটি সদস্যরা বিদেশসচিব বিক্রম মিসরির কাছে জানতে চান, ট্রাম্প বারবার দাবি করছেন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি করানোর। কেন্দ্র কেন এই বিষয়ে চুপ রয়েছে? কেন ভারত একই দাবি বারবার করার সুযোগ দিচ্ছে ট্রাম্পকে? তিনি নিজের বক্তব্যে কেন কাশ্মীরকে টেনে আনছেন? এর উত্তরেই মিসরি সাফ জানিয়ে দেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি হয়েছে কূটনৈতিক আলোচনার মধ্যে। এখানে কোনও তৃতীয়পক্ষ হস্তক্ষেপ করেনি। সংঘর্ষবিরতিতে আমেরিকারও কোনও দিক দিয়ে কোনও ভূমিকা ছিল না। প্রসঙ্গত, অতীতে একাধিকবার কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। পহেলগাঁও হামলার ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, ভারত আর পাকিস্তান দু’জনেই আমার খুব কাছের। আমার বন্ধু। কাশ্মীরে তাদের লড়াই ১০০০ বছর ধরে চলে আসছে। এই লড়াই আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

অহল্যাবাঈ হোলকারের ৩০০ তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ ন্যায়বিচার, ধার্মিকতা এবং কল্যাণমূলক শাসনের প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্য বিখ্যাত লোকমাতা অহল্যাবাই হোলকার সংস্কৃতি, ধর্ম এবং শিল্প সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। এভাবে অহল্যাবাঈ হোলকারকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, সোমনাথ মন্দির, ত্র্যম্বকেশ্বর থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি প্রধান তীর্থস্থান সংস্কারকারী রানী নারীশক্তির শক্তি এবং নেতৃত্বের একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছিলেন। দক্ষ শাসক এবং মহান যোদ্ধা অহল্যাবাঈ হোলকার জির ৩০০ তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পাথারকান্দি ও লোয়াইরপোয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ আংশিক বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা

শ্রীভূমি (অসম), ৩১মে ঃ অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেডের শ্রীভূমি ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার এক বিজ্ঞপ্তি যোগে জানিয়েছেন, ১৩২ কেভি দুল্লভছ।া বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে বে সম্প্রসারণের কাজ ৩১ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত করা হবে। এতে পাঁচগ্রাম বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের সহকারী মহাপ্রবন্ধকের তথ্যের ভিত্তিতে জানানো হয়েছে, ওই কাজের জন্য ৩১ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত পাথারকান্দি ও লোয়াইরপোয়া ইলেক্ট্রি ক্যাল সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত অঞ্চলে আংশিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ওই সময়সীমার পরিবর্তন হতে পারে এবং এতে জনগণের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

বৌদির মুণ্ডচ্ছেদ করে কাটা মাথা হাতে রাস্তায় দেওর, হাড়হিম কাণ্ড বাসন্তীতে

বাসন্তী, ৩১ মে ঃ হাড়হিম কাণ্ড দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীতে। শনিবার সকালে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতগড় ৬ নম্বর এলাকায় এক যুবককে কাটা মুণ্ড হাতে রাস্তায় ঘুরতে দেখা যায়। তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছয় ও যুবককে আটকে রেখে ঘটনার বিস্তারিত জানতে চায়। পুলিশের দাবি, বিমল মণ্ডল নামে ওই যুবক তাদের জানায়, সে তার বৌদি সতী মণ্ডলকে খুন করেছে। ওই কথা জেনে সঙ্গে সঙ্গে বিমলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার সকালে বিমলকে রক্তমাখা জামা পরে, হাতে বৌদির কাটা মাথা নিয়ে হাঁটতে দেখা যায়। শিউরে ওঠা ওই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান এলাকার লোকজন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

বৃষ্টি ও ধসে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম, পর্যটক সুরক্ষায় পারমিট বাতিল প্রশাসনের

গ্যাংটক, ৩১ মে ঃ প্রবল বৃষ্টি ও একাধিক জায়গায় ভূমিধসের কারণে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম। যে কারণে শনিবার পর্যটকদের পারমিট ইস্যু করল না সিকিম প্রশাসন। অনলাইনে আগাম যাঁরা পারমিট নিয়েছিলেন, তাঁদের পারমিটও বাতিল করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পারমিট ইশ্যু করা হবে না বলে মংগন জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে প্রবল বৃষ্টির সময় পর্যটকদের একটি গাড়ি রাস্তা থেকে এক হাজার ফুট নীচে লাচেনচু নদীতে পড়ে যায়। ঘটনায় এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ ৮ পর্যটক।প্রবল বৃষ্টিতে তিস্তা নদীর জলস্তরও অনেকটাই বে।ছে। উত্তর সিকিমের থিয়েং ও চুংথাং এলাকায়. ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। জেলা প্রশাসনের মতে, অনেক সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে।

দিল্লিকে শক্তিশালী ও নিরাপদ করে তোলাই লক্ষ্যঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ দিল্লিকে শক্তিশালী ও নিরাপদ রাজধানী করেই তোলাই লক্ষ্য। রাজধানীর সার্বিক উন্নতিতে জোর দিয়ে এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শনিবার টুইট করে লিখেছেন, আপনারা যখন আমাকে দিল্লির সেবা করার সুযোগ দিয়েছিলেন, তখন এটি কেবল একটি দায়িত্ব ছিল না বরং জনসেবা কেন্দ্রিক রাজনীতি এবং জনকল্যাণের জন্য নীতিমালা রাখার সংকল্প ছিল। এই ১০০ দিনে, আমরা প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরভাবে কাজ করেছি। আমাদের অগ্রাধিকার ছিল স্পষ্ট - এমন উন্নয়ন যা দৃশ্যমান এবং অনুভব করা যায়।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আরও লিখেছেন, পরিচ্ছন্নতা, সুরক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন এবং ই-গভর্ন্যান্স - প্রতিটি ক্ষেত্রে, আমাদের প্রচেষ্টা ছিল দিল্লিকে একটি শক্তিশালী, নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজধানীতে পরিণত করা। এটি কেবল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর অনুপ্রেরণা, নির্দেশনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সম্ভব হযেছে। দিল্লির জনগণের আস্থা আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। পরিবর্তনের ভীত স্থাপন করা হযেছে, উন্নযনের গতি এখন থামবে না। দিল্লি এখন সুশাসন এবং পরিষেবার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাবে।

প্লাস্টিক দূষণ সমাপ্ত এবং প্লাস্টিক-মুক্ত রেলওয়ে স্টেশন গড়ে তুলতে অভিযান শুরু এনএফ রেলের

গুয়াহাটি, ৩১ মে ঃ পরিবেশগত স্থাযিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার প্রাঙ্গণ থেকে প্লাস্টিক দূষণ সমাপ্ত করতে এবং কয়েকটি মুখ্য রেলওয়ে স্টেশনকে প্লাস্টিক-মুক্ত স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি অভিযান শুরু করেছে।বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫ অভিযানের একটি অংশ হিসেবে মালিগাঁওস্থিত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে ২৯ মে অনুষ্ঠিত একটি উচ্চস্তরের বৈঠকে এই পদক্ষেপের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয। এই সভায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব, সমস্ত ডিপার্টমেন্ট ও ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি গুয়াহাটি (আইআইটিজি)-র সম্মানিত বিশিষ্ট অতিথি অধ্যাপক বিমল কাটিয়ার উপস্থিত ছিলেন।শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা। বিবৃতিতে তিনি জানান, এই অভিযান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫-এর বৃহত্তর উদযাপনের অংশ, যা ২২ মে থেকে ৫ জুন (২০২৫) পর্যন্ত চলবে এবং এটি ভারতীয় রেলওয়ের স্বচ্ছ ভারত এবং পরিবেশগত স্থাযিত্ব লক্ষ্যের সাথে অনুরূপ। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো আচরণে পরিবর্তন আনা, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নির্মূল করা এবং স্টেশন চত্বরে স্থায়ী বিকল্প ব্যবহারের প্রচার করা।সভায় অধ্যাপক বিমল কাটিয়ার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে প্লাস্টিক দূষণের সমাপ্ত করা এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি স্টেশনকে প্লাস্টিক-মুক্ত করা শীর্ষক একটি আকর্ষণীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্লাস্টিক বর্জ্যের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ঝুঁকির কথা তুলে ধরেন এবং পদ্ধতিগত ও ব্যবহারগত পরিবর্তনের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। অধ্যাপক কাটারিয়া প্লাস্টিকের কার্যকর বিকল্পগুলিও উপস্থাপন করেন এবং বলেন, কীভাবে ভারতীয় রেলওয়ে স্থায়ী সার্বজনিক পরিকাঠামোর জন্য মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে।কার্য পরিকল্পনার অংশ হিসেবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সচেতনতা অভিযান, বিক্রেতাদের সংবেদনশীলতা বাস্তবায়ন করবে এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় মহিলা-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলির সাথে সমন্বয় সাধন করবে, যার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান (এমএমইউএ)-এর মতো উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্য ওযান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট (ওএসওপি) স্টলের মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়োডিগ্রেডেবল পণ্যের একটি স্থায়ী সরবরাহ শৃঙ্খল স্থাপন করা। বিক্রেতাদের পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং সমাধান গ্রহণ করতে উসাহিত করা হবে এবং প্রতিটি স্টেশনে একটি ডেডিকেটেড টাস্কফোর্স অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে।আইআইটি গুয়াহাটি এই মিশনের কারিগরি অংশীদার হিসেবে কাজ করবে, যা বায়োডিগ্রেডেবল সামগ্রী ডৎপাদন ও বিতরণের জন্য দেশীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনে সহায়তা করবে। এই বিকল্পগুলি ধীরে ধীরে যাত্রী এবং বিক্রেতাদের ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্য প্রতিস্থাপন করবে। এই সহযোগিতা দ্বারা স্থানীয় স্টার্টআপ এবং নির্মাতাদেরকেও জড়িত করা হবে। ফলে স্কেলেবিলিটি, ক্রয়ক্ষমতা এবং দীর্ঘমেযাদী স্থাযিত্ব নিশ্চিত করবে।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অধ্যাপক কাটিয়ারের অন্তর্দৃষ্টির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং প্লাস্টিক-মুক্ত, পরিবেশগতভাবে দায়বদ্ধ রেল ব্যবস্থা তৈরি করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিষ্ঠার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি রেলওয়ে কর্মচারী, বিক্রেতা, যাত্রী এবং স্থানীয় জনসাধারণ সহ সকল অংশীদারদের এই সবুজ রূপান্তরে সক্রিযভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। নোডাল অফিসারদের মনোনয়ন, স্টেশন-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং আইআইটি গুয়াহাটির সাথে চুক্তির প্রস্তুতি সহ স্পষ্ট কার্যপন্থা নিয়ে বৈঠকটি সমাপ্ত হয়েছে।

লাগাতার বৃষ্টি, বন্ধ হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক

হাফলং (অসম), ৩১ মে ঃ ডিমা হাসাও জেলায় লাগাতার বৃষ্টির জেরে বন্ধ হয়ে গেছে হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশে পাহা। থেকে জল-কাদা নেমে আসায় জাতীয় সড়কটি বন্ধ হয়ে গেছে।পাহাড় থেকে নেমে আসা বৃষ্টির জলে জাতীয় স।কটি সম্পূর্ণ নদীতে পরিণত হয়ে পা।ছে। রাস্তার ওপর দিয়ে কাদা মিশ্রিত জল বইছে বিপজ্জনক ভাবে। ডিমা হাসাও পুলিশ ওই সব অংশে আটকে পড়া যাত্রী ও যানবাহনগুলিকে ঠেলে পারাপার করছে।বর্তমানে ভয়ংকর অবস্থায় রয়েছে হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। বিশেষ করে ভারী বর্ষণের সময় রাতের বেলা এই পথ দিয়ে যানবাহন চলাচল করলে ভয়ংকর বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে পাহা। থেকে নেমে আসা জলের স্রোতে যানবাহন তালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।এদিকে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন, জেলা দুর্যোগ প্রশমন বিভাগ হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশে শুক্রবার রাত ৮.০০টা থেকে ২ জুন পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।তাছাড়া ডিমা হাসাওয়ের জেলা কমিশনার তথা দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের অধ্যক্ষ সীমান্ত কুমার দাস ৩১ মে জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এদিকে পাহাড়ি জেলায় প্রবল বর্ষণের দরুন সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় লোকনির্মাণ বিভাগ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ, জলসেঁচ ও ভূমি সংরক্ষণ এবং পশুপালন বিভাগের ফিল্ড স্টাফদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১০০ বছর এমনভাবে উদযাপন করব যাতে বিকশিত ভারতের পতাকা উড়তে থাকবেঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ৩১মে ঃ বিকশিত ভারতই তাঁর লক্ষ্য, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাটের গান্ধীনগরের এক অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত করতে হবে। আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর এমনভাবে উদযাপন করব যাতে বিকশিত ভারতের পতাকা বিশ্বে উড়তে থাকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে ৫,৫৩৬ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, শরীর যতই সুস্থ থাকুক না কেন, যদি কাঁটা বিঁধে যায়, তাহলে পুরো শরীর অস্থির থাকে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা সেই কাঁটাটি সরিয়ে ফেলব। দেশভাগের সময়, মা ভারতী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেই রাতেই মুজাহিদিনরা কাশ্মীরে প্রথম সন্ত্রাসী হামলা চালায়। যদি তাদের তখনই নির্মূল করা হত, তাহলে এই ৭৫ বছরের দুর্ভোগ এড়ানো যেত। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যখনই ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, আমাদের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী - আমাদের সাহসী যোদ্ধারা - তাদের এমনভাবে পরাজিত করেছিল যে তারা কখনও ভুলবে না। ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না বুঝতে পেরে, তারা প্রক্সি যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সন্ত্রাসীদের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ৬ মে-র পর যারা নিহত হয়েছিল, পাকিস্তানে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া হচ্ছিল, তাই আমরা একে প্রক্সি যুদ্ধ বলতে পারি না। তাদের কফিনের উপরে পাকিস্তানি পতাকা রাখা হয়েছিল এবং তাদের সামরিক বাহিনী তাদের স্যালুট জানিয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে, এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কেবল প্রক্সি যুদ্ধ নয় - এটি তাদের পক্ষ থেকে একটি ইচ্ছাকৃত যুদ্ধ কৌশল। যদি তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে সেই অনুযাযী. প্রতিক্রিযা. জানানো হবে।বিকশিত ভারতের লক্ষ্যের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখন আমরা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। আমার মনে আছে, আমরা ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম স্থানে উন্নীত হওয়ার আনন্দ উদযাপন করেছি - একটি মুহূর্ত যা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ আমরা সেই দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম যারা আমাদের উপর ২৫০ বছর ধরে শাসন করেছিল। এখন, আমরা চতুর্থ স্থানে উঠার সঙ্গে সঙ্গে, তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার জন্য চাপ বাড়ছে - এবং আরও দৃঢ় সংকল্প রয়েছে। এই দেশ আর অপেক্ষা করতে চায় না এবং যদি কেউ পরামর্শ দেয় যে, আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে, তাহলে আপনি পটভূমিতে বলতে শুনতে পাবেন, 'মোদী হ্যায.তো মুমকিন হ্যায়'। সেই কারণেই আমাদের স্পষ্ট লক্ষ্য হল, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত দেশে পরিণত করা।অন্যদিকে ভারতকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে হলে নগরন্নোয়নে মনোযোগ দিতে হবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের ছোট শহরগুলির সম্ভাবনা অপরিসীম। চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে উন্নীত হতে হলে, আমাদের এই শহরগুলির নগরন্নোয়নের উপর মনোযোগ দিতে হবে। এগুলি আমাদের ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন। আক্ষেপ প্রকাশ করে মোদী বলেছেন, দু ঃখের বিষয, এমন একটি বাস্তুতন্ত্র রয়েছে যা তথ্যের কারণে নয়, বরং আদর্শিক পার্থক্যের কারণে বিশ্ব মঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে। কিছু মানুষ অগ্রগতি গ্রহণ করতে অসুবিধা বোধ করে কারণ এটি তাদের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার গুজরাটের গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে ৫,৫৩৬ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আগামী দিনে আমাদের পর্যটনের উপর জোর দেওয়া উচিত। গুজরাট আশ্চর্য কাজ করেছে। কল্পনা করা যায় যে কচ্ছের মরুভূমিতে, যেখানে আগে কেউ যেত না, এখন সেখানে যাওয়ার জন্য বুকিং পাওয়া যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের বিষয়েও আমাদের মনোযোগী থাকতে হবে। গুজরাট এই ক্ষেত্রে একটি চমকার উদাহরণ স্থাপন করেছে। কে কল্পনা করেছিল যে, কচ্ছের মতো একটি জায়গা - যেখানে একসময় কেউ যেতে চাইত না - এখন এত জনপ্রিয় যে সেখানে বুকিংও পাওয়া যায় না। এমনকি ভাদনগরও এক অসাধারণ রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছে। কাশীর মতো ভাদনগরও সভ্যতার একটি প্রাচীন কেন্দ্র। ২,৮০০ বছরেরও বেশি ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রমাণ রয়েছে। এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরা এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব।

পাকিস্তানের প্রতি পূর্বের বিবৃতি প্রত্যাহার কলম্বিয়ার, প্রশংসা শশী থারুরের

বোগোটা, ৩১ মে ঃ পহেলগাম হামলার প্রতিশোধে পাকিস্তানে ভারতের প্রত্যাঘাতের পর শোকপ্রকাশ করেছিল কলম্বিয়া। পাকিস্তানের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছিল কলম্বিতা। কলম্বিযা. আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের প্রতি পূর্বের সেই শোক বিবৃতি প্রত্যাহার করেছে এর আগে, সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বদানকারী শশী থারুর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন - কলম্বিয়া সরকারের প্রতিক্রিয়ায় আমরা (ভারত) কিছুটা হতাশ।ভারতের সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করার পর, কলম্বিযার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিসেস রোজা ইয়োলান্ডা ভিলাভিসেনসিও বলেছেন, আমরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী যে, এখন আমরা যে ব্যাখ্যা পেয়েছি এবং বাস্তব পরিস্থিতি, সংঘাত এবং কাশ্মীরে যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমাদের কাছে যে বিস্তারিত তথ্য রযেছে, তাতে আমরা সংলাপও চালিয়ে যেতে পারি। ভারত হতাশা ব্যক্ত করতেই কলম্বিয়া শোক বিবৃতি প্রত্যাহার করে নেয়, এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন শশী।

''লোকমাতা অহল্যাবাই হোলকারঃ ধর্ম ও সুশাসনের মূর্ত প্রতীক, শ্রদ্ধা সুকান্তর

কলকাতা, ৩১ মে ঃ তাঁর কল্যাণমূলক নীতিগুলি আজও সরকারকে অনুপ্রাণিত করে। এই বছর তাঁর ৩০০ তম জন্মবার্ষিকী এবং সমগ্র দেশ তাঁর তিনশত জন্মবার্ষিকী অত্যন্ত শ্রদ্ধার এবং উসাহের সঙ্গে উদযাপন করছে। শনিবার এভাবেই লোকমাতা অহল্যাবাইকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তবাবু বিজেপি-র রাষ্ট্রীয.যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের (সংগঠন) দায়িত্বেও আছেন।সুকান্তবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, যে কোনো দেশের উন্নযন নির্ভর করে সরকারের কল্যাণমূলক নীতি এবং তার সুশাসন ব্যবস্থার উপর। ভারতের ইতিহাস এমন শাসকদের গাথায় পূর্ণ যারা দেশের উন্নযনের জন্য অবদান রেখে গেছেন। এমনই একটি নাম হল পুণ্যশ্লোক মহারাণী অহল্যাবাই হোলকার।১৭২৫ সালের ৩১ মে আহমেদনগর (বর্তমানে অহল্যা নগর) জেলার চৌন্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জগৎ প্রকাশ নাড্ডা জীর নেতৃত্বে সারা দেশজুড়ে ২১ -৩১ মে লোকমাতা অহল্যাবাঈযের স্মরণে ১০ দিনের একটি শিক্ষামূলক প্রচার উসর্গ করে।মহারাণী অহল্যাবাঈ হোলকরের বহুমুখী ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ড দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, বিজেপি কর্মীরা মাননীয.প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দরিদ্র কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং তাঁর বিশ্বাস থেকে বিরাসত (ঐতিহ্য) সংকল্পকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়েছে। এর মধ্যে আছে বৌদ্ধিক সংলাপ, প্রদর্শনী, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, মন্দির ও ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আরতি এবং শোভাযাত্রা র মত সমাজে সর্বব্যাপী এবং সর্বস্পর্শী কাজ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনও মহারাণী অহল্যাবাঈ হোলকরের নামে অনেক প্রকল্প এবং প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেছে।পশ্চিম দেশগুলিতে ধর্মের নামে ভয়াবহ নৃশংসতা সংঘটিত হচ্ছিল। সেই পশ্চিম পণ্ডিতরা ভারত সম্পর্কে অপপ্রচার ছড়িয়ে বলেছিলেন যে হিন্দু শাসন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল ছিল। জেমস মিল লিখেছেন যে ভারত ছিল একটি নৈতিকভাবে ফাঁকা এবং স্বার্থপর সমাজ যা শাসনযোগ্য ছিল না।ভারতে অহল্যাবাই হোলকার একটি কল্যাণমূলক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতে, ধর্ম একটি বিস্তৃত ধারণা যা অর্থনৈতিক ও নৈতিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে। ধর্ম অর্থ উপার্জন এবং ব্যক্তিগত জীবনে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ থেকে মুক্তির পথ শেখায়। শাসকদের জন্য, এটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নীতি ও পরিকল্পনা শেখায় এবং ব্যক্তিগত জীবনে, এটি পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ, সমাজ, প্রকৃতির সথে সম্পর্ক শেখায।ঋষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রে এটি প্রকাশ করেছেনঃযতো অভ্যুদয় নিশ্রেয়স সিদ্ধিন্দ ধর্ম যার অর্থ যা অভ্যুদয় (বস্তুগত মঙ্গল) এবং নিশ্রেয়স (আধ্যাত্মিক মঙ্গল) উভযের দিকে পরিচালিত করে, তা হল ধর্ম।মহারাণী অহল্যাবাঈযের ৩০০তম জন্মবার্ষিকীতে, আসুন আমরা সুশাসন এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণের কেন্দ্র হয়ে বিশ্বের কল্যাণে নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি। এটিই হবে লোকমাতা অহল্যাবাঈযের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ধারা বর্ষণ, রাঙামাটিতে ভেঙে পড়েছে প্রাচীন বটগাছ, বিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ, ক্ষতিগ্রস্ত দুটি বসতঘর

বাজারিছড়া (অসম), ৩১ মে ঃ টানা বর্ষণের জেরে বৃহস্পতিবার রাতে প্রায় শতবর্ষ পুরনো একট বটগাছ ভেঙে পড়েছে রাঙামাটির লোয়াইরপোয়া-কানমুন সড়কের ওপর। ফলে ওই রুটে কাল রাত থেকে শুক্রবার পর্যন্ত যানবাহন চলাচল ব্যা্হত হয়েছে।এদিকে গাছটি ভেঙে পড়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দা মঞ্জু দেবরায় ও লিপিকা বৈদ্যের বসতঘরের একটি অংশে পড়েছে। ফলে তাঁদের বসতঘরের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হযেছে।ঘটনার খবর পেয়ে পাথারকাঃিদর বিধাযক তথা মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের নির্দেশে সকালে লোযা্ইরপোযা. জেলা পরিষদ সদস্য স্বপন দাস এবং বালিপিপলা জিপির নবনির্বাচিত আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্যা লাভলি মালাকার সহ দলীয় কর্মী শ্রীম দাস, মিটন চন্দ্র, হিমু চন্দ, টুটু চন্দ, অমিত দেব প্রমুখ অকুস্থলে পে।ঁছে মানুষ লাগিয়ে গাছটি সরানোর ব্যবস্থা করে দেন। এতে সহাযতা করেন রাঙামাটি বিট অফিসার প্রাঞ্জল দাস। পরে জেসিবি সহ কাঠ চেরার মেশিন লাগিয়ে গাছটি টুকরো টুকরো করে কেটে সরিয়ে নেওয়া হয।এদিকে গাছ প।ে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত দুটি বা।রি সদস্যরা তাঁদের বসতঘর পুনঃনির্মাণের জন্য সরকারি সহায়তা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন।

কোনও কিছুই আর বিভক্ত করতে পারবে না, লাতভিয়ায় বললেন কানিমোঝি

রিগা, ৩১ মে কোনও কিছুই আর আমাদের বিভক্ত করতে পারবে না, লাতভিয়ায় জোর দিয়ে বললেন ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি। লাতভিয়ার রাজধানী রিগায় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতায় ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি বলেছেন, যখন আমাদের ভারতীয় পর্যটকদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাঁদের পরিবার, প্রিয়জন, শিশুদের সামনেই ২৬টি নিরীহ প্রাণ হারিয়েছিলাম এবং এই বার্তা দেওয়া হয়েছিল - যাও, তোমার প্রধানমন্ত্রীকে বলো, তোমার দেশের মানুষকে বলো, আমরা তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছি, তোমার আস্থা কী। তারা আমাদের দেশকে বিভক্ত করতে চায়। তারা আমাদের আস্থার ভিত্তিতে বিভক্ত করতে চায়। কিন্তু যখন কাশ্মীরের মানুষ ভারতীয.হিসেবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমেছিল এবং একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিল, তখন বার্তাটি খুব স্পষ্ট ছিল যে, আর কিছুই আমাদের বিভক্ত করবে না।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে সুখ ভাগ করে নিতে সক্ষম হবেন। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আপনার উসাহ বাড়িয়ে. তুলবে। অর্থনৈতিক বিষযগুলি অনুকূলে থাকবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করবেন। অভিযোজন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম ও শান্তিপূর্ণ হবে। সম্প্রীতি বাড়ানো সহজ হবে। বাড়িতে উৎসবের পরিকল্পনা থাকবে। সৃজনশীল বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিভিন্ন প্রচেষ্টা আরও ভাল হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হবে।।

বৃষঃ সন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয.করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে এবং কোনও বড় সমস্যা থেকে বেরিয়ে. আসবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে দূরত্ব অতিক্রম করার মাধ্যমে- আপনি সহজেই আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন।।

মিথুনঃ আজ আপনার বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। বিনিযোগের ক্ষেত্রে সমস্ত দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। এমনকি সামান্যতম অসতর্কতাও লাভকে প্রভাবিত করতে পারে। নীতিগত নিয়ম মেনে চলবেন। প্রতিটি পদক্ষেপ প্রস্তুতি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে নেওয়া হবে। বিজ্ঞ ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নতুন সূচনার ওপর জোর দেওয়া হবে। কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের সাথে, অপ্টিমাইজেশনের ফলাফল বজায় থাকবে। আর্থিক লেনদেনে আরও সতর্ক থাকবেন। প্রয়োজনীয় কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করুন। সম্পর্কের মধুরতা বাড়বে।।

কর্কটঃক্ষুদ্র শিল্প থেকে খ্যাতি ও মুনাফা বাড়তে পারে কর্কট রাশির জাতকদের। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি সাহায্য পেতে পারেন।

সিংহঃ আজকের দিনে বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময.কাটানো আপনাকে খুশি করবে। আপনার সৃজনশীলতার মাধ্যমে আপনি আপনার কাজে নতুনত্ব আনতে সক্ষম হবেন।

কন্যাঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব।

তুলাঃআপনাকে যে সিদ্ধান্তই নিতে হোক না কেন, ভেবেচিন্তে এবং ভারসাম্য বজায় রেখে নেবেন।

বৃশ্চিকঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে এটি সত্ত্বেও, আজ আপনার আর্থিক দিকটি সবল থাকবে।

ধনুঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে। ।।

মকরঃ এটি আপনার আত্মসমালোচনার সময়। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর মনোনিবেশ করুন এবং আপনি যে লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে চান তা নির্ধারণ করুন। ।

কুম্ভঃ আজকে উফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বড়িয়ে তুলবে।

মীনঃএমন ক্রিয়াকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করুন যা আপনাকে আপনার শান্তভাব বজায় রাখতে সাহায্য করবে। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। আপনার পরিবারের প্রতি সঠিক সময় দিন।

আবহাওয়া

আপাতত দক্ষিণবঙ্গের আর কোথাও বৃষ্টির কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে বিভিন্ন জেলায়। তবে, দার্জিলিং, কালিম্পঙ-সহ তরাই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত চলবে। ১ জুন পর্যন্ত দার্জিলিং ও কালিম্পঙ-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.২ ডিগ্রি বেশি।আগামী ২৪ ঘণ্টায় বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি প্রত্যাশিত। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃষ্টি চলবে ১ জুন পর্যন্ত। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ, কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১১টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৬মনিটে।

সংঘাতের প্রতিধ্বনি পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের উত্তরাধিকার এবং শিক্ষা

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অস্থির ইতিহাস একাধিক যুদ্ধ, স্থায়ী শত্রুতা এবং ভূ-রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ এবং ঐতিহাসিক অভিযোগের জটিল জালের দ্বারা গঠিত। দুটি দেশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলি - বিশেষ করে ১৯৪৭-৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১ এবং ১৯৯৯ সালের কার্গিল সংঘর্ষ - কেবল আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুদ্ধ ছিল না, বরং পরিচয়, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক আধিপত্যের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে প্রোথিত ছিল। আজ, যখন উভয় দেশ কূটনৈতিকভাবে এবং মাঝে মাঝে সামরিকভাবে তিরস্কার বিনিময় করে চলেছে, তখন তাদের যুদ্ধের আভা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি এবং অগ্রগতির উপর দীর্ঘ ছায়া ফেলছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভাগের পরপরই প্রথম বড় সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, যা ছিল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে কেন্দ্র করে। মহারাজা হরি সিং-এর ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত এবং তারপরে পাকিস্তান সমর্থিত উপজাতীয় আক্রমণ, প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে। এর ফলে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর কাশ্মীর বিভক্ত হয়ে পড়ে, যা ভবিষ্যতের সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি করে। সেই প্রাথমিক যুদ্ধ কাশ্মীরকে দুই দেশের মধ্যে মূল বিরোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে - জাতীয় গর্ব, ধর্মীয় অনুভূতি এবং কৌশলগত গুরুত্বের বিষয়।

১৯৬৫ সালে, দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হয় যখন পাকিস্তান অপারেশন জিব্রাল্টার শুরু করে এই বিশ্বাস নিয়ে যে ভারত-শাসিত কাশ্মীরে একটি মুসলিম বিদ্রোহ শুরু হতে পারে। প্রত্যাশার বিপরীতে, এই অভিযান ভারতীয় বাহিনীর কঠোর প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এরপর পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয় যা পাঞ্জাব এবং রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যদিও তাসখন্দ চুক্তির অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় অবশেষে যুদ্ধবিরতি হয়, তবুও কোনও পক্ষই উল্লেখযোগ্য সুবিধা পায়নি এবং অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি অমীমাংসিত থেকে যায়। যুদ্ধটি শত্রুতাকে আরও গভীর করে তোলে এবং একটি বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতিযোগিতার দিকে পরিচালিত করে যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

সম্ভবত সবচেয়ে পরিণতিমূলক সংঘাত ১৯৭১ সালে ঘটেছিল, যার মূলে ছিল কাশ্মীরে নয়, বরং পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট। পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক বঞ্চনা এবং নৃশংস সামরিক দমন-পীড়নের ফলে একটি বিশাল মানবিক সংকট দেখা দেয়, লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে ঢেলে ঢেলে দেয়। ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং মুক্তিবাহিনীর প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়। এটি ছিল পাকিস্তানের জন্য এক অপমানজনক পরাজয়, যারা তাদের পূর্ব অংশ এবং ৯০,০০০ এরও বেশি সৈন্য হারায়, যা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ণায়ক সামরিক ফলাফলগুলির মধ্যে একটি।

এরপর ১৯৯৯ সালে কার্গিল সংঘাত শুরু হয়, হিমালয়ের উঁচুতে একটি সীমিত কিন্তু তীব্র সংঘর্ষ, যেখানে পাকিস্তানি সৈন্য এবং জঙ্গিরা ভারতীয় অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে। উভয় দেশ পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর পরপরই নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘন ঘটে, যা ঝুঁকিকে বিপজ্জনকভাবে বাড়িয়ে তোলে। ভারতীয় সেনাবাহিনী হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য অপারেশন বিজয় শুরু করে এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তান অবশেষে পিছু হটে। ভারত যখন কঠোর লড়াইয়ের বিজয় উদযাপন করে, তখন কার্গিল যুদ্ধ পারমাণবিক যুগে অঞ্চলের অস্থিরতা এবং ভুল গণনার বিপদগুলি প্রকাশ করে।

প্রতিটি যুদ্ধ দুই প্রতিবেশীর মধ্যে অবিশ্বাসের চক্রকে আরও শক্তিশালী করেছে। বিচ্ছিন্ন সামরিক ঘটনা থেকে দূরে, তারা উভয় পক্ষের জাতীয় আখ্যান, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষা নীতিগুলিকে রূপ দিয়েছে। পাকিস্তানে, সামরিক সংঘাত প্রায়শই রাষ্ট্র পরিচালনা এবং জাতীয় পরিচয়ে সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে শক্তিশালী করেছে। ভারতে, এই যুদ্ধগুলি আঞ্চলিক অখণ্ডতার বাগাড়ম্বরকে শক্তিশালী করেছে এবং জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক স্রোতে ভূমিকা রেখেছে। পারস্পরিক হুমকির স্থায়ী ধারণা বিশাল প্রতিরক্ষা ব্যয় এবং বৃহৎ স্থায়ী সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণকে ন্যায্যতা দিয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও, এই যুদ্ধগুলির মানবিক মূল্য বিস্ময়কর। হাজার হাজার প্রাণহানি ঘটেছে, সম্প্রদায়গুলি বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং প্রজন্মগুলি সংঘাতের ভয়ের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভগুলি কেবল সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবেই নয় বরং শান্তির জন্য হারানো সুযোগের বিষণ্ণ স্মারক হিসেবেও দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধগুলি সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলিকে সরিয়ে নিয়েছে, দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতাকে স্থায়ী করেছে।

এই যুদ্ধগুলির ছায়া আজও নীতিকে প্রভাবিত করে। সীমান্ত সংঘর্ষ, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন এবং জঙ্গি হামলা উত্তেজনাকে উচ্চতর রেখেছে। কূটনীতি প্রায়শই বাকবিতণ্ডার পিছনে পড়ে যায় এবং শান্তি প্রক্রিয়াগুলি নাশকতার ঝুঁকিতে থাকে। টেকসই সংলাপ এবং বিশ্বাস-নির্মাণ ব্যবস্থার অভাব যে কোনও স্থায়ী সমাধানকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে, বিশেষ করে কাশ্মীর ইস্যুতে, যা সবচেয়ে সংবেদনশীল আলোড়ন।

তবে, ইতিহাস এমন শিক্ষাও দেয় যা উপেক্ষা করার দরকার নেই। যুদ্ধগুলি, যদিও ধ্বংসাত্মক, স্থায়ী সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কেবল কঠোর অবস্থান এবং শত্রুতা রয়েছে। সামরিক বিকল্পগুলির বারবার আশ্রয় অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার অনুপস্থিতিকে তুলে ধরে। এটা স্পষ্ট যে, কোনও দেশই আরেকটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের ভার বহন করতে পারে না, বিশেষ করে এমন এক যুগে যেখানে পারমাণবিক ক্ষমতা সমগ্র অঞ্চলের জন্য বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনে।

আশার আলো দেখা যাচ্ছে, যদিও ক্ষণস্থায়ী। ট্র্যাক-২ কূটনীতি, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং জনগণের সাথে জনগণের যোগাযোগ মাঝে মাঝে উষ্ণতার মুহূর্ত এনেছে। কিন্তু এগুলি প্রায়শই ক্ষণস্থায়ী হয়, পরবর্তী উস্কানি বা নীতিগত পরিবর্তনের ফলে ভেসে যায়। যা অবশিষ্ট থাকে তা হল উভয় পক্ষের রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির অভাব যা অতীতের কাছে জিম্মি নয় এমন একটি ভবিষ্যত কল্পনা করে।

সংঘাতের মূল্যের সৎ স্বীকৃতি দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথ শুরু করতে হবে। এর জন্য শূন্য-সমষ্টির চিন্তাভাবনা থেকে সহযোগিতামূলক সম্পৃক্ততার দিকে, সামরিক অবস্থান থেকে পারস্পরিক শ্রদ্ধার দিকে পরিবর্তন প্রয়োজন। উভয় পক্ষের সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, মিডিয়া এবং যুবসমাজ আখ্যান পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সার্কের মতো সংস্থাগুলির মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে বিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে সম্মিলিত অগ্রগতির লক্ষ্যে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের উত্তরাধিকার কেবল সামরিকভাবে কে জিতেছে বা হেরেছে তা নিয়ে নয় - এটি কয়েক দশক ধরে শান্তি থেকে বঞ্চিত, সম্ভাব্যতা অবাস্তব এবং জীবন বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয়ে। উভয় দেশ যখন এই সংঘাতের বার্ষিকী উদযাপন করছে, তখন কেবল যুদ্ধ করা সৈন্যদের সম্মান জানানোর সময় নয়, ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্যও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং শান্তি, সংলাপ এবং ভাগ করা সমৃদ্ধির কালি দিয়ে এটি পুনর্লিখনের মধ্যে নিহিত।

ভাঙনের মুখে কপিল মুনির আশ্রম

এবার ভাঙনের মুখে পড়েছে গঙ্গাসাগর। বিশেষকরে সংকট দেখা দিচ্ছে কপিল মুনির আশ্রমের। কপিলমুনি আশ্রমের সামনে মাটি ফেলেও আটকান যাচ্ছেনা ভাঙন। আর এই মাটি ফেলার কারণে দ্বীপের অন্যত্র অসুবিধা হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয়রা জানিয়েছেন গঙ্গাসাগর একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। এই দ্বীপে মাটি বাইরে থেকে আনা যায়না। সেক্ষেত্রে দ্বীপের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মাটি নিয়ে যাওয়া হয়। যেখান থেকে মাটি তোলা হয়, সেখানে নীচু হয়ে যায় এলাকা। আর অপরদিকে সমুদ্রতটের কাছে বাঁধের জন্য মাটি দিলেও সেই মাটি ধুয়ে যায়।ফলে দ্বীপের মাটি নষ্ট হচ্ছে প্রতিবছর। এর জেরে দ্বীপের ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানে মাটি না ফেলে অন্য উপায় বের করতে হবে। তবেই সমস্ত কিছু ঠিক থাকবে।

এই সমস্যার সমাধানে বড় মাস্টার প্লান তৈরি করতে হবে। নাহলে সাগর দ্বীপে প্রতিবছর বিপুল মাটি নষ্ট হচ্ছে। এই ঘটনায় অনেকে দ্বীপের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন। মাটি ফেলা বন্ধ করে কংক্রিটের বাঁধ বা অন্য উপায় করলে তবেই বাঁচবে দ্বীপ। নাহলে সমস্যা হবে ভবিষ্যতে। অতীতে দেখা গিয়েছে নিম্নচাপ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসলে সাগরের এই সমুদ্রবাঁধের ক্ষতি হয়। তখন ফেলা হয় মাটি। এখন দেখার ভবিষ্যতে কি হয়।

রাস্তা ঝাঁট দিয়ে আনন্দ পান পূর্বস্থলীর সনৎ মন্ডল

এ এক আজব নেশায় পেয়েছে পূর্বস্থলীর সনৎ কুমার মন্ডলকে। বিগত ১০ বছর ধরে এই কাজ করে চলেছেন পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা সনৎ কুমার মন্ডল। সনৎ বাবুর কাছে আসলে টাকা-পয়সা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ মূল্যহীন। তিনি কাজ করেন শুধুমাত্র সমাজের জন্য। সমাজকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যেন তাঁর একমাত্র কর্তব্য। যখন ঠিকভাবে দিনের আলো ফোটেনা, সবাই যেসময় ঘুমিয়ে থাকে ঠিক তখনই বাড়ি থেকে রাস্তা পরিষ্কারের উদ্যেশ্যে বেরিয়ে পড়েন সনৎ বাবু। রোজ ভোর তিনটে বাজলেই কাজ শুরু করেন তিনি। পূর্বস্থলীর চুপি পাখিরালয় থেকে পারুলিয়া পর্যন্ত প্রায় কয়েক কিলোমিটার রাস্তা ধাপে ধাপে পরিষ্কার করেন। মন্দির, মসজিদ, পার্টি অফিস, রাস্তা কোন কিছুই বাদ পড়েনা।

এই প্রসঙ্গে সনৎ কুমার মণ্ডল বলেন, তআমি একটা ব্যবসা করি আর ব্যবসা মানেই সব সময় বসে থাকা। বসে থাকলেই রোগ হবে। তাই আমি চিন্তাভাবনা করলাম, এমন একটা কাজ করব যেটা এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবথেকে বেশি প্রয়োজন। আমার নিজের হাঁটাচলাও হবে আবার পরিবেশের কাজও করতে পারব। কারণ পরিবেশ পরিষ্কার রাখা এখন সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই চিন্তাভাবনা নিয়েই আমি কাজ শুরু করেছি।দ পূর্বস্থলী দুই ব্লকের ধারাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সনৎ কুমার মণ্ডল। বাবা, মা, স্ত্রী, দুই মেয়ে এবং ভাইয়ের স্ত্রী সন্তান নিয়ে ভরা সংসার সনৎ এর। তাঁর নিজের একটা ছোট্টো কাঁসা পিতল, ফার্নিচার এবং হার্ডওয়্যারের দোকান রয়েছে। এই দোকানই তাঁর রুজি রুটির একমাত্র ভরসা। তবে ব্যবসা সামলানোর পাশাপাশি তিনি ভালবেসে এই কাজ করেন। ভোর হলেই স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তা পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে থাকে দুটো বড় ঝাঁটা, হাতে গ্লাভস এবং মুখে বাঁধা থাকে কালো মাস্ক।

অনুব্রতর অপরাধ ক্ষমাহীন - বলছেন বিরোধীরা

একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ করে তারপরে কয়েক লাইনের লেখায় ক্ষমা চাইলে কি সেই অপরাধ মিলিয়ে যায়? প্রশ্ন তুলেছে সমস্ত বিরোধী নেতৃত্ব। বোলপুরের আইসি-কে ফোনে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ তৃণমূল নেতা তথা বীরভূমের কোর কমিটির সদস্য অনুব্রত মণ্ডলের।কথোপকথনের অডিয়ো রেকর্ডিং সামনে আনেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আর তা নিয়ে সরব সকলেই। শাসক দলও এর তীব্র নিন্দা করে অনুব্রতকে ক্ষমা চাইতে বলেছে। অনুব্রতর দায়সারা চিঠি -'সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য আমি সামগ্রিকভাবে সমস্ত স্তরের কাছে নিঃশর্তভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।'

পুলিশ অফিসারকে হেনস্থা করা ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগে ইতিমধ্যেই বোলপুর থানায় তলব করা হয় কেষ্টকে। থানার নোটিস কেষ্টর কাছে। কিন্তু দল? দলের তরফে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বেঁধে দেওয়া হয় ৪ ঘণ্টার সময়সীমা। ২ ঘণ্টার মধ্যেই অনুব্রতর সাফাই, তসত্যিই দুঃখিত। ১০০ বার ক্ষমা চাইতে রাজি।দ এবার সরাসরি তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সীকে চিঠি লিখলেন অনুব্রত। দল তাঁকে চার ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের কাছে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি নির্দেশ পাওয়ার ৫০ মিনিটের মধ্যেই ভিডিয়োবার্তায় ক্ষমা চান। অনুব্রতর সাফাই, তআমি নিজের রাগ সামলাতে পারিনি। আমি এই কথা বলেছি। সে জন্য আমি দুঃখিত।দ সেই অপরাধের কারণে শনিবার অনুব্রতকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় কেস করা হয়েছে। এখন দেখার অনুব্রতকে গ্রেফতার করার সাহস কি পুলিশ দেখাবে!!

ভর্তির বাইরে পরিবর্তনশীল বিশ্বের জন্য শিক্ষার্থীদের দক্ষতায় সজ্জিত করা

একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা কেবল স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলেও, এটি আরও দীর্ঘ যাত্রার প্রথম ধাপ মাত্র। শিক্ষাগত সাফল্যের আসল পরিমাপ নিহিত রয়েছে আধুনিক বিশ্বের জটিলতাগুলির জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের কতটা কার্যকরভাবে প্রস্তুত করে;অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগতভাবে। শ্রেণীকক্ষের দরজা খোলা যথেষ্ট নয়; আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে এই শ্রেণীকক্ষের ভিতরে যা ঘটে তা শিক্ষার্থীদেরকে সমাজের জন্য সক্ষম, আত্মবিশ্বাসী এবং দক্ষ অবদানকারীতে রূপান্তরিত করে।

বিশ্বের অনেক অংশে, শিক্ষা ব্যবস্থা মুখস্থ শেখা এবং মানসম্মত পরীক্ষার উপর জোর দিয়ে চলেছে। পূর্ববর্তী যুগ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই মডেলগুলি আজকের গতিশীল, প্রযুক্তি-চালিত এবং আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বের চাহিদার সাথে ক্রমশ বিরোধিতা করছে। নিয়োগকর্তারা আর মুখস্থ জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেন না; তারা এমন ব্যক্তিদের খোঁজেন যারা সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে পারেন, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সহযোগিতা করতে পারেন, কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারেন এবং পরিবর্তনের সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক স্নাতক এই প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়াই স্কুল বা কলেজ ছেড়ে যান, যার ফলে তারা কর্মশক্তির চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে বা গণতান্ত্রিক জীবনে অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন।

সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো পুরনো পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি, যেখানে দক্ষতার চেয়ে বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের প্রায়শই তথ্যের ভার বেশি থাকে কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটে তা কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা খুব কমই শেখানো হয়। পরীক্ষার ফলাফলের উপর জোর দেওয়ায় সামগ্রিক বিকাশের পরিবর্তে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের উপর সংকীর্ণ মনোযোগকে উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা স্নাতক বেকারত্ব এবং স্বল্প কর্মসংস্থানের মাত্রা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছে, এমনকি উচ্চ ডিগ্রিধারীদের মধ্যেও।

এই ব্যবধান দূর করার জন্য, দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। শিক্ষাকে কেবল সার্টিফিকেট অর্জনের উপায় হিসেবে নয়, বরং ব্যবহারিক দক্ষতা এবং ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখা উচিত। এর জন্য মূলধারার শিক্ষায় জীবন দক্ষতা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং মানসিক বুদ্ধিমত্তাকে একীভূত করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের কেবল সমীকরণ গণনা বা প্রবন্ধ লেখা শিখতে হবে না, বরং সমস্যা সমাধান, সময় পরিচালনা, দলবদ্ধভাবে কাজ এবং নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিতেও শিখতে হবে।

এই রূপান্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঐতিহ্যবাহী নির্দেশনা পদ্ধতির বাইরে যাওয়ার এবং আরও অংশগ্রহণমূলক, প্রকল্প-ভিত্তিক এবং অনুসন্ধান-চালিত পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য তাদের ক্ষমতায়িত এবং প্রশিক্ষিত করতে হবে। শিক্ষাদানকে জ্ঞানের একমুখী সঞ্চালনের পরিবর্তে শেখার সুবিধার্থে পরিণত করা উচিত। শিক্ষকদের অবশ্যই পৃথক শিক্ষার্থীর বিকাশের উপর মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করতে হবে, এই স্বীকৃতি দিয়ে যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনন্য শক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

প্রযুক্তি, যদি বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এই প্রচেষ্টায় একটি শক্তিশালী মিত্র হতে পারে। ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি শিক্ষাকে ব্যক্তিগতকৃত করার, ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতা প্রদান করার এবং শিক্ষার্থীদের বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত করার সুযোগ প্রদান করে। এগুলি প্রত্যন্ত বা সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে শিক্ষাগত ব্যবধান পূরণ করতেও সাহায্য করতে পারে। তবে, প্রযুক্তি মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের বিকল্প নয়; এটি একটি পরিপূরক যা চিন্তাভাবনা এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে সংহত করতে হবে।

দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্যে ইন্টার্নশিপ, শিক্ষানবিশ, পরিষেবা-শিক্ষা এবং শিল্প অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তব-বিশ্বের পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এই অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরিবেশে তাদের শিক্ষা প্রয়োগ করতে, নেটওয়ার্ক তৈরি করতে এবং তাদের সম্ভাব্য ক্যারিয়ারের পথ সম্পর্কে গভীর ধারণা বিকাশ করতে সক্ষম করে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্প এবং সম্প্রদায়ের সাথে শক্তিশালী সংযোগ গড়ে তোলা উচিত যাতে তাদের প্রোগ্রামগুলি পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে প্রাসঙ্গিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল থাকে।

নীতিনির্ধারক এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে দক্ষতা উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে মূল্যায়ন ব্যবস্থাগুলিকেও সামঞ্জস্য করতে হবে। মূল্যায়ন কেবল একাডেমিক কর্মক্ষমতা নয় বরং সৃজনশীলতা, সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং সমস্যা সমাধানের পরিমাপও করা উচিত। পোর্টফোলিও, সহকর্মী পর্যালোচনা, প্রকল্পের কাজ এবং স্ব-মূল্যায়ন ঐতিহ্যবাহী পরীক্ষার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সাফল্য কেমন হবে তা পুনঃসংজ্ঞায়িত করে, আমরা এমন শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পারি যা প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করার পরিবর্তে লালন-পালন করে।

অভিভাবক এবং সম্প্রদায়কেও শিক্ষার প্রতি তাদের প্রত্যাশা প্রসারিত করতে হবে। শুধুমাত্র নম্বর এবং ডিগ্রির উপর মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে, তাদের চরিত্র বিকাশ, ব্যবহারিক জ্ঞান এবং অভিযোজনযোগ্যতাকে মূল্য দেওয়া উচিত। আজীবন শিক্ষার সংস্কৃতি প্রচার করা উচিত, যেখানে শিক্ষা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সারা জীবন ধরে চলতে থাকবে, যা ব্যক্তিদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া হিসাবে পুনরায় দক্ষতা অর্জন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম করবে।

অনেক দেশে, জাতীয় শিক্ষা নীতিগুলি এই প্রয়োজনীয়তাগুলিকে প্রতিফলিত করতে শুরু করেছে। স্কুল ও কলেজগুলিতে দক্ষতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়ন মিশন এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রগুলির প্রবর্তন উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ। তবে, বাস্তবায়ন অসম রয়ে গেছে এবং গভীর কাঠামোগত সংস্কার এখনও প্রয়োজন। শিক্ষায় বিনিয়োগ অবশ্যই অবকাঠামো এবং অ্যাক্সেসের বাইরে যেতে হবে - এটিকে গুণমান, প্রাসঙ্গিকতা এবং ফলাফলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভূ-রাজনৈতিক গতিশীলতার পরিবর্তনের দ্বারা পরিচালিত বিশ্ব অর্থনীতি একটি অভূতপূর্ব গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, স্থির জ্ঞানের চেয়ে শেখা, শেখা ছেড়ে দেওয়া এবং পুনরায় শেখার ক্ষমতা বেশি মূল্যবান। এই পরিবেশে সাফল্য লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের দক্ষতায় সজ্জিত করা কেবল অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার বিষয় নয়; এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব। এটি প্রতিটি তরুণকে তাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ গঠন এবং বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখার হাতিয়ার প্রদানের বিষয়।

পরিশেষে, শিক্ষার জন্য ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার, নীতিগতভাবে কাজ করার এবং তাদের চারপাশের বিশ্বের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়ার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সরকার, শিক্ষক, নিয়োগকর্তা, পরিবার এবং ছাত্রদের নিজেদের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। তবেই আমরা এমন একটি ব্যবস্থা থেকে এমন একটি ব্যবস্থায় যেতে পারি যা কেবল শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে যা তাদের সত্যিকার অর্থে সজ্জিত করে।

ভবিষ্যৎ তাদের নয় যারা সবচেয়ে বেশি মুখস্থ করতে পারে, বরং তাদের যারা কল্পনা, উদ্ভাবন এবং সহযোগিতা করতে পারে। সমাজ হিসেবে, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। এটি করতে ব্যর্থ হওয়ার মূল্য অনেক বেশি - কেবল ব্যক্তিদের জন্য নয়, বরং আমাদের সম্প্রদায়, অর্থনীতি এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য।

অশোকনগরের এই স্কুলে হঠাৎ যেন পা পড়ল দেশের গর্ব সোফিয়া কুরেশিদের

দেশ রক্ষার বার্তা সহ ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশ সচেতনতায় উৎসাহ জোগাতে সেনা জওয়ানরাও লাগালেন গাছ। অপারেশন সিঁদুর-এর সাফল্যে সেনা জওয়ানদের স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের তরফে দেওয়া হল বিশেষ সম্মান। অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণী ভবন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোজ ঘোষের তত্ত্বাবধানে এসএসবি ৬৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সেনা জওয়ানদের সহযোগিতায় এমন উদ্যোগই এদিন দেখলেন ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা।

এদিন সেনা জওয়ানদের তরফে দেশ রক্ষার নানা গল্প যেমন শোনানো হয় ছাত্রছাত্রীদের, পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার জন্য কি করা প্রয়োজন সে বিষয়ক সচেতনতা পাঠ দেন দেশের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা এই বীররা। এদিন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেই স্কুল চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন এসএসবির সেনা জওয়ানদের। এই সমস্ত পরিকল্পনাটি করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সেনা জওয়ান থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠেন।

উত্তর সিকিমে জল বাড়ল তিস্তার,পর্যটকদের উত্তর সিকিমের পারমিট বাতিল

আবহাওয়া দপ্তর আগেই জানিয়েছিল বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকা ও সিকিমে একটানা বৃষ্টি চলবে। ঠিক সেই পূর্বাভাস অনুযায়ী সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর বৃষ্টি শুরু হতেই উত্তর সিকিমে জলবাড়ল তিস্তার। জল বাড়তেই তিস্তা তার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। অন্যদিকে আজ উত্তর সিকিমে যাওয়ার জন্য পর্যটকদের পারমিট বাতিল করা হল। সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর পর্যটক ও সাধারন মানুষের কথা মাথায় রেখেই পর্যটকদের পারমিট বাতিল করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। এবং সিকিমের একাধিক জায়গায় ধসের খবরও মিলেছে। বলা যেতে পারে ফের একবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপে সিকিম।

বৃদ্ধ কে এলোপাথাড়ি চাকুর কোপ, রহস্যজনক অবস্থায় দেহ উদ্ধার

মালদা বৃদ্ধকে এলোপাথাড়ি চাকুর কোপ।রহস্যজনক ভাবে উদ্ধার বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ।দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয় ধারালো চাকু। খুন না আত্মহত্যা ধন্দে পুলিশ।শনিবার এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাঁচল থানার ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুরে।পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত ব্যক্তির নাম বিলাতু মন্ডল(৬২)।অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।যদিও সমস্ত ঘটনায় এখনও পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করেনি।তার ছেলের দাবি,বাবা আত্মহত্যা করেছে।তবে এটি খুনের ঘটনা না আত্মহত্যা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

সাহেববাঁধে মাছের মরক

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পোশাক ব্যবসার কেন্দ্র উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া। কিন্তু এতদিন তা চলতো ছোট ছোট ঝুপড়ির মাধ্যমে। এবার একদম নতুন ছোঁয়া। বারাসাত থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হাবরার এই সুপার মার্কেটের বস্ত্র হাট জেলার মধ্যে এক অন্যতম ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হিসেবে বিগত কয়েক দশক ধরে উঠে এসেছে। তবে সুপারমার্কেট এলাকায় অস্থায়ীভাবে ঝুপড়ির দোকান করেই এতদিন চলত বস্ত্র হাটের কেনাবেচা। কয়েকশো ব্যবসায়ী প্রতি সপ্তাহের বুধবার ও শনিবার এই হাট থেকেই বস্ত্র ব্যবসা চালাতেন। মেয়েদের শাড়ি, চুরিদার থেকে শুরু করে চাদর, বালিশের কভার, ছেলেদের পাঞ্জাবি, লুঙ্গি এমনকি বাচ্চাদের জামা কাপড়ও এই বস্ত্র হাট থেকেই কিনে নিয়ে যান খুচরো পাইকারি ব্যবসায়ীরা। জেলার সাধারণ মানুষদের পাশাপাশি আশপাশের জেলাগুলি থেকেও মানুষজন এই বস্ত্র হাটে আসেন পোশাক কিনতে।

ইতিমধ্যেই জয়গাছির সুপারমার্কেট এলাকায় তৈরি হয়েছে পৌরসভার উদ্যোগে ঝাঁ চকচকে ছ'তলা বিল্ডিং। আধুনিক শপিংমলের ধাঁচেই এই বিল্ডিংয়ে থাকছে লিফটের সুবিধা। আলো ঝলমল ও বস্ত্র হাতে আসা মানুষদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে অগ্নি নির্বাপন সহ নানা আধুনিক ব্যবস্থা। প্রায় ১০০০ ব্যবসায়ী এই বস্ত্র হাটের নতুন বিল্ডিংয়ে দোকান ঘর পাবেন বলে পৌরসভার তরফ থেকে জানা গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই অস্থায়ী সুপারমার্কেট এলাকার বস্ত্র হাট ঘিরে জাতীয় সড়ক যশোর রোডে যানজটের সৃষ্টি হত। এছাড়াও হাবরা এলাকায় রাস্তার ধারে বসা ব্যবসায়ীদের একই ছাদের তলায় নিয়ে এসে জাতীয় সড়ক সংস্কার করে আধুনিক ও চওড়া করার পরিকল্পনাও রয়েছে প্রশাসনের। হাবরার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পৌরসভার পৌর প্রধান নারায়ণ চন্দ্র সাহার তত্ত্বাবধানে দ্রুত এই বস্ত্রহাট সরকারের তরফে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

হাবড়ায় হয়েছে ঝাঁ চকচকে ৬ তলা বস্ত্রহাট

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পোশাক ব্যবসার কেন্দ্র উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া। কিন্তু এতদিন তা চলতো ছোট ছোট ঝুপড়ির মাধ্যমে। এবার একদম নতুন ছোঁয়া। বারাসাত থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হাবরার এই সুপার মার্কেটের বস্ত্র হাট জেলার মধ্যে এক অন্যতম ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হিসেবে বিগত কয়েক দশক ধরে উঠে এসেছে। তবে সুপারমার্কেট এলাকায় অস্থায়ীভাবে ঝুপড়ির দোকান করেই এতদিন চলত বস্ত্র হাটের কেনাবেচা। কয়েকশো ব্যবসায়ী প্রতি সপ্তাহের বুধবার ও শনিবার এই হাট থেকেই বস্ত্র ব্যবসা চালাতেন। মেয়েদের শাড়ি, চুরিদার থেকে শুরু করে চাদর, বালিশের কভার, ছেলেদের পাঞ্জাবি, লুঙ্গি এমনকি বাচ্চাদের জামা কাপড়ও এই বস্ত্র হাট থেকেই কিনে নিয়ে যান খুচরো পাইকারি ব্যবসায়ীরা। জেলার সাধারণ মানুষদের পাশাপাশি আশপাশের জেলাগুলি থেকেও মানুষজন এই বস্ত্র হাটে আসেন পোশাক কিনতে।

ইতিমধ্যেই জয়গাছির সুপারমার্কেট এলাকায় তৈরি হয়েছে পৌরসভার উদ্যোগে ঝাঁ চকচকে ছ'তলা বিল্ডিং। আধুনিক শপিংমলের ধাঁচেই এই বিল্ডিংয়ে থাকছে লিফটের সুবিধা। আলো ঝলমল ও বস্ত্র হাতে আসা মানুষদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে অগ্নি নির্বাপন সহ নানা আধুনিক ব্যবস্থা। প্রায় ১০০০ ব্যবসায়ী এই বস্ত্র হাটের নতুন বিল্ডিংয়ে দোকান ঘর পাবেন বলে পৌরসভার তরফ থেকে জানা গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই অস্থায়ী সুপারমার্কেট এলাকার বস্ত্র হাট ঘিরে জাতীয় সড়ক যশোর রোডে যানজটের সৃষ্টি হত। এছাড়াও হাবরা এলাকায় রাস্তার ধারে বসা ব্যবসায়ীদের একই ছাদের তলায় নিয়ে এসে জাতীয় সড়ক সংস্কার করে আধুনিক ও চওড়া করার পরিকল্পনাও রয়েছে প্রশাসনের। হাবরার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পৌরসভার পৌর প্রধান নারায়ণ চন্দ্র সাহার তত্ত্বাবধানে দ্রুত এই বস্ত্রহাট সরকারের তরফে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্তবার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৮০ সংখ্যা, রবিবার ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

“নতুন ভ্যারিয়েন্টের কবলে না পড়তে সচেতনতা জরুরি”

কোভিড-১৯ অতিমারি গোটা বিশ্বকে এক গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছিল। দীর্ঘ লকডাউন, অর্থনৈতিক মন্দা, এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো অভিজ্ঞতা আমাদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে রয়েছে। তবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি উন্নতির দিকে এগিয়েছে, এবং আমরা নতুন ভ্যারিয়েন্টের আগমনকে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে, এই উন্নতির পরেও আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি।

সম্প্রতি, কোভিড-১৯-এর নতুন উপপ্রজাতি এনবি.১.৮.১ এবং এলএফ.৭-এর উপস্থিতি বিভিন্ন দেশে শনাক্ত হয়েছে। এই উপপ্রজাতিগুলি পূর্ববর্তী ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় অধিক সংক্রামক এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সহজে এড়িয়ে যেতে সক্ষম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই উপপ্রজাতিগুলিকে নজরদারির আওতায় রেখেছে, যদিও এখনও পর্যন্ত এগুলিকে উদ্বেগজনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। তবে, এই ভ্যারিয়েন্টগুলির উপস্থিতি আমাদের আরও সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

অতিমারির প্রথম পর্যায়ে তথ্যের স্বচ্ছতার অভাব এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতির ঘাটতি আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক সময় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান এবং তথ্য সঠিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যা জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। তবে, বর্তমানে এই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে স্বচ্ছতা এবং তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বারবার বলেছেন, তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অতিমারি মোকাবিলায় অন্যতম চাবিকাঠি।

কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই শুধু প্রশাসনের একার দায়িত্ব নয়; এটি আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সফল হবে। নাগরিক সচেতনতা এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন এই লড়াইয়ের মূল স্তম্ভ। মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, নিয়মিত হাত ধোয়া, এবং জনসমাবেশে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হওয়া উচিত। এছাড়া, অসুস্থ হলে স্ব-চিকিৎসার পরিবর্তে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোভিড-১৯ অতিমারি শুধুমাত্র একটি স্বাস্থ্য সংকট ছিল না, এটি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটও ছিল। লকডাউন, কর্মসংস্থানের অভাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বন্ধ থাকা, এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মানুষের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রভাবগুলি কাটিয়ে উঠতে আমাদের শুধু স্বাস্থ্যগত প্রস্তুতি নয়, সামাজিক ও মানসিক সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলাও প্রয়োজন।

ভবিষ্যতে কোভিড-১৯-এর মতো অতিমারি প্রতিরোধে আমাদের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা আরও সুসংহত ও কার্যকর হতে হবে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, দ্রুত টিকা প্রাপ্তি, এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এই প্রস্তুতির অংশ। এছাড়া, জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোভিড-১৯ অতিমারি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। স্বাস্থ্য, সমাজ, এবং অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক এবং আমাদের দায়িত্বের গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধি হয়েছে। তবে, এই শিক্ষা যেন আমাদের ভবিষ্যতে কাজে আসে, সেজন্য আমাদের সতর্কতা অবলম্বন, তথ্যের সঠিক ব্যবহার, এবং নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অতিমারি এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি; তাই আমাদের প্রস্তুতি এবং সচেতনতা অব্যাহত রাখতে হবে। এই লড়াইয়ে জয়ী হতে হলে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং দায়িত্বশীলতা অপরিহার্য।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কি ডিমেনশিয়া অসুখে ভুগছেন?

অন্তত অন্তর্জাতিক মহলে তেমনই একটি বার্তা প্রচারিত হয়েছে। নিজের শারীরিক অবস্থার কথা লুকোচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ভুগছেন ডিমেনশিয়া তথা স্মৃতিভ্রংশের অসুখে। এমনটাই মনে করে মার্কিন জনতার বড় অংশ। সম্প্রতি একটি পোলের ফলাফল সামনে আসতেই এই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা গুঞ্জন সামনে এসেছিল। পরে তিনি সরে দাঁড়ান প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড় থেকে।

৪৫ শতাংশ মোট ১৬৬০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল ২৩ থেকে ২৬ মে। আর সেই ইউগভ/ ইকোনমিস্ট পোলে দেখা গিয়েছে, মার্কিন নাগরিক বিশ্বাস করেন ৭৮ বছরের ট্রাম্প তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে একেবারেই অথবা খুব বেশি পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছেন না। তবে কিছু মানুষ অবশ্য মনে করছেন এমন দাবি সত্যি নয়।এদিকে গত এপ্রিলেই হোয়াইট হাউসের এক চিকিৎসক জানিয়েছিলেন, ট্রাম্পের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য দুই-ই চমৎকার অবস্থায় রয়েছে। তবে এতে খুব বেশি আশ্বস্ত হচ্ছেন না অনেকেই। তাঁদের দাবি, বাইডেনের ক্ষেত্রেও চিকিৎসকরা এমন দাবি করেছিলেন। কিন্তু অচিরেই পরিষ্কার হয়ে যায়, আসল সত্যিটা। ফলে ট্রাম্পও যে আসলে অসুস্থ, এটা বিশ্বাস করছেন তাঁরা।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

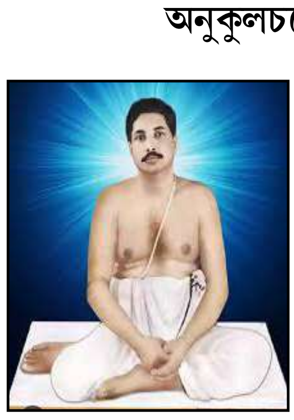

সত্তা সচ্চিদানন্দময়, অসৎ-নিরোধী স্বতঃই। সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা’ তা-ই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম মূমূর্ত্ত হয় আদর্শে; আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ, অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ, বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি, ধৃতি আনে সহানুভূতি, সহানুভূতি আনে সংহতি, সংহতি আনে শক্তি, শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা, আর, ধৃতি আনে প্রণিধান, প্রণিধান হ’তেই আসে সমাধি; আবার, সমাধি হ’তেই আসে কৈবল্য; তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ; মহাচেতন-সমুত্থান!

পঞ্চবর্হিঃ

একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্, পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধাঃ ঋষয়ঃ শরণম্ তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্, সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্ পূর্ব্বাপূরকো বর্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্ এতদেবার্য্যায়ণম্, এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ, এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্। একমেবাদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি, পূর্ব্ব-পূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি, তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তী পিতৃগণের শরণ লইতেছি, সত্তানুগুণ বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি, পূর্ব্ব-পূরক বর্তমান পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি, ইহাই আ ্যায়ণ; ইহাই সদ্ধর্ম্ম; আর ইহাই শাশ্বত শরণ্য।

সপ্তার্চ্চিঃ

নোপাস্যমন্যদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্। তথাগতাস্তদ্বার্ত্তিকা অভেদাঃ। তথাগতাগো হি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ, পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্ট বিশেষবিগ্রহঃ, তদনুকূলশাসনং হ্যনুসর্ত্তব্যতেরৎ। শিষ্টাগুবেদপিতৃপরলোকদেবাঃ শ্রদ্ধেয়াঃ নাপোহ্যাঃ, সদাচারা বর্ণাশ্রমানুগজীবনবর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ। বিহিতসবর্ণানুলোমাচারাঃ পরমোৎকর্ষহেতবঃ, স্বভাব পরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারাঃ। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহে, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়। তথাগত তাঁ’র বার্তাবহগণ অভিন্ন। তথাগতগণের অগ্রণী বর্তমান পুরুষোত্তম, পূর্ব্ব পূর্ব্বগণের পূরণকারী বিশিষ্ট বিশেষবিগ্রহ তদনুকূলশাসনই অনুসর্ত্তব্য;তদিতর কিছু নহে। শিষ্টাগুবেদপিতৃপরলোকদেবগণ শ্রদ্ধেয়;অপোহ্য নহে। বর্ণাশ্রমানুগ সদাচার জীবনবর্দ্ধনীয় নিত্যপালনীয় বিহিত সবর্ণানুলোমাচার পরমোৎকর্ষহেতু, প্রতিলোমাচার;স্বভাব পরিধ্বংসী।

গ্যাভেল পুনর্বিবেচনা বিচারিক পরিষেবার জন্য তিন বছরের অনুশীলন আদেশ মূল্যায়ন

বিচার বিভাগীয় পরিষেবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্য ন্যূনতম তিন বছরের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার সাম্প্রতিক অনুমোদন ভারতের আইনী মহলে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে এবং বেশ কয়েকটি রাজ্য উচ্চ আদালত এটি বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করছে, এই পদক্ষেপটি বিচার বিভাগের যোগ্যতা কী সংজ্ঞায়িত করে এবং বিচার বিভাগের গুণমানের সাথে অ্যাক্সেসের সর্বোত্তম ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা যায় সে সম্পর্কে আত্মসমালোচনা শুরু করেছে। এই সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে বেঞ্চ থেকে ন্যায়বিচার ব্যাখ্যা এবং বিতরণের জন্য ব্যবহারিক আদালতের অভিজ্ঞতা কি পূর্বশর্ত হওয়া উচিত?

ঐতিহ্যগতভাবে, ভারতের নিম্ন বিচার বিভাগ রাজ্য-স্তরের বিচার বিভাগীয় পরিষেবা পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি আইন স্কুল থেকে নতুন আইন স্নাতকদের স্বাগত জানিয়েছে। এই পথটি হাজার হাজার উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিচারককে প্রাথমিকভাবে ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে এবং বিচার বিভাগের মধ্যে দীর্ঘ ক্যারিয়ার গড়তে সক্ষম করেছে। তবে, এই মডেলের সমালোচকরা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তি দিয়ে আসছেন যে বিচারিক দায়িত্বের ভার বহন করার জন্য কেবল বইয়ের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। কখনও কোনও আবেদনপত্র তৈরি না করে, কোনও সাক্ষীকে জেরা না করে, বা মামলার কঠোরতার মুখোমুখি না হয়ে, একজন নবনিযুক্ত বিচারক আদালতের গতিশীলতা এবং পদ্ধতিগত সূদতার বাস্তবতার সাথে লড়াই করতে পারেন। এই সমালোচনাটিই তিন বছরের অনুশীলনের আদেশের সমাধান করতে চায়।

এই নিয়মের সমর্থকরা যুক্তি দেন যে একজন বিচারকের কার্যকারিতা মূলত মামলার জটিলতা, সময়সীমার চাপ এবং বাস্তব-বিশ্বের মামলা মোকদ্দমায় প্রায়শই উদ্ভূত নৈতিক দ্বিধাগুলি উপলব্ধি করার সাথে জড়িত। তাদের মতে, কেবলমাত্র আইন অনুশীলনে সরাসরি জড়িত থাকার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি মামলার জটিলতা, সময়সীমার চাপ এবং বাস্তব-বিশ্বের মামলা মোকদ্দমায় প্রায়শই উদ্ভূত নৈতিক দ্বিধাগুলি উপলব্ধি করতে পারেন। তাদের মতে, অভিজ্ঞতা সহানুভূতি গড়ে তোলে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উন্নত করে, যা ভারসাম্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধিকন্তু, এই পদক্ষেপ বিচার বিভাগের সামগ্রিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং দক্ষতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। বারে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন বিচারক সিনিয়র আইনজীবীদের সম্মান অর্জন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে বিচার পরিচালনা করার সম্ভাবনা বেশি। আদালতের সাজসজ্জা, পদ্ধতি সম্পর্কে বোধগম্যতা এবং স্থানীয় আইনি সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি - এই সমস্ত দিক যা একজন অনুশীলনকারী আইনজীবী হিসাবে ব্যয় করা সময় থেকে উপকৃত হয়। এটি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, আদালতের সময়সূচীর উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং মামলা মোকদ্দমাকারীদের মধ্যে উচ্চতর সন্তুষ্টিতে অনুবাদ করতে পারে।

যাইহোক, যদিও আদেশের যুক্তিটি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে, নীতিটির ত্রুটি এবং চ্যালেঞ্জগুলি ছাড়া নয়। প্রথমত, এটি মেধাবী এবং সক্ষম তরুণ আইনজ্ঞদের একটি বিশাল পুকুরের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে যারা স্নাতক হওয়ার পরপরই জনসেবায় নিজেকে নিবেদিত করতে চান। অনেক আইন স্নাতক, বিশেষ করে সাধারণ পটভূমির, বিচার বিভাগকে একটি স্থিতিশীল এবং সম্মানিত ক্যারিয়ারের পথ হিসেবে দেখেন। তাদের তিন বছর ধরে অনুশীলনে থাকতে বাধ্য করা - যার অর্থ প্রায়শই সামান্য বা বিনা বেতনে সিনিয়র আইনজীবীদের অধীনে কাজ করা - আর্থিক সমস্যা তৈরি করতে পারে এবং প্রতিভা বিচারিক পাইপলাইনে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারে।

ন্যায়বিচার এবং অন্তর্ভুক্তির উদ্বেগও রয়েছে। ভারতের প্রতিটি অঞ্চল বা শহর মামলা মোকদ্দমার অনুশীলনের জন্য শক্তিশালী সুযোগ প্রদান করে না। ছোট জেলা বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে, অর্থপূর্ণ আইনি পরামর্শ বা এক্সপোজারের অ্যাক্সেস সীমিত হতে পারে। মহিলা, প্রথম প্রজন্মের আইনজীবী এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়শই বারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বাধার সম্মুখীন হন। প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছাড়াই একটি সম্পূর্ণ ম্যান্ডেট, আইনি পেশার মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও শক্তিশালী করার ঝুঁকি তৈরি করে।

তদুপরি, এই ধারণাটি যাচাই করা উচিত যে তিন বছরের অনুশীলন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও ভাল বিচারক তৈরি করবে। সমস্ত অনুশীলনকারী আইনজীবী একজন বিচারকের জন্য প্রয়োজনীয় মেজাজ বা নীতিশাস্ত্র বিকাশ করে না। কেউ কেউ খারাপ অভ্যাস ধারণ করতে পারে অথবা মানসিকভাবে অতিরিক্ত প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে। বিপরীতে, অনেক তরুণ আইন স্নাতক যাদের আইনি তত্ত্বের উপর দৃঢ় ভিত্তি, জনসেবার অনুভূতি এবং বিশ্লেষণের দক্ষতা রয়েছে, তারা আদালতের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই চমৎকার বিচারিক কর্মকর্তা হিসেবে প্রমাণিত হতে পারেন। অতএব, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচারিক প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শদান প্রক্রিয়া সংস্কারের মাধ্যমে সামগ্রিক মূল্যায়নের উপর জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ - জ্ঞান, চরিত্র, যোগ্যতা - যা মামলায় কাটানো বছরের জন্য যোগ্যতা হ্রাস করে।

বিচারিক প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শদান প্রক্রিয়া সংস্কারের মাধ্যমে আরও ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির সন্ধান করা যেতে পারে। অনুশীলনকে পূর্বশর্ত হিসেবে বাধ্যতামূলক করার পরিবর্তে, বিচার বিভাগ বিচারিক একাডেমির মাধ্যমে নির্বাচন-পরবর্তী প্রশিক্ষণ জোরদার করতে পারে। নিমজ্জিত আদালতের সিমুলেশন, বর্তমান বিচারকদের অধীনে ইন্টার্নশিপ এবং প্রবেশনকালীন সময়ে কাঠামোগত পরামর্শ নতুন নিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে, নতুন স্নাতকদের সম্পূর্ণরূপে বাদ না দিয়ে।

আরেকটি সম্ভাবনা হল বিচার বিভাগের মধ্যে সমান্তরাল ট্র্যাক তৈরি করা - একটি অভিজ্ঞ অনুশীলনকারীদের জন্য এবং অন্যটি সম্ভাব্য শিক্ষাগত অর্জনকারীদের জন্য। এটি অভিজ্ঞতার মূল্য স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে অন্তর্ভুক্তি বজায় রাখতে পারে। অন্তত, যারা ঐতিহ্যবাহী মামলা মোকদ্দমা, যেমন আইনি সহায়তা, বহন করতে বা অ্যাক্সেস করতে অক্ষম, তাদের জন্য ব্যতিক্রম বা বিকল্প পথ বিবেচনা করা উচিত।

ভারতের বিরুদ্ধে চার দেশে নালিশ করেও ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান

ভারত পাকিস্তান বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চার মুসলিম দেশের নালিশ জানিয়েছে পাকিস্তান। অপারেশন সিঁদুরের পরেই ‘বন্ধু’দের সমর্থন চাইতে বিদেশ সফরে গিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তুরস্ক, ইরান, আজারবাইজান ঘুরে তাজিকিস্তানে পৌঁছেছেন তিনি। সেখানে দাঁড়িয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী ‘নালিশ’ ঠোকেন যে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ভারত যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি করেছে। তবে শাহবাজের এই মন্তব্যে তাজিকিস্তানের তরফে সরকারিভাবে কিছু বলা হয়নি।চার দেশে এই সফরে তাঁর সঙ্গী হয়েছেন ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। শুক্রবার সকালে তাজিকিস্তানে পৌঁছন শাহবাজ। সেদেশের প্রেসিডেন্ট এমোমালি রাহমোনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে তুলে ধরেন অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গ। দুই দেশের ‘ভ্রাতৃত্ব’ আরও দৃঢ় করার পাশাপাশি পাক প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাচ্ছে ভারত।’

তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে ভারতের বিরুদ্ধে রীতিমতো নালিশ ঠুকেছেন শাহবাজ। দাবি করেন, গত ৭ মে-র পর থেকে ভারত ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অনৈতিক’ কার্যকলাপ করেছে। তার জেরে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের আইন লঙ্ঘিত হয়েছে। এছাড়াও তাজিকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে শাহবাজ বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব মানা উচিত। উল্লেখ্য, ভারতের তরফে বারবার জানানো হয়েছে যে কাশ্মীর ইস্যুতে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মানা হবে না। শাহবাজের বিদেশ সফরের পর অবশ্য প্রশ্ন উঠছে, চার ‘বন্ধু’ রাষ্ট্রে গিয়ে কতখানি ফায়দা তুলতে পারল পাকিস্তান? ইরানের সঙ্গে বৈঠকে ভারতের নামে ‘নালিশ’ করলেও, সেদেশের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা সইদ আলি খামেনেই প্রকাশ্যে এই নিয়ে তেমন কিছু বলেননি। তুরস্ক বা আজারবাইজানের তরফেও সেভাবে ভারতবিরোধী মন্তব্য করা হয়নি। নীরব থেকেছে তাজিকিস্তানও। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ‘বন্ধু’দের থেকে খালি হাতেই ফিরতে হল শাহবাজকে?

একটি প্রতিশ্রুতি স্থগিত কেন অন্ধ্রপ্রদেশ এখন আগের চেয়েও বেশি একটি বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের যোগ্য

২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ বিভক্ত হওয়ার পর এক দশকেরও বেশি সময় কেটে গেছে, তবুও সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাঙনের ক্ষত এখনও অধরা। অবশিষ্ট অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণের জন্য, একটি বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের প্রতিশ্রুতি কেবল রাজনৈতিক আশ্বাসের চেয়েও বেশি ছিল - এটি ছিল একটি জীবনরেখা। রাজধানী হায়দ্রাবাদ থেকে কেড়ে নেওয়া রাজ্যটি, যা নবগঠিত তেলেঙ্গানায় চলে যায়, একটি বিশাল আর্থিক শূন্যতার মধ্যে পড়ে যায়। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ এবং রাজ্যের উন্নয়নে সহায়তা করার আশ্বাস সত্ত্বেও, অন্ধ্রপ্রদেশ অপেক্ষা করছে। সেই অপেক্ষার অবসানের সময় এসেছে।

বিশেষ শ্রেণীর মর্যাদা (এসসিএস) বা অন্ততপক্ষে, অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য একটি শক্তিশালী এবং লক্ষ্যবস্তুযুক্ত আর্থিক প্যাকেজের দাবি যুক্তি এবং ন্যায়বিচার উভয়ের উপর ভিত্তি করে। দ্বিখণ্ডন কোনও রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবী পুনর্গঠনের ফলাফল ছিল না বরং জাতীয় বিবেচনার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি শীর্ষ-নিচের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল। এই প্রক্রিয়ায়, অন্ধ্রপ্রদেশ তার রাজস্ব-উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৯০ শতাংশ হারিয়েছে, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এবং শিল্প প্রবৃদ্ধিতে হায়দ্রাবাদের অবদানের কারণে। অবশিষ্ট ছিল অনুন্নত অবকাঠামো, দুর্বল শিল্প ভিত্তি এবং নতুন প্রবৃদ্ধির পথ তৈরির জন্য মূলধন বিনিয়োগের তীব্র প্রয়োজন।

পরবর্তী রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রকে তাদের প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করার জন্য অনুরোধ করেছে। বিশেষ সহায়তার প্রতিশ্রুতি অনানুষ্ঠানিক ছিল না - এটি অন্ধ্র প্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০১৪-তে লিপিবদ্ধ ছিল এবং সংসদে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। তবে, সময়ের সাথে সাথে সেই প্রতিশ্রুতিগুলির ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে। কেন্দ্র, ১৪তম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি উদ্ধৃত করে, কোনও রাজ্যকে এসসিএস প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, বরং যুক্তি দিয়েছে যে নতুন কর বিচ্যুতি সূত্র পর্যাপ্ত সহায়তা নিশ্চিত করে। কিন্তু সেই যুক্তিটি সেই অনন্য পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে যেখানে অন্ধ্র প্রদেশকে সুবিধাবঞ্চিত রাখা হয়েছিল। অন্যান্য রাজ্যের মতো, অন্ধ্র প্রদেশ কেবল দারিদ্র্য সূচক বা পশ্চাদপদতার ভিত্তিতে সহায়তা চাইছিল না; এটি পুনরুদ্ধারের জন্য চাইছিল। কার্যকরী রাজধানী হিসাবে হায়দ্রাবাদের অনুপস্থিতি চ্যালেঞ্জগুলিকে আরও জটিল করে তুলেছে। অমরাবতীতে যেমন চলছে, তেমনই নতুন রাজধানী তৈরির জন্য বিশাল জনসাধারণের বিনিয়োগ প্রয়োজন - রাজ্যের কাছে এমন তহবিল নেই। অধিকন্তু, কেন্দ্র কর্তৃক ‘জাতীয় প্রকল্প’ হিসেবে ঘোষিত উচ্চাভিলাষী পোলাভরম সেচ প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি, বিলম্ব এবং অসঙ্গতিপূর্ণ তহবিলের কারণে ভুগছে। প্রতিটি বিলম্ব কৃষি পুনরুজ্জীবন এবং অর্থনৈতিক গুণকগুলির সময়সীমাকে পিছিয়ে দেয়। এই অসুবিধাগুলিকে আরও জটিল করে তোলে ঋণের বোঝা। গত দশক ধরে, অন্ধ্রপ্রদেশ তার উন্নয়নমূলক এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচির জন্য ব্যাপকভাবে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। এটি তার আর্থিক স্বাস্থ্যের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে এবং মূলধন ব্যয়ের জন্য খুব কম জায়গা রেখে দিয়েছে, যার ফলে এর অগ্রগতি আরও ধীর হয়ে গেছে। রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি এবং ঋণ-থেকে-জিডিপি অনুপাত FRBM (আর্থিক দায়িত্ব এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা) নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। বিশেষ প্যাকেজ ছাড়া, বোঝা আরও খারাপ হবে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অবকাঠামোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় ক্ষেত্রগুলিতে হ্রাস করতে বাধ্য হবে।

সংখ্যার বাইরে, একটি বিশেষ রাজস্ব প্যাকেজের আহ্বান ভারতীয় ফেডারেল ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার বিষয়েও। যদি কেন্দ্র তার নিজস্ব আইনসভা এবং রাজনৈতিক আশ্বাস পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে এটি একটি উদ্বেগজনক নজির স্থাপন করে। ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণকারী অন্যান্য অঞ্চলগুলি ভবিষ্যতের পুনর্গঠন বা সংস্কার সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে। ভারতীয় ঐক্যের ভিত্তি, ফেডারেল আস্থা, পারস্পরিক জবাবদিহিতার উপর নির্ভর করে। সেই বিশ্বাস ভাঙার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, বিষয়টি জাতীয় আলোচনায় নতুন করে তীব্রতা নিয়ে ফিরে এসেছে। সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক জোট বদলে যাওয়ার সাথে সাথে সুযোগের এক নতুন জানালা খুলে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার, যারা এখন বৃহত্তর জোট এবং ঐক্যমত্য গড়ে তুলতে চাইছে, তাদের অন্ধ্রপ্রদেশের দীর্ঘদিনের দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। একটি বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা কেবল একটি রাজ্যকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য নয় - এটি একটি বার্তা পাঠানোর জন্য যে কেন্দ্র তার প্রতিশ্রুতিতে অটল।

এই ধরণের প্যাকেজের কাঠামো সাবধানতার সাথে ডিজাইন করা যেতে পারে। রাজনৈতিক বা প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা অব্যাহত থাকলে এটি অবশ্যই SCS-এর সঠিক রূপ নিতে হবে না। পরিবর্তে, এতে অবকাঠামোর জন্য বর্ধিত অনুদান, দীর্ঘমেয়াদী সুদমুক্ত ঋণ, রাজধানী শহর নির্মাণের জন্য পরিশোধ, জাতীয় প্রকল্পগুলির দ্রুত সমাপ্তি এবং একটি নমনীয় রাজস্ব ঘাটতি অনুদান কাঠামোর মিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এই ধরণের মডেল কেন্দ্রের আর্থিক উদ্বেগ মোকাবেলা করার সময় অন্ধ্রপ্রদেশকে প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করবে।

তাছাড়া, এই মুহূর্তে অন্ধ্রপ্রদেশকে ক্ষমতায়িত করার ফলে বৃহত্তর দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য ব্যাপক সুবিধা পেতে পারে। দীর্ঘ উপকূলরেখা এবং ক্রমবর্ধমান সরবরাহ অবকাঠামোর কারণে, রাজ্যটি পূর্বের একটি প্রধান প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে প্রস্তুত। যথাযথ বিনিয়োগের মাধ্যমে, এটি শিল্পকে আকর্ষণ করতে পারে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারে এবং আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করতে পারে। তাহলে, একটি আর্থিক প্যাকেজ কোনও বেইলআউট নয় বরং জাতীয় উন্নয়নে একটি কৌশলগত বিনিয়োগ।

পরিশেষে, প্রশ্নটি রাজনৈতিক সদিচ্ছার। কেন্দ্র কি অন্ধ্রপ্রদেশের পরিস্থিতিকে সেই তাৎক্ষণিকতা এবং সহানুভূতির সাথে দেখবে যেটি তার দাবি? তারা কি দলীয় নীতির ঊর্ধ্বে উঠে ক্ষমতায় থাকা দল নির্বিশেষে পূর্ববর্তী সরকারগুলির দেওয়া প্রতিশ্রুতির পবিত্রতা বজায় রাখবে? এই প্রশ্নের উত্তরগুলি কেবল অন্ধ্রপ্রদেশের ভবিষ্যতই নয়, বরং ভারতে সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমের চেতনাকেও রূপ দেবে।

বিলম্বের সময় শেষ। অন্ধ্রপ্রদেশের যা প্রয়োজন তা সহানুভূতি নয়, বরং সমর্থন। এটি যা অপেক্ষা করছে তা হল দান নয়, বরং ন্যায়বিচার। এবং জাতিকে এখন যা প্রদান করতে হবে তা হল ফাঁকিবাজি নয়, বরং একটি আর্থিক রোডম্যাপ যা ২০১৪ সালে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলিকে সম্মান করে এবং রাজ্যকে তার ভবিষ্যত পুনর্গঠনের একটি ন্যায্য সুযোগ দেয়।

সংঘাতের প্রতিধ্বনি পাক-ভারত যুদ্ধের উত্তরাধিকার এবং শিক্ষা

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অস্থির ইতিহাস একাধিক যুদ্ধ, স্থায়ী শত্রুতা এবং ভূ-রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ এবং ঐতিহাসিক অভিযোগের জটিল জালের দ্বারা গঠিত। দুটি দেশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলি - বিশেষ করে ১৯৪৭-৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১ এবং ১৯৯৯ সালের কার্গিল সংঘর্ষ - কেবল আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুদ্ধ ছিল না, বরং পরিচয়, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক আধিপত্যের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে প্রোথিত ছিল। আজ, যখন উভয় দেশ কূটনৈতিকভাবে এবং মাঝে মাঝে সামরিকভাবে তিরস্কার বিনিময় করে চলেছে, তখন তাদের যুদ্ধের আভা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি এবং অগ্রগতির উপর দীর্ঘ ছায়া ফেলছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভাগের পরপরই প্রথম বড় সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, যা ছিল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে কেন্দ্র করে। মহারাজা হরি সিং-এর ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত এবং তারপরে পাকিস্তান সমর্থিত উপজাতীয় আক্রমণ, প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে। এর ফলে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর কাশ্মীর বিভক্ত হয়ে পড়ে, যা ভবিষ্যতের সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি করে। সেই প্রাথমিক যুদ্ধ কাশ্মীরকে দুই দেশের মধ্যে মূল বিরোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে - জাতীয় গর্ব, ধর্মীয় অনুভূতি এবং কৌশলগত গুরুত্বের বিষয়।

১৯৬৫ সালে, দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হয় যখন পাকিস্তান অপারেশন জিব্রাল্টার শুরু করে এই বিশ্বাস নিয়ে যে ভারত-শাসিত কাশ্মীরে একটি মুসলিম বিদ্রোহ শুরু হতে পারে। প্রত্যাশার বিপরীতে, এই অভিযান ভারতীয় বাহিনীর কঠোর প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এরপর পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয় যা পাঞ্জাব এবং রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যদিও তাসখন্দ চুক্তির অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় অবশেষে যুদ্ধবিরতি হয়, তবুও কোনও পক্ষই উল্লেখযোগ্য সুবিধা পায়নি এবং অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি অমীমাংসিত থেকে যায়। যুদ্ধটি শত্রুতাকে আরও গভীর করে তোলে এবং একটি বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতিযোগিতার দিকে পরিচালিত করে যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

সম্ভবত সবচেয়ে পরিণতিমূলক সংঘাত ১৯৭১ সালে ঘটেছিল, যার মূলে ছিল কাশ্মীরে নয়, বরং পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট। পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক বঞ্চনা এবং নৃশংস সামরিক দমন-পীড়নের ফলে একটি বিশাল মানবিক সংকট দেখা দেয়, লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে ঢেলে ঢেলে দেয়। ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং মুক্তিবাহিনীর প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়। এটি ছিল পাকিস্তানের জন্য এক অপমানজনক পরাজয়, যারা তাদের পূর্ব অংশ এবং ৯০,০০০ এরও বেশি সৈন্য হারায়, যা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ণায়ক সামরিক ফলাফলগুলির মধ্যে একটি।

এরপর ১৯৯৯ সালে কার্গিল সংঘাত শুরু হয়, হিমালয়ের উঁচুতে একটি সীমিত কিন্তু তীব্র সংঘর্ষ, যেখানে পাকিস্তানি সৈন্য এবং জঙ্গিরা ভারতীয় অবস্থানে অনুপ্রবেশ করে। উভয় দেশ পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর পরপরই নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘন ঘটে, যা ঝুঁকিকে বিপজ্জনকভাবে বাড়িয়ে তোলে। ভারতীয় সেনাবাহিনী হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য অপারেশন বিজয় শুরু করে এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তান অবশেষে পিছু হটে। ভারত যখন কঠোর লড়াইয়ের বিজয় উদযাপন করে, তখন কার্গিল যুদ্ধ পারমাণবিক যুগে অঞ্চলের অস্থিরতা এবং ভুল গণনার বিপদগুলি প্রকাশ করে।

প্রতিটি যুদ্ধ দুই প্রতিবেশীর মধ্যে অবিশ্বাসের চক্রকে আরও শক্তিশালী করেছে। বিচ্ছিন্ন সামরিক ঘটনা থেকে দূরে, তারা উভয় পক্ষের জাতীয় আখ্যান, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষা নীতিগুলিকে রূপ দিয়েছে। পাকিস্তানে, সামরিক সংঘাত প্রায়শই রাষ্ট্র পরিচালনা এবং জাতীয় পরিচয়ে সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে শক্তিশালী করেছে। ভারতে, এই যুদ্ধগুলি আঞ্চলিক অখণ্ডতার বাগাড়ম্বরকে শক্তিশালী করেছে এবং জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক স্রোতে ভূমিকা রেখেছে। পারস্পরিক হুমকির স্থায়ী ধারণা বিশাল প্রতিরক্ষা ব্যয় এবং বিশাল স্থায়ী সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণকে ন্যায্যতা দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে, এই যুদ্ধগুলির মানবিক মূল্য বিস্ময়কর। হাজার হাজার প্রাণহানি ঘটেছে, সম্প্রদায়গুলি বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং প্রজন্মগুলি সংঘাতের ভয়ের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভগুলি কেবল সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা হিসাবে নয় বরং শান্তির জন্য হারানো সুযোগের বিষণ্ণ স্মারক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধগুলি সামাজিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলিকে সরিয়ে নিয়েছে, দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতাকে স্থায়ী করেছে।

এই যুদ্ধগুলির ছায়া আজও নীতিকে প্রভাবিত করে। সীমান্ত সংঘর্ষ, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন এবং জঙ্গি হামলা উত্তেজনাকে উচ্চ স্তরে রেখেছে। কূটনীতি প্রায়শই বাগাড়ম্বরের পিছনে থাকে এবং শান্তি প্রক্রিয়াগুলি নাশকতার ঝুঁকিতে থাকে। টেকসই সংলাপ এবং বিশ্বাস-নির্মাণ ব্যবস্থার অভাব যে কোনও স্থায়ী সমাধানকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে, বিশেষ করে কাশ্মীর ইস্যুতে, যা সবচেয়ে সংবেদনশীল আলোড়নস্থল হিসাবে রয়ে গেছে।

যাইহোক, ইতিহাস এমন শিক্ষাও দেয় যা উপেক্ষা করার দরকার নেই। যুদ্ধগুলি, যদিও ধ্বংসাত্মক, স্থায়ী সমাধান আনতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কেবল কঠোর অবস্থান এবং দৃঢ় শত্রুতা রয়েছে। সামরিক বিকল্পের বারবার আশ্রয় নেওয়া অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার অনুপস্থিতিকে তুলে ধরে। এটা স্পষ্ট যে কোনও দেশই আরেকটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের ভার বহন করতে পারে না, বিশেষ করে এমন এক যুগে যেখানে পারমাণবিক ক্ষমতা সমগ্র অঞ্চলের জন্য পরিণতি বিপর্যয়কর করে তোলে।

আশার আলো দেখা যাচ্ছে, যদিও তা ক্ষণস্থায়ী। দ্বিতীয় ধাপের কূটনীতি, সীমান্ত বাণিজ্য উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং জনগণের সাথে মানুষের যোগাযোগ মাঝেমধ্যে উষ্ণতার মুহূর্ত এনেছে। কিন্তু এগুলো প্রায়শই ক্ষণস্থায়ী হয়, পরবর্তী উস্কানি বা নীতিগত পরিবর্তনের ফলে ভেসে যায়। যা অবশিষ্ট থাকে তা হল উভয় পক্ষের রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির অভাব, যা অতীতের কাছে জিম্মি নয়।

সংঘাতের মূল্যের সৎ স্বীকৃতি দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথ শুরু করতে হবে। এর জন্য শূন্য-সমষ্টির চিন্তাভাবনা থেকে সহযোগিতামূলক সম্পৃক্ততার দিকে, সামরিক অবস্থান থেকে পারস্পরিক শ্রদ্ধার দিকে পরিবর্তন প্রয়োজন। উভয় পক্ষের সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, মিডিয়া এবং যুবসমাজ আখ্যান পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সার্কের মতো সংস্থাগুলির মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে বিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে সম্মিলিত অগ্রগতির লক্ষ্যে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের উত্তরাধিকার কেবল সামরিকভাবে কে জিতেছে বা হেরেছে তা নয় - এটি কয়েক দশক ধরে শান্তি বঞ্চিত, সম্ভাব্য অবাস্তবতা এবং জীবন বিধ্বস্ত সম্পর্কে। উভয় দেশ যখন এই সংঘাতের বার্ষিকী উদযাপন করছে, তখন কেবল যুদ্ধ করা সৈন্যদের সম্মান জানানোর সময় নয়, ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিরোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ারও সময় এসেছে। প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মধ্যে নয়, বরং শান্তি, সংলাপ এবং ভাগ করা সমৃদ্ধির কালি দিয়ে এটি পুনর্লিখনের মধ্যে নিহিত।

নিয়ম-নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে বহুতল নির্মাণ? মেয়র মনে করাচ্ছেন বাম আমলের কথা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ মেঃ শিলিগুড়ির বাণিজ্যিক এলাকায় বহুতল নির্মাণে করা হচ্ছে না নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা? কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে অনুমোদন? পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে একদিন আগেই প্রশ্নটা তুলে দিয়েছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর রঞ্জন শীলশর্মা। এদিন এ নিয়ে পুরসভায় কমিশনারকে স্মারকলিপি দেয় বিজেপি। অন্যদিকে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বামেরাও। বিরোধীদের চাপ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঘরের অন্দরেই এ নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন ওঠায় দৃশ্যতই চাপে গৌতম দেবের নেতৃত্বে থাকা পৌর বোর্ড। তৃণমূল কাউন্সিলর রঞ্জন শীলশর্মার অভিযোগ, হিলকার্ট রোডে একটি চারতলা বাড়িকে সাত তলা করার অনুমতি দিয়েছে পৌরসভা। নিয়মের তোয়াক্কা না করেই তা করা

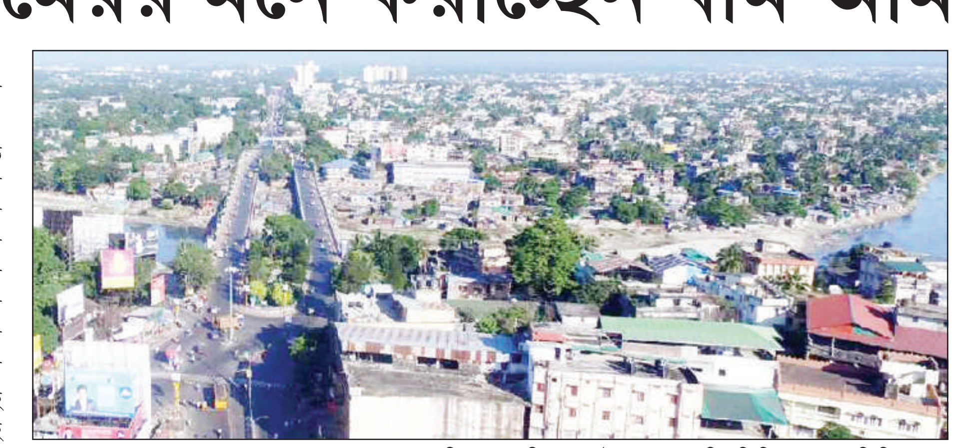

হয়েছে। জোরকদমে এখন সেখানে নির্মান কাজ চলছে। কিভাবে আইন এড়িয়ে এই অনুমোদন তা পুরবোর্ডের কাছে জানতে চান কাউন্সিলর। তাতেই চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে। এদিন এ নিয়ে পৌর কমিশনারকে স্মারকলিপি দেয় বিজেপি। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের অভিযোগ, নানা বিনিময়ের মাঝে আইন এড়িয়ে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মুখ বন্ধ রাখেনি সিপিএম-ও। সিপিএমের কাউন্সিলরদেরও স্পষ্ট অভিযোগ, নানা অনিয়ম হচ্ছে। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিপিএম কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী। চাপানউতোরের মধ্যে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলছেন, ''যে বৈঠকে ওই নির্দিষ্ট বহুতলকে সাততলা করতে অনুমোদন দেওয়া হয় সেই বৈঠকে আমি ছিলাম না। তবে দলে স্বচ্ছতা আছে বলেই শাসক কাউন্সিলর রঞ্জন শীলশর্মার মোশন আমরা বোর্ড সভায় রেখেছি। আমিই ওই প্রশ্ন করার অনুমতি দিয়েছি।'' তবে গোলযোগ পেলে নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। একইসঙ্গে বিরোধীদেরখোঁচা দিয়ে মেয়র বলছেন, ''ভুলত্রুটি থাকলে দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে নির্মাণ আটকে দেব। বিরোধীরা আন্দোলন করছেন করুন। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, বাম আমলেই এই প্রবনতা তৈরি হয়েছিল। জমি দখল, বেআইনি প্ল্যান পাসের ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে বাম আমলে।''

রাস্তা না পুকুর! বোঝার উপায় নেই, সেখানেই জাল ফেলছে গ্রামের লোক

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩১ মেঃ রাস্তা না পুকুর! রাস্তায় মাছ ধরার জাল ফেলে অভিনব বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ লক্ষ মানুষ। প্রচুর যানবাহনও যাওয়া-আসা করে। অথচ সেই রাস্তার বেহাল দশা। বারবার বলেও কোনও লাভ হচ্ছে না। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পারো গ্রামের রাস্তা বেহাল। স্থানীয়দের অভিযোগ, পশ্চিম পারো এলাকায় প্রায় ২০০ মিটার রাস্তা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। রাস্তার পাথর উঠে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। গর্তগুলো জলাশয়ে পরিনত হয়েছে। চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। রাস্তা দিয়ে যেতে পারে না অ্যাম্বুলেন্স। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগী এবং প্রসূতিদের। সমস্যার কথা বহুবার জানানো হয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের কাছে। কিন্তু মেলেনি কোনও প্রতিকার। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার দু'পাশে উঁচু করে আল বেঁধে রেখেছে। জায়গা দিয়ে কেউ জল নিকাশ হতে দিচ্ছে না। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য জেলায় জানানো হয়েছে। নিকাশি নালার জন্য প্রধানকে বলা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি দিলিপ বিশ্বাস, পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, মানা বিশ্বাস, স্বামী দিলিপ বিশ্বাস, জগদিশপুর, হাওড়ার বাসিন্দা। জগদিশপুর মৌজায় ০০২৮৭৮/০৪ নং দলিলমূলে (অনুপা দত্তচৌধুরী দিং) এর নিকট হইতে ৩০১০ নং দাগের উপর ০.০২৩৪, ০.০১০৩ শতক পরিমান ২২১ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে (পরেশচন্দ্র কয়াল দিং) এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0503/5523, MN/2025/0503/5524 নং নামপত্তনকেস মূলে বালি জাগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয় কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ১ মাসের মধ্যে বালি জাগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি পূর্ণিমা মজুমদার, স্বামী স্বপন কুমার মজুমদার, লিলুয়া, হাওড়ার বাসিন্দা। লিলুয়া মৌজায় ০০২৪১৬/২৫ নং দলিলমূলে (রতন কান্তি পাল) এর নিকট হইতে ৫২৬ নং দাগের উপর ০.০৪৩৩ শতক পরিমান ০৫.০৬.২০২৫ তারিখে ০০২২২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে (স্বাগত পাল) এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0503/5483 নং নামপত্তনকেস মূলে বালি জাগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয় কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বালি জাগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি আমরা ১। দীপক শর্ম্মা ২। দিলীপ কুমার শর্ম্মা, কুন্দন কুমার শর্ম্মা সাং-দেবীপাড়া, থানা-লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, আমরা দেবীরপাড়া মৌজায় হাল ৭৭৬, ১০৪, ৫১৫ নং খতিয়ানে হাল ১৪৭৭, ১৪৭৮ নং দাগে ১০ কাঠা পরিমাণ জমি ১। বিশ্বনাথ সরকার ২। ছন্দ দে ৩। অসীম দে ৪। অমিত দে ৫। কাকলী মাইতে ৭। নির্মলা নস্কর ৮। সুজয় নস্কর, সঞ্জয় নস্কর ৯। বামকৃষ্ণ নস্কর ১০। অষ্ট নস্কর ১১। পদ্ম নস্কর, কল্যানী নস্কর এদের পক্ষে আমমোক্তার ১। নিমাই নস্কর ২। জহর নস্কর ৩। শুভদীপ নস্কর ৪। মনোরঞ্জন নস্কর ৫। লক্ষণ নস্কর মহাশয় হইতে খরিদ করিয়াছি। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলগুলি ১। ১১৪/২০২০, ADSR হাওড়া ২। ১১৩/২০২০, ADSR হাওড়া ৩। ৯৭৫/১৯ ADSR হাওড়া ৪। ৭৬৩৭/২০২০ ADSR হাওড়া। উক্ত আমমোক্তারনামা সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে B.L & L.R.O. অফিস বালি জগাছা ব্লক-এ যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

KESHARGARH GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO-Dapang, PS-Hura, Dist.-Purulia, Pin-723148

Notice Inviting E-Tender No. WBPUR/HURA/KGP/114(16)/ eNIT No-01/2025-26, Dated: 30/05/2025

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of similar Works. Document download/ sale/Bid submission starting from (online) **03/06/2025 06.00PM up to 14/06/2025 up to 04.00 PM.** Bid Opening date(Technical) **17/06/2025 at 02:30 PM.** For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Prodhan**
Keshargarh Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের ১০০০-১৫/ ২২/২০২৪ নং ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
আমি দপ্তরী রহিমা বেগম, স্বামী জাফর দপ্তরী, সাং ইছানগরী পোঃ ও থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া, পিন নং-৭১১৪০৮ বিগত ইং F050800108/2024 দাখিল তারিখ ১১.১.২৪ এ্যাঃডিঃ বড়গাছিয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসের ১। ছায়া হাউলি, স্বামী অজিত কুমার হাউলি ২। শঙ্খ হাউলি, পিতা মৃত অজিত কুমার হাউলি উভয়ের সাং ও পোঃ জগৎবল্লভপুর, হাওড়া ৩। চৈতালী চক্রবর্তী, স্বাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী সাং ২০/১৯ কাসুন্দিয়া ২য় বাই লেন, পোঃ সাঁত্রাগাছি, থানা-জগাছা, জেলা-হাওড়া, পিং নং-৭১১১০৪-এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ সামসুল হুদা, পিতা মৃত সেখ তাহের আলি সাং ও পোঃ জগৎবল্লভপুর, থানা-জে.বি. পুর, জেলা-হাওড়া, ইং ২.০৪.২০২২ তারিখে A.D.S.R. Bargachia দলিল নং 050802965/2022 যাহা আমমোক্তারকৃত সম্মত্তির পরিচয় হইতেছে।
জমির বিবরণঃ মৌজা-জগৎবল্লভপুর, জে.এল. নং-০৪, খতিয়ান নং-১৪১৮, দাগ নং ৮১৯, জমির পরিমান-৪.১২৫, চার দশমিক এক দুই পাঁচ শতক বিক্রিত সম্মতি হইতেছে। কাহারও আমমোক্তারনামা পত্র আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে সংশ্লিষ্ট অফিসারের নিকট উপযুক্ত তথ্যসহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে, অন্যথায় নাম পত্তনের কার্য্য আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।

মাত্র ২০ মিনিট ফাঁকা ছিল বাড়ি, তার মধ্যেই এই কাণ্ড, চাঞ্চল্য কোন্নগরে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ মেঃ রেইকি করে চুরি! কে কখন বাড়িতে থাকে, কে কখন বেরোয়, সব দেখেশুনে তবেই এল চোর! কাজ হাসিল করে কেউ বাড়ি ফেরার আগেই পগারপার। চোরের সময়জ্ঞান অবাক করার মত। মাত্র ২০ মিনিটেই সব কাজ সেরে ফেলল দুষ্কৃতী। এমনই ঘটনা ঘটে গেল হুগলির কোন্নগরে। কোন্নগরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের চক্রশ্রী ক্লাব এলাকার ঘটনা। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়িতে ছিলেন না বাসিন্দা শ্যামল দে সরকার। তাঁর স্ত্রী সুমিতা দেবী ছেলেকে টিউশন পড়াতে নিয়ে যান বা।রি দরজায় তালা দিয়ে। সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বের হন, ৭টা ৪০ মিনিটে বাড়ি ফিরে নিজের কাছে থাকা চাবি দিয়ে বাইরের তালা খোলেন শ্যামল দে সরকার। দরজা খুলতে গিয়ে দেখেন

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজা ঠেলতে থাকেন, তবুও খোলে না। কিছু বুঝতে না পেরে প্রতিবেশী রতন দা-কে ডাকেন তিনি। রতন দা শাবল নিয়ে গিয়ে দরজা ভেঙে ফেলেন। ঘরে ঢুকে শ্যামল বাবুর চোখ কপালে। দেখেন আলমারি খোলা, জামা কাপ। ছড়ানো। লকারের ড্রয়ার উধাও। লকারে ভরি পাঁচেক সোনার গয়না ছিল বলে জানা গিয়েছে। সে সব নিয়ে গিয়েছে চোর! দে সরকার দম্পতির অভিযোগ, কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকায় এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটছে ভর সন্ধ্যায়। তাঁদের প্রতিবেশীর বাড়িতে গত বছর অক্টোবর মাসে পুজোর সময় একইরকম ভাবে চুরি হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি তাঁদের অভিযোগ, পাড়ায় মদ-জুয়ার আড্ডা চলে। পুলিশ সব জেনেও চুপ করে থাকে। প্রতিবেশীরাও জানান এই ধরনের ঘটনায় তারা আতঙ্কিত। সন্ধ্যায় বাড়িতে তালা দিয়ে আধ ঘণ্টার জন্যও কোথাও যাওয়া যাবে না? এমন পরিস্থিতি অভিপ্রেত নয় তাঁদের কাছে। পুলিশ খবর পেয়ে গেলেও প্রথমে ঢুকতে দেননি শ্যামল বাবু। পরে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

দুধের শিশু-সহ একই পরিবারের ৩ জনকে আছড়ে-পিষে মারল বুনো হাতি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ মেঃ গভীর রাতে লোকালয়ে বুনো হাতির হানা। দুধের শিশু-সহ একই পরিবারের তিনজনকে আছড়ে ও পিষে মারল। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ারের কুঞ্জনগরের। মৃতদের নাম মনোজ দাস (৩১), মাখনরানি দাস (৬৩) এবং মনীষা দাস (১ মাস)। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কুঞ্জনগর জঙ্গল লাগোয়া সিংপাড়ায় বুনো হাতিটি চলে আসে। বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন মনোজরা। বাড়ির বাইরে শব্দ পেয়ে তিনি বেরিয়ে আসেন। বুনো হাতির সামনে পড়ে যান। তাঁকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছড়ে মারে হাতিটি। ছেলেকে বাঁচাতে দৌড়ে

আসেন মাখনরানি। তাঁকে পিষে মারে হাতিটি। মাখনরানির কোলে ছিল একরত্তি কন্যাশিশু মনীষা। ৩৫ দিনের ওই কন্যাশিশু ঠাকুমার কোল থেকে ছিটকে পড়ে। তারও মৃত্যু হয়। কয়েক মুহূর্তেই এক পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য জানান, মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে। এদিন সকালে বন দফতরের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে প্রতিদিন লোকালয়ে আসে হাতিরা। হামলা চালায়। আগেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু, বন দফতরের কোনও হেলদোল নেই বলে তাঁদের অভিযোগ। এদিকে পথ অবরোধের ফলে ফালাকাটা থেকে কুঞ্জনগর হয়ে নয় মাইল যাওয়ার রাস্তায় যান চলালচল ব্যাহত হয়।

ডিভোর্সি তরুণীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তুলে শ্রীঘরে যুবক

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ৩১ মেঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়। সেখান থেকে ঘনিষ্ঠতা, ধীরে ধীরে সম্পর্ক বাঁক নেয় প্রেমের দিকে। এরইমধ্যে শারীরিক সম্পর্কও হয়। উঠে আসে বিয়ের প্রসঙ্গ। প্রেমিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল প্রেমিক। মোবাইলে তুলে রেখেছিল ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি। কিন্তু, কে জানতো সেটাই কাল হবে তরুণীর জন্য। পরবর্তীতে সেই ছবি দেখিয়েই ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ। ধাপে ধাপে নেওয়া হয় তিন লক্ষ টাকা। শেষে সর্বস্ব খুইয়ে পুলিশের দ্বারস্থ তরুণী। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানা এলাকায় বাড়ি ওই তরুণীর। আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। পরবর্তীতে তাঁর ডিভোর্স হয়ে যায়। সূত্রের খবর, ডিভোর্সের পরেই মুর্শিদাবাদের কান্দির বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয়। সেখান থেকেই প্রেম, শারীরিক সম্পর্ক। কিন্তু, তাঁর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তুলে যে ওই যুবক যে এই কাণ্ড করবেন তা ভাবতে পারেননি ওই তরুণী। অভিযোগ পেতেই মাঠে নামে পুলিশ। এদিন ভোর রাতে কান্দি এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে বনগাঁ থানার পুলিশ।

Office of the Prodhan Bedrabad Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill: Dhulauri, P.O.- Bedrabad, P.S.-Kaliachak, Dist.- Malda-732210
E-TENDER NOTICE

eTender has been floated for of work under Bedrabad G.P. of Kaliachak-III P.S, Malda, **eTender No.- 01 (e) /BGP/25-26, Dated: 29th May, 2025, 02 (e) /BGP/25-26, Dated: 29th May, 2025, & Manual Tender.- 03 /BGP/25-26, Dated: 30th May, 2025,** Bonafied contructors are requested to visit- www.wbtenders.gov.in or **http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.

Sd/- **Pradhan**
Bedrabad Gram Panchayat

Office of the Bagnan-I Gram Panchayat
under Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender:
(1) WB/HOW/BAGI GP/NIET-01/15th FC/25-26

For and on behalf of the Bagnan I Gram Panchayat, The Pradhan, Bagnan-I gram Panchayat Invites Percentage Rate tenders through e-tendering for the work of Construction of Concrete Drain at 6(Six) different places. Last date of submission of Bid: 1**1/06/2025 upto 06.00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **14/06/2025 at 11.00AM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan, Bagnan-I Gram Panchayat**

Office of the Bagnan-I Gram Panchayat
under Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender:
(1) WB/HOW/BAGI GP/NIET-02/15th FC/25-26

For and on behalf of the Bagnan I Gram Panchayat, The Pradhan, Bagnan-I gram Panchayat Invites Percentage Rate tenders through e-tendering for the work of Construction of PCC Road at 4(Four) different places and GP office renovation. Last date of submission of Bid: **11/06/2025 upto 06.00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **14/06/2025 at 11.00AM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan, Bagnan-I Gram Panchayat**

TIRRIHANNAH COMPANY LIMITED

CIN No : L6599WB1908PLC1838
Regd. Office : 5, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata-700 001
Phone: 033-22487093,23430875/40056005 **Email Id:** tirrihannah.co@gmail.com, **Website:** www.tirrihannah.co.in

Extract of Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025
(In Rupees)

SL No	Particulars	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations (net)	75,509,524.39	37,391,827.12	19,662,840.59	169,734,013.80	136,658,666.21
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter/year (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	14,074,730.63	4,797,807.15	(15,412,670.23)	2,418,594.38	(23,421,816.17)
3	Net Profit/(Loss) for the quarter/year before tax"(after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	14,074,730.63	4,797,807.15	(15,412,670.23)	2,418,594.38	(23,421,816.17)
4	"Net Profit/(Loss) for the period after tax"(after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	14,074,730.63	4,797,807.15	(15,412,670.23)	2,418,594.38	(23,421,816.17)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14,074,730.63	4,797,807.15	(15,412,670.23)	2,418,594.38	(23,421,816.17)
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year					
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	Basic :	4.42	1.51	(4.84)	0.76	(7.35)
	Diluted :	4.42	1.51	(4.84)	0.76	(7.35)

Note :
1) The above results ware reviewed by Audit Committee and taken on record by Board of Directors in meeting held on May 30 , 2025 . The statutory Auditors of the company have carried out an independent audit of the company's above financial result for the quarter and year ended March 31, 2025. An unmodify openion has been issued and the same is being filed with the stock exchange along with the above results.
2) This statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standareds (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standared) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standareds) Amendment Rules, 2016.
3) Corresponding figures of the Previous period have been regrouped and rearranged, wherever necessary to conform to the current period's classification.

Place : Kolkata
Date : 30.05.2025

For and on behalf of the Board of Directors
Umesh Kankani,
(Wholetime Director)
(DIN:00652561)

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল২৫১৯৯ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮৭৯১
রেজি. অফিসঃ বনগানগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫১৩, ভারত
হেড অফিসঃ ৪১০, বর্ধান বিল্ডিং, ২৫ও, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, ইমেল-krypton@kryptongroup.com

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (টাকা লক্ষে)

	বিবরণ	স্বতন্ত্র: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে রাজস্ব	৪,৭৪৯.২৯	৪,১৬৯.১৮	১,৪৫৬.৫২	১,৪১৩.৬৫	৪,৭৩৩.৬৬	৪,৩১৩.৯৪	১,৩৪১.৯৭	১,৪০৮.৪০
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের#)	২৬৫.৫৯	২১১.১৭	১০৬.৬১	৭২.৬৮	১৭৩.৭৩	১৭২.০৮	৩৯.৭২	৭৯.৯২
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি করের আগে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১৩১.১৬	১৫২.৭৪	১৪.১৮	১৮.২৫	৩৯.২৯	১১৩.৬৫	(৮২.৭২)	২৫.৪৯
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে#)	১৩১.১৬	১৫২.৭৪	১৪.১৮	১৮.২৫	৩৯.২৯	১১৩.৬৫	(৮২.৭২)	২৫.৪৯
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [মুনাফা / লোকসান সমন্বিত) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১০৬.৪৮	১৪৯.৫৯	(১০.৫০)	১৫.১০	১৪.৬১	১১৬.৯৬	(১০৭.৪০)	৩৫.৯০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭.	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত রিজার্ভ	-	-	-	-	-	-		
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (চলতে থাকা এবং বন্ধ করা আইটেমগুলির জন্য) (প্রত্যেকটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) মৌলিক এবং মিশ্র (*বার্ষিক নয়)	০.৮৯	১.০৪	০.১০	০.১০	০.০৩	০.৭৯	(০.০৬)	০.২৪

মন্তব্যঃ
ক) উপরেরটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১শে মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.kryptongroup.com) এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারেঃ

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১.০৫.২০২৫

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
(জয় সিং বরদিয়া)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০৪৬৭৯৩২

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস্ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৭২৩২ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪৩৭২
রেজি. অফিসঃ ৪০বি, তৃতীয় তল, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭২
(ই)-sicjp11981@gmail.com (ও)-www.skjpl.in

৩১.০৩.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (লক্ষে)

	বিবরণ (নীচে নোটগুলি দেখুন)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (৩১.০৩.২০২৫) (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে তারিখ চিত্র (৩১.০৩.২০২৫) (নিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী ৩ মাস শেষ (৩১.১২.২০২৪) (অনিরীক্ষিত)	সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী সময় শেষ হওয়া ৩ মাস (৩১.০৩.২০২৪) (নিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর শেষ (৩১.০৩.২০২৪) (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	১০৬৬.৬০	১৪৫৭.৩১	[illegible]	৪.৬৫	৪.৮৫
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমে#)	১১.৩৫	১০১.১৮	২০.০১	১.৫১	০.৬৩
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি করের আগে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১১.৩৫	১০১.১৮	২০.০১	১.৫১	০.৬৩
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৬৮.৩৩	৭৬.৫১	১৭.৬৬	১.৫১	০.৬৩
৫.	সময়ের জন্য মোট সমন্বিত আয় (যার মধ্যে রয়েছে উক্ত সময়ের জন্য লাভ/ক্ষতি (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী)	৬৮.৩৩	৭৬.৫১	১৭.৬৬	১.৫১	০.৬৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭.	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)।	৪.৩৬	৪.৩৬	৪.৩৬	৩.৭২	৩.৭২
৮.	প্রতি শেয়ার থেকে আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য					
	১. মৌলিক	২৭.৬১	৩০.৯১	৭.১৩	০.৬১	০.২৬
	২. মিশ্রিত	২৭.৬১	৩০.৯১	৭.১৩	০.৬১	০.২৬

মন্তব্যঃ ১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি ৩০শে মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা এসইবিআই (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধান অনুসারে ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের একটি নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পরিচালনা করেছেন।
২. IND AS ১০৬ অপারেটিং সেগমেন্ট অনুসারে কোম্পানির শুধুমাত্র একটি প্রতিবেদনযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে।
৩. ৩১শে মার্চ ২০২৫ এবং ৩১শে মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত নিরীক্ষিত বছরের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।
৪. পূর্ববর্তী সময়কাল এবং বছরের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠনপুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৫. শেয়ার সিএসই এবং এমএসইআই-তে তালিকাভুক্ত।
৬টি পরিশোধিত মূলধনে ২,৪৭,৫০০টি শেয়ার থাকে যার প্রতিটির মূল্য ১০ টাকা = ২৪,৭৫,০০০ টাকা।

তারিখঃ ৩০.০৫.২০২৫
স্থানঃ নয়াদিল্লি

শ্রী কৃষ্ণ জুল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- সুরজ কুমার ঝা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১০১৯৭৮৫৪

প্রিমিয়ার অটো ফিনান্স লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৫৯২১ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮৮৮৫
রেজি. অফিসঃ ১৪তম তলা, সুইট নং. ১৪০৫, ওম টাওয়ার, ৩২ চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০০৭১,
ফোনঃ +৯১-২২-৬৬৩০১১৫৬ ই-মেলঃ abhishek@pafl.in ওয়েবসাইটঃ www.pafl.in

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (টাকা হাজারে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ৩১-ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	১৪৩৭৪.৭২	১৪৭৩৫.১৯	১৪৮১০.৮১	৫৮৪৭৪.২৫	৫৩৭৫৫.২৪
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	৭৬৫.৬১	-১৮১৪.৪৩	৯৬১৩.৮৯	১৭৬৬২.০৪	২৮৮৬৬.৮১
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি করের আগে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৭৬৫.৬১	-১৮১৪.৪৩	৯৬১৩.৮৯	১৭৬৬২.০৪	২৮৮৬৬.৮১
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	-৬০৩.৩৭	-৩৭০১.৭৬	৬৭৬২.১৫	১২৬৮১.১০	২০৭৯০.২৫
৫.	সময়ের জন্য মোট সমন্বিত আয় (যার মধ্যে রয়েছে উক্ত সময়ের জন্য লাভ/ক্ষতি (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী)	-৬০৩.৩৭	-৩৭০১.৭৬	৬৭৬২.১৫	১২৬৮১.১০	২০৭৯০.২৫
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৫০৮২৪	৫০৮২৪	৫০৮২৪	৫০৮২৪	৫০৮২৪
৭.	প্রতি শেয়ার থেকে আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিক নয়)ঃ (টাকায়) মৌলিক এবং মিশ্রিত	-০.১২	-০.৭৩	১.৩৩	২.৫০	৪.০৯

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০শে মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্ত ফলাফলগুলি ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি যা এসইবিআই (এলওআরডি) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে সিএসই লিমিটেডে দাখিল করা হয়েছে। উল্লিখিত ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com/ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pafl.in-এ পাওয়া যাবে।

প্রিমিয়ার অটো ফিন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৫২৬৯৮০৩

তারিখঃ ০১.০৬.২০২৫
স্থানঃ মুম্বই

ntc industries limited

CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd. Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata - 700058

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত)
(টাকা লক্ষে)

স্বতন্ত্র

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ৩১-ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	২৪২২.৯২	১২৭০.৯০	১২৯০.২৩	৫৮৬২.০৪	৪২৬৪.৮৯
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	৬২৪.৩৫	১৭৬.৪৮	১০২.৭২	১০৪২.৯৪	২৫৯.২৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৬২৪.৩৫	১৭৬.৪৮	১০২.৭২	১০৪২.৯৪	৪৫৯.২৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৪৬৩.১৭	১৩১.০১	৮৯.৮২	৭৮৫.৬	৪৫৮.৭৫
সময়ের জন্য মোট সমন্বিত আয় (যার মধ্যে রয়েছে উক্ত সময়ের জন্য লাভ/ক্ষতি (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী)	৩৪১৪.৬৭	১৮২৭.৬৭	৩৭৭.৮৩	৮৩২৮.২৯	১৩৩০.০১
প্রতি ইকুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)					
মৌলিক	৩.২৩	০.৯৭	০.৭৫	৬.০৮	৩.৮৪
মিশ্রিত	৩.২৩	০.৯৬	০.৭৫	৬.০৮	৩.৮৪

একত্রিত

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ৩১-ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি: ৩১-মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	২৭৬৩.৫৭	১,৫৯৩.০০	১৫৪০.৩৬	৭০৪০.৮	৫২৮৭.২১
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	৭২৮.৮	২৬৭.৭৫	২৭৫.৫৩	১৪৩১.৭৬	৯৫৩.৫৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৭২৮.৮০	২৬৭.৭৫	(২০৫.৭৮)	১৪৩১.৭৬	৬৭২.২৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৫৫৫.৩৮	২৩৪.২৯	(২৬১.১৮)	১১৩৮.৩	৫০৬.০১
সময়ের জন্য মোট সমন্বিত আয় (যার মধ্যে রয়েছে উক্ত সময়ের জন্য লাভ/ক্ষতি (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী)	৩৫০৬.৮৮	১৯৩০.৯৫	২৬.৮৩	৮৬৮০.৯৯	১৩৭৭.২৭
প্রতি ইকুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)					
মৌলিক	৩.৮৭	১.৭৪	(২.১৯)	৮.৮	৪.২৪
মিশ্রিত	৩.৮৭	১.৭২	(২.১৯)	৮.৮	৪.২৪

মন্তব্যঃ
উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। উক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০শে মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে (www.bseindia.com/ www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ, www.ntcind.com।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০.০৫.২০২৫

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
স্বা/-
অরিজিৎ মাইতি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১০৪৫৬০৫০

খাওয়া দাওয়া

ব্যায়ামের আগে ও পরে কী খাবেন

গ্রীষ্মকালে, এমনিতেই অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ে। ব্যায়াম করলে আরও বেশি ঘাম ঝরে। তখন শরীর বেশি জলশূন্য হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যায়ামের আগে ও পরে হাইড্রেট থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যায়ামের আগে

ব্যায়ামের আগে শরীর সতেজ রাখা জরুরি। পুষ্টিবিদদের মতে, ডায়াবেটিস না থাকলে ব্যায়ামের আগে কলার মতো হালকা খাবার খেতে পারেন। এটি পেশিতে শক্তি সরবরাহ করতে সহায়তা করে।

আপনি যদি একজন ক্রীড়াবিদ হন অথবা ভারী ব্যায়াম করতে চান, তাহলে আপনার খাবারে সামান্য প্রোটিন যেমন সিদ্ধ ডিম যোগ করা করতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনি যে খাবার খাবেন তা হালকা হওয়া উচিত যাতে আপনার শরীর হজমের জন্য খুব বেশি শক্তি ব্যয় না করে অথবা আপনার পেটে খুব বেশি ভারী বোধ না হয়।

হাইড্রেশন

হাইড্রেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গ্রীষ্মকালে,ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে ঘাম এবং খনিজ ঝরে যায়। ব্যায়ামের আগে শরীরের জল ঘাটতি পূরণে জল পান করুন। শরীরে ইলেক্টোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে ডাবের জল খেতে পারেন।

ব্যায়ামের পরে

শরীরের শক্তি বজায় রাখতে পুষ্টির প্রয়োজন। ব্যায়ামের ৩০ মিনিট পরে এক বাটি ভাত, (ডায়াবেটিস না থাকলে) মুরগি বা মাছের সাথে শাকসবজি খান। কলা, প্রোটিন পাউডার এবং নারকেল দিয়ে তৈরি স্মুদিও খেতে পারেন, যা ব্যায়ামের পরে শক্তির জন্য দুর্দান্ত বিকল্প। এছাড়াও, শসা এবং তরমুজের মতো হাইড্রেটিং খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। এসব খাবার শরীরকে ঠান্ডা করতে এবং জলের ঘাটতি পূরণ করতে সাহায্য করে। গ্রীষ্মকালে খাবার হালকা, তাজা এবং পুষ্টিতে সমৃদ্ধ রাখার চেষ্টা করুন। ব্যায়ামের আগে ও পরে অতিরিক্ত মসলাদার এবং তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। শরীর হাইড্রেট রাখতে পর্যাপ্ত জল পান করুন এবং তরল খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন।

আদা খাওয়ার যত উপকারিতা

সবজি থেকে শুরু করে চা - সবকিছু তৈরিতে আদা ব্যবহার করা হয়। এই সবজিটি স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই উপকারী। এটি খেলে অনেক গুরুতর রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ আদা, ঠান্ডা-কাশি সহ অনেক গুরুতর রোগের চিকিৎসায়ও কার্যকর। এতে উপস্থিত পুষ্টি উপাদান, যেমন আয়রন, ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, ক্লোরিন এবং ভিটামিন, শরীরকে অনেক রোগ থেকে দূরে রাখে।

নিয়মিত আদা খাওয়ার সুফল-

অ্যাসিডিটি দূর হয়ঃ খাবার খাওয়ার পর যদি আপনার অ্যাসিডিটি এবং বুক জ্বালাপোড়া হয়, তাহলে আদা খান। এটি শরীরে অ্যাসিডের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই খাবার খাওয়ার ১০ মিনিট পর এক কাপ আদার রস পান করুন।

বমি বমি ভাব এবং বমি কমানোঃ আদা বমি বমি ভাব এবং বমি কমাতে কার্যকর। নিয়মিত আদা খেলে বমি বমি ভাব এবং সকালের অসুস্থতার লক্ষণগুলি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

হজম উন্নত করেঃ আদাতে জিঞ্জেরল নামক একটি জৈব সক্রিয় যৌগ থাকে, যা পাচক এনজাইমগুলিকে উদ্দীপিত করে হজম উন্নত করতে সাহায্য করে। এটি গ্যাস, অ্যাসিডিটি এবং পেট ফাঁপার মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দিতেও ভূমিকা রাখে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়ঃ আদাতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

জয়েন্টের ব্যথা কমায়ঃ আদার প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য জয়েন্টের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। এটি খেলে বা জয়েন্টে লাগালে ফোলাভাব এবং ব্যথা কমাতে পারে। পিরিয়ডের ব্যথায় কার্যকরঃ আদা পিরিয়ডের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। এতে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য ব্যথা এবং খিঁচুনি কমাতে সাহায্য করে।

আদা কীভাবে খাবেন?

আদা সাধারণত চায়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়া হয়। তবে বেশি উপকার পেতে চাইলে চায়ের পরিবর্তে আদার জল পান করুন। আদার জল তৈরি করতে, এটি কুঁচি করে নিন। এবার এক গ্লাস জলেতে কুঁচি করা আদা ফুটিয়ে নিন।

আজিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে ১০ম আম উৎসব ১ জুন থেকে ৩০ জুন, ২০২৫

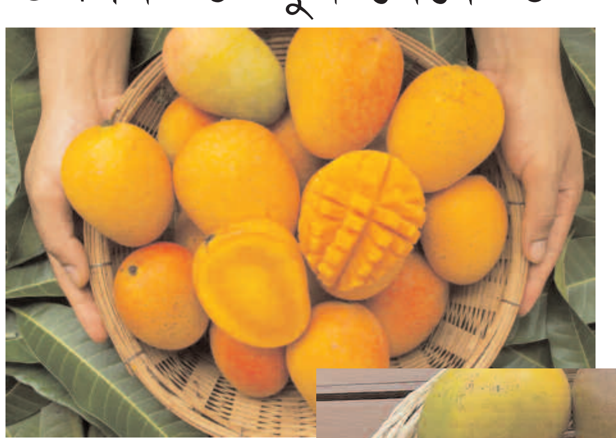

মুর্শিদাবাদ ৩১ মেঃ আমের মিষ্টি দায়ক স্বাদ উপভোগ করতে প্রস্তুত হন আজিমগঞ্জ ম্যাংগো ফেস্টিভ্যাল, যা মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এবং হাউস অফ শহেরওয়ালির যৌথ উদ্যোগে ১লা জুন থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এই মাসব্যাপী উৎসব আমের মৌসুমের শীর্ষ সময়ে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অতিথিরা বিভিন্ন প্রকার আমের স্বাদ ও ঐতিহ্য উপভোগ করার বিরল সুযোগ পাবেন।পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা তার বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমের প্রজাতির জন্য বিখ্যাত। নওয়াবদের রাজধানী হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চল বহুদিন ধরেই বিরল ও স্বতন্ত্র জাতের আম চাষের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, যার অনেকগুলো নাম ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত।মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট প্রদীপ চোপড়া বলেন, ‘‘মুর্শিদাবাদ প্রস্তুত তার সর্ববৃহৎ আম উৎসবের জন্য। জুন মাসজুড়ে চলবে এই ১০ম বর্ষের উৎসব, যেখানে শহরের খ্যাতনামা নবাবি আম প্রদর্শিত হবে যা স্বাদ ও ঐতিহ্যের এক অনন্য মিশ্রণ।এই উৎসবে বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে আমের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, বিশেষত মোগল সম্রাট আকবরের আম চাষ ও ক্রস-প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের আম উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা। ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ আম উৎপাদক দেশ, যেখানে ৫০০-রও বেশি প্রজাতির আম রয়েছে, আর শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদে আছে প্রায় ১৫০টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি।

মুর্শিদাবাদের উল্লেখযোগ্য আমের প্রজাতি হলঃ

কোহিতুরঃ বিলুপ্ত কালাপাহাড় ও এক অজ্ঞাত জাতের সংকর, অনন্য স্বাদের জন্য পরিচিত।

নবাব পছন্দঃ এক নবাবের প্রিয় আম থেকে নামকরণ।

ইনায়ত পছন্দঃ এক জমিদার ইনায়তের পছন্দের আম।

রানিপছন্দঃ নবাবের প্রিয় স্ত্রীর নামে নামকরণ।

চম্পাঃ চম্পা ফুলের ঘ্রাণ যুক্ত একটি বিশেষ আম।

বিমলিঃ মীর জাফরের এক দাসীর নামে নামকরণ।

আনারসঃ আনারসের মতো স্বাদের জন্য পরিচিত।

সারেঙ্গাঃ নবাবের হাভেলির সারেঙ্গী বাদক দের প্রতি উৎসর্গীকৃত।

গুলাব খাসঃ গোলাপের মৃদু সুবাসযুক্ত।

মোহনভোগঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে উৎসর্গীকৃত।

পেয়ারা ফুলিঃ পেয়ারার স্বাদের ছোঁয়া রয়েছে।

কৃষ্ণভোগঃ মোলায়েম ও ক্রিমি টেক্সচারের সঙ্গে আনারসের হালকা স্বাদযুক্ত।

চন্দনকোষাঃ চন্দনের ঘ্রাণযুক্ত এক বিশেষ আম।

হিমসাগর, ল্যাংড়া ও লক্ষ্মণভোগঃ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অন্যতম বিখ্যাত আমের জাত।

ভবানী, রানী, ভবানী, মোল মজাম, শাদুল্লাঃ নবাবি আমের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী প্রজাতি।

হাউস অফ শহেরওয়ালিতে অবস্থানরত অতিথিরা প্রতিদিনের ‘আম ট্রেইল’ অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন, যেটি ইউরোপের ওয়াইন ট্রেইল বা উত্তরবঙ্গের চা ট্রেইলের মতো। প্রতিদিন সকালে স্থানীয় বাগানে গিয়ে গাছ থেকে সরাসরি আম পেড়ে খাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকছে। হাউসে ফিরে এসে অতিথিরা গঙ্গার পাড়ে বসে তাজা মৌসুমি আমের স্বাদ নিতে পারবেন। উৎসবে আগত সকল অতিথিরা আমের বাগান ঘুরে দেখতে পারবেন, আমের ইতিহাস ও চাষ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং মুর্শিদাবাদের বৈচিত্র্যময় আম ঐতিহ্যকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুধাবন করতে পারবেন।আমরা আম প্রেমী, খাদ্যরসিক এবং ভ্রমণপিপাসুদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে এই অনন্য আম উৎসবের যোগ দেওয়ার জন্য। আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন-৯১ ৯৮৩১২১৪৫৬৮। চলুন, এই আমের মৌসুম কে স্মরণীয় করে তুলি!

কাঠবাদাম না আখরোট- কোনটিতে স্মৃতিশক্তি বাড়বে

অনেকেই আছেন ঘন ঘন সব কিছু ভুলে যান। এমন হলে বুঝতে হবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। এই সমস্যা জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে। এ কারণে ছোটবেলা থেকেই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে প্রতিদিন বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কাঠবাদাম শরীরের জন্য উপকারী। এর পাশাপাশি, আখরোটও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে ভালো কাজ করে। কাঠবাদাম এবং আখরোট-দুটি বাদামই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তবে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উন্নত করতে কোন বাদাম বেশি উপকারী তা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত থাকেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য জানিয়েছেন পুষ্টিবিদরা কাঠবাদাম এবং আখরোট উভয়ই স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। তবে,কাঠবাদামের তুলনায় আখরোটে দ্বিগুণ পরিমাণে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকায় এটি বেশি কার্যকর। ওমেগা থ্রি মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি, এটি স্মৃতিশক্তি এবং ঘনত্ব বাড়াতেতেও সাহায্য করে। যদি আপনি প্রায়ই সব কিছু ভুলে যান তাহলে আপনার খাদ্যতালিকায় আখরোট অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

প্রতিদিন কয়টি আখরোট খাবেন?

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্মৃতিশক্তি বাড়াতে প্রতিদিন ২-৪টি আখরোট খাওয়া উচিত। যে কোনও সময় আখরোট খাওয়া যায়, তবে সকালে খাওয়াই ভাল বলে মনে করা হয়। সারা রাত ভিজিয়ে রাখার পর সকালে কাঠবাদাম খেলে এর উপকার দ্বিগুণ হয়।

কোন খাবার স্মৃতিশক্তি বাড়াবে?

আখরোটই কেবল আপনার স্মৃতিশক্তি বাড়ায় না, এর পাশাপাশি, আরেক অনেক খাবার আছে যা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে সবুজ শাকসবজি, চিনা বাদাম, হলুদ, বেরি, ডিম, ব্রকোলি এবং ডার্ক চকলেট উল্লেখযোগ্য। পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এসব খাবার মস্তিষ্কের কোষগুলিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

শিশু শাকসবজি খেতে না চাইলে

বেশিরভাগ শিশুই শাকসবজি খেতে চায় না। তাদেরকে সবজি খাওয়ানো একটা কঠিন লড়াইয়ের মতো। অনেক বাবা-মা খাওয়াতে না পেরে এক সময় অধৈর্য হয়ে শিশুদের আর শাকসবজি খাওয়ার ব্যাপারে জোরাজুরি করেন না । তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ধৈর্য ও সৃজনশীলতা দিয়ে সবজি শিশুদের প্রিয় খাবারে পরিণত করা সম্ভব। যেমন- কার্টুনের মাধ্যমে সবজি মজাদার করে তুলুনঃ পুষ্টিবিদ বলেন, শিশুকে বকাঝকা করলে উল্টো নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। তাদের সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। শিশুদের প্রিয় কার্টুন চরিত্রের সাথে সবজির সম্পর্ক গড়ে তোলার পরামর্শ দেন তিনি। শিশুদের বলা যেতে পারে, পালংশাক খেলে পপাইয়ের মতো শক্তিশালী হবে বা ঢেঁড়শ খেলে আয়রন ম্যানের মতো সুপারপাওয়ার পাবে।

আকৃতি ও রঙে আনুন ভিন্নতাঃ বিভিন্ন আকৃতি যেমন- তারা, হৃৎপিণ্ড কিংবা হাসিমুখের মতো আকৃতিতে সবজি কেটে পরিবেশন করতে পারেন। তাহলে শিশুর চোখে তা আকর্ষণীয় হবে। এছাড়াও সবজির মাধ্যমে পশু-পাখির বা মানুষের মুখের মতো প্লেট সাজিয়ে তুলুন আনন্দদায়ক ও পুষ্টিকর। প্রিয় খাবারে লুকিয়ে দিন সবজিঃ অনেক সময় শিশুরা সরাসরি সবজি খেতে চায় না। সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাবার যেমন কাটলেট, স্যান্ডউইচের মতো খাবারে সবজি কেটে মিশিয়ে দিতে পারেন।

স্প্রিং রোল, র্যাপ ও রুটি রোলঃ সবজি র্যাপ বা রোল বানিয়ে পরিবেশন করলে শিশুরা তা অনেক বেশি উপভোগ করে। এমন ফরম্যাটে খাবার তাদের কাছে মজাদার মনে হয়। এমনিতে না খেলে এভাবে শিশুদের সবজি খেতে দিতে পারেন। রান্নায় অংশগ্রহণ করান শিশুকে, সবজি ধোয়া, সালাদ মেশানো, বা স্যান্ডউইচ তৈরি এমন ছোট কাজগুলোতে শিশুকে অংশ নিতে দিন। এতে তাদের আগ্রহ বাড়ে এবং খাবারের প্রতি কৌতূহল গড়ে ওঠে। গল্প বলুন ও ইতিবাচক বার্তা দিনঃ শিশুরা গল্প শুনতে ভালোবাসে। সবজির উপকারিতা নিয়ে ছোট গল্প বলুন। নিজের উদাহরণ দিনঃ শিশুরা বাবা-মার অনুকরণ করে। আপনি যদি আনন্দের সাথে নিয়মিত সবজি খান, তবে শিশুও তা অনুসরণ করবে। একসাথে পরিবারের সকলে বসে খেলে এই অভ্যাস আরও শক্ত হয়। জাঙ্ক ফুড নির্ভরতা কমানঃ চিপস, চকোলেট, ও প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে শিশুকে দূরে রাখুন। ছোট থেকেই তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

রাস্তার মধ্যে মৌমাছি বহনকরা একটি ট্রাক উল্টে যায়

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যে উল্টে পড়া একটি ট্রাক থেকে আনুমানিক ২৫ কোটি মৌমাছি পালিয়ে গেছে। এই হুল ফোটানো পতঙ্গের ঝাঁক থেকে লোকজনকে দূরে রাখতে সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার কানাডা সীমান্তের কাছে একটি সড়কে ৭০ হাজার পাউন্ড ওজনের সক্রিয় মৌচাকবাহী ওই ট্রাকটি দুর্ঘটনায় পড়ে। হোয়াটকম কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় জানিয়েছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি বিভাগের কর্মকর্তারা একাধিক অভিজ্ঞ মৌচাষীর সহায়তা নেন। লক্ষ্য হচ্ছে, যত বেশি সংখ্যক মৌমাছিকে বাঁচানো যায়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ‘উদ্ধারকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত’ সড়কের যেখানে দুর্ঘটনা হয়েছে, সেটি বন্ধ থাকবে। সতর্কতা জারি করে হোয়াটকম কাউন্টির শেরিফ বলছে, ‘২৫ কোটি মৌমাছি এখন মুক্ত। মৌমাছি পালানো এবং ঝাঁক বেধে ঘুরে বেড়ানোর সম্ভাবনা থাকায় এলাকাটি এড়িয়ে চলুন।’ তারা বলছে, ‘মৌমাছিদের চাকে ফেরাতে ও রানি মৌমাছিকে খুঁজে বের করার সুযোগ দিতে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটা পরবর্তী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হওয়া উচিত।’ ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া আরেক পোস্টে পুলিশ ‘মৌচাষীদের’ ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছে, দুর্ঘটনার পর দুই ডজনের বেশি মৌচাষী মৌমাছিদের উদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তায় এগিয়ে আসেন। আজ সকালের মধ্যে বেশিরভাগ মৌমাছিরই চাকে ফেরার কথা, জানিয়েছে শেরিফের কার্যালয়। পুলিশের শেয়ার করা এক ভিডিওতে উল্টে পড়া লরির আশপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছিকে উড়ে বেড়াতে দেখা গেছে।

মাস্ককে বড় সোনার চাবি উপহার দিলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দক্ষতা বিভাগের প্রধান হিসেবে সদ্য অব্যাহতি নিয়েছেন ইলন মাস্ক। শুক্রবার ওভাল অফিসে মাস্কের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইলন মাস্ককে বড় একটি সোনার চাবি উপহার দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড। এদিন ট্রাম্প একটি কাঠের বাক্সে রাখা বড়সড় সোনার চাবি ইলন মাস্কের হাতে তুলে দেন। ট্রাম্প বলেন, ‘এ ধরনের উপহার আমি কেবল ‘বিশেষ মানুষদের’ই দেই।’ দেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদস্বরূপ মাস্ককে এ উপহার দেওয়া হলো বলে জানান ট্রাম্প। ওভাল অফিসে আয়োজিত যৌথ সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘এটা সরকারি দক্ষতা বিভাগের শেষ নয়, বরং সত্যিকার অর্থে সূচনাপর্ব।’সম্প্রতি ইলন মাস্ক যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দক্ষতা বিভাগের (ডিওজিই) প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। এ বিভাগে তার দায়িত্ব ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি খরচ কমানো। বিশেষ সরকারি উপদেষ্টা হিসেবে তার মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে ছিল। গত চার মাসে মাস্কের নেতৃত্বাধীন সরকারি দক্ষতা বিভাগ হাজার হাজার চাকরি কমিয়েছে, একাধিক সরকারি সংস্থা বন্ধ করেছে, এমনকি বৈদেশিক সহায়তায়ও কাটছাঁট করেছে। ২৬ মে পর্যন্ত সরকারি দক্ষতা বিভাগ প্রকল্পের মাধ্যমে আনুমানিক ১৭ হাজার ৫০০ কোটি ডলার সাশ্রয় হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে বিবিসির বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এর মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশের নথিপত্র বা প্রমাণ আছে। সংবাদ সম্মেলনে মাস্ককে প্রশ্ন করা হয়, সরকারি দক্ষতা বিভাগের সঙ্গে তার ভবিষ্যতের ভূমিকা কেমন হবে? জবাবে তিনি বলেন, তিনি আশা করছেন প্রেসিডেন্ট যখনই চাইবেন, তখনই তিনি পরামর্শ দিতে থাকবেন। এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ওভাল অফিসে রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান ইলন মাস্কের প্রশংসা করেন। ট্রাম্পের মতে, মাস্ক যেসব সরকারি সংস্থার কর্মসূচি চালিয়েছেন, তা কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন, মাস্ক আসলে ‘সত্যিকার অর্থে বিদায় নিচ্ছেন না’।মাস্ক যাওয়া-আসার মধ্যে থাকবেন বলে বিশ্বাস তার। দক্ষিণ আফ্রিকার বংশোদ্ভূত ইলন মাস্ক শুক্রবার ওভাল অফিসে হাজির হয়েছিলেন কালো টি-শার্ট পরে। সেখানে সাদা অক্ষরে লেখা ছিল ‘ডিওজিই ফাদার’। মাস্কের মাথায় ছিল কালো রঙের ক্যাপ। তিনি বলেন, তার ঘোষিত ১ ট্রিলিয়ন ডলার সাশ্রয়ের একটা বড় অংশের ফল পেতে সময় লাগবে।

মাস্ক বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্টের বন্ধু ও উপদেষ্টা হিসেবে পাশে থাকতে চাই।’ তবে মাস্কের এই ঘোষণার চেয়ে তার ডান চোখের চারপাশে থাকা ঘন কালো কালশিটে দাগটি নিয়ে অনেকের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। শুক্রবার নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের কারণে ওই কালশিটে দাগ নিয়ে জল্পনা বেড়ে যায়। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা চলাকালে মাস্ক এত বেশি পরিমাণে কেটামিন নামের মাদক ব্যবহার করেছিলেন যে তার মূত্রাশয়ে সমস্যা দেখা দেয়। তবে স্পেসএক্স ও টেসলা প্রধান দাবি করেছেন, তারই ছোট ছেলের কারণেই ওই কালশিটে দাগ হয়েছে।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নন্দকুমার, ৩১ মেঃ শনিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার কুমরচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বহিচবেড়িয়া ওয়াটার পাম্প হাউসের কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম পঙ্কজ শাসমল, আনুমানিক বয়স ৩৬ বছর।যিনি ওই পাম্প হাউসের ই কর্মী ছিলেন। বাড়ি ভূপতিনগর থানার অন্তর্গত ধেলুয়া গ্রামের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে ঋনের কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। বেশ কিছু দিন আগে ঋনের টাকা ফেরত দিতে না পারায় প্রতিবেশীর সাথে ঝামেলা হয়েছিল।

কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে বইভব পাবলিশার্স এর উদ্যোগে আয়োজিত হল বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান। শুক্রবার শঙ্খনীড় সংকলনের প্রথম পত্রিকা সংখ্যা সৃষ্টিতরু প্রকাশিত হয়েছে। বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৃষ্টিতরু পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী অনুপম মাইতি ও গোবিন্দ ভৌমিক, অনিন্দিতা ভূঞ্যা ও অনুষ্কা মন্ডল। সম্পাদক, সহ-সম্পাদিকা ও লেখকবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আইনজীবী আসফাক আহমেদ, সমাজবিজ্ঞানী ড. শামসুল আলম, লেখক গৌতম অধিকারী, ড.কুতুবুদ্দিন মোল্লা, বিপ্লব চক্রবর্তী, মুসকান ডালিয়া, শীর্ষেন্দু দত্ত, অয়ন দীপ চক্রবর্তী প্রমূখ।

স্টিল-অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে শুল্ক দ্বিগুণের ঘোষণা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানির ওপর শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছেন। নতুন শুল্ক গত বুধবার থেকেই কার্যকর করার ঘোষণাও দেন তিনি। পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গে এক সমাবেশে ট্রাম্প বলেছেন, তার এই পদক্ষেপের ফলে স্থানীয় স্টিল ইন্ডাস্ট্রি শক্তিশালী হবে ও জাতীয় সরবরাহ বাড়বে। পাশাপাশি চীনের ওপর নির্ভরতা কমবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, জাপানের নিপ্পন স্টিলের সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেটস স্টিল কর্পোরেশন বা ইউএস স্টিলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্টিল উৎপাদন খাতে আরও ১৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। তবে চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করা বাকি আছে। জানুয়ারিতে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প শুল্ক নিয়ে তার সর্বশেষ এই ঘোষণা দিলেন। স্টিল কর্মীদের এক সমাবেশে তিনি বলছিলেন, ‘কোনো কারখানা বন্ধ কিংবা আউটসোর্সিং নয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি স্টিল কর্মী শিগগিরই তাদের প্রাপ্য পাঁচ হাজার ডলার বোনাস পাবেন। যুক্তরাষ্ট্র-জাপান চুক্তি নিয়ে স্টিল কর্মীদের মধ্যে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো যে, কীভাবে জাপান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চুক্তিকে সম্মান করবে। এ সংগঠনটিই বেতন ও নিয়োগের বিষয়টি দেখভাল করে থাকে। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি তার প্রথম মেয়াদে স্টিল আমদানিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে আমেরিকার সবচেয়ে বড় স্টিল উৎপাদক প্রতিষ্ঠান - ইউএস স্টিলকে রক্ষা করেছেন। এটি পিটসবার্গেই অবস্থিত। ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, এখন ইউএস স্টিলকে বাঁচিয়ে রাখা নিশ্চিত করতে তিনি শুল্ক ৫০ শতাংশে উন্নীত করছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আবারো পেনসিলভানিয়ার স্টিলকে আমেরিকার মেরুদণ্ড হিসেব দাঁড় করাতে যাচ্ছি, যা আগে হয়নি।’ ট্রাম্প এবার এই ঘোষণা এমন সময় দিলেন যখন তার বৈশ্বিক শুল্ক সংক্রান্ত কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতে আইনি লড়াই চলছে। তবে স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর তার শুল্ক নিয়ে এখনো কোনো মামলা হয়নি। ‘স্টিল কর্মীদের জন্য এটা একটা ভালো দিন’ বিবিসিকে বলছিলেন ট্রাম্পের সমাবেশে অংশ নেওয়া স্টিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের একজন সদস্য জোবো বুর্গেস। বুর্গেস পেনসিলভানিয়ার ওয়াশিংটনের মেয়র। তিনি নিপ্পন স্টিলের সঙ্গে অংশীদারিত্বের বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন, এটি নতুন প্রজন্মের স্টিল কর্মী তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।তিনি একই সঙ্গে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে শুল্ক বাড়ানোর কারণে তারা অনেক অর্থ আয় করতে পেরেছিলেন। যদিও বুর্গেস বলেছেন, তিনি নির্বাচনে গত দুই দশক ধরে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে আসছেন। ‘তবে আমি আমেরিকান উৎপাদকদের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির বিষয়টি নিয়ে কখনও দ্বিমত পোষণ করি না’ বলেন তিনি। তবে এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের প্রভাব বৈশ্বিক অর্থনীতিকে নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক বাণিজ্য ও বাজারে সংকট বেড়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য দেশের মধ্যে সম্পর্কেও ফাটল ধরছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি ঘনিষ্ঠ দেশও রয়েছে। শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। তারা পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপ নিয়েছে। শুক্রবার ট্রাম্প একই সঙ্গে জেনেভায় চলতি মাসে হওয়া শুল্ক বিষয়ক সমঝোতা লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন চীনের বিরুদ্ধে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির অভিযোগ সমঝোতা অনুযায়ী চীন নন-ট্যারিফ বাধা এখনো দূর করেনি। চীন অবশ্য পাল্টা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভুল করাকেই দায়ী করেছেন। তারা বৈষম্যমূলক বিধিনিষেধ তুলে নেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। চীন স্টিল খাতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎপাদক। বিশ্বের অর্ধেক স্টিল তারা উৎপাদন করে। চীন, ভারত ও জাপানের পরেই এ খাতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারের সময় ট্রাম্প ১২৪ বছরের পুরনো আমেরিকার স্টিল কোম্পানি ইউএস স্টিলে বিদেশি দখলদারিত্ব বন্ধ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে এখনো নিশ্চিত নয় যে জাপানের নিপ্পনের সাথে তাদের অংশীদারিত্ব কীভাবে কাজ করবে এবং কারা কোম্পানিটির মালিকানায় থাকবে।

হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা বলছেন ট্রাম্প নিপ্পনকে যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগে রাজি করিয়েছেন। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ১৪ মাসে ১৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে নিপ্পন। অন্য খবরগুলোতে দেখা যাচ্ছে, দুই কোম্পানির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বোর্ডে ও নেতৃত্বে রেখেই তারা যুক্তরাষ্ট্রে ইউএস স্টিলকে পরিচালনা করবে।

নাম পরিবর্তন

আমি Amija Mandal (পুরাতন নাম) স্বামী Nasir Mondal ঠিকানা Pakhiura Purba Para, Hanskhali, Umarpur, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 30-05-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Hafija Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Hafija Mondal (নতুন নাম) ও Amija Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Khagen Sarkar, Khagendra Nathsarkar (পুরাতন নাম) পিতা Nagen Sarkar ঠিকানা Haldipara, Haldipara, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 30-05-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Khagendra Nath Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Khagendra Nath Sarkar (নতুন নাম) ও Khagen Sarkar, Khagendra Nathsarkar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Aruna Nahata (Old Name) W/o Manak Chand Nahata Residing at Avishi Trident BL-1, 13th FR-FL-13D, 34B B.T Road, Ward No. 001, Near Mayfair Nursing home, Cossipore, District-Kolkata, Pin- 700002 West Bengal shall henceforth be known as Aruna Devi Nahata (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 19/2025 Dated 30-05-2025. Aruna Nahata (Old Name) and Aruna Devi Nahata (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bikash Bahadur S/o Payara Deb Bahadur Residing at 183, A.J.C Bose Road, Park Street, P.o - Entally, P.s - Beniapukur, District- Kolkata, Pin-700014 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Bikash Bahadur Upreti as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class)at Alipore, vide affidavit no 43 Dated 27-10-2021. I declare that Bikash Bahadur and Bikash Bahadur Upreti both are same and one identical person.

Name Change

I, Ujjwal Ray S/o Late Harisadhan Ray Residing at Christiandanga Road, Nutanchati, P.o+P.s - Bankura, District - Bankura, Pin - 722101 West Bengal India shall henceforth be known as Ujjwal Kumar Ray. I declare that Ujjwal Ray and Ujjwal Kumar Ray is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-05-2025.

Name Change

I, UTTAM DUTTA (Old Name) S/O GAUR DUTTA Residing at H/No 37/64/2, Old Mulajore Road, P.O - Kankinara, P.S - Jagatdal, District - North 24 Parganas, Pin - 743126 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as UTTAM KUMAR DUTTA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 30-05-2025. UTTAM DUTTA (Old Name) and UTTAM KUMAR DUTTA (New Name) both are same and identical person.

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকার গাঁজা, গ্রেফতার এক মহিলা-সহ ৬

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩১ মেঃ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে অভিযান আরপিএফের। উদ্ধার বিপুল পরিমাণে গাঁজা। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে ওই মাদক আনা হচ্ছিল বলে খবর। কিন্তু, তার আগেই খবর চলে আসে পুলিশের কাছে। তল্লাশি চলায় বর্ধমান আরপিএফ। তাতেই উদ্ধার হয় ৫৪.২১ কেজি গাঁজা। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক মহিলা-সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে আরপিএফ। এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। শনিবারই ধৃতদের বর্ধমানের মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে পেশ করা হয়। আরপিএফ সূত্রে খবর, ডাউন উত্তরবঙ্গ এক্সপেসে করে ওই কোচবিহারের দিনহাটা থেকে ওই বিপুল পরিমাণ গাঁজা কলকাতায় আনা হচ্ছিল। তারপর সেখান থেকে ছড়িয়ে যেতে অন্যান্য এলাকায়। ধৃতদের মধ্যে শ্রীমল বর্মনের বাড়ি কোচবিহারের দিনহাটা থানা এলাকায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রসেনজিৎ রায়। তাঁর বাড়ি কোচবিহারেরই সাহেবগঞ্জ থানায় এলাকায়। অন্যদিকে ধৃত আকাশ সিকদারের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুর থানা এলাকায়। ধৃত সন্তু আলী মোল্লার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। তালিকাতেই রয়েছে সঞ্জয় দাস। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম। গ্রেফতার করা হয়েছে পূজা কীর্তনীয়া নামে পশ্চিম বর্ধমানের কুলটি থানা এলাকার এক মহিলাকেও।

আবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩১ মেঃ আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের এই ঘটনায় আলোড়ন পড়েছে এলাকায়। জামালপুরের ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রধান চন্দ্র পালের বিরুদ্ধে আবাসে টাকা নেওয়ার এই অভিযোগ ওঠে। জামালপুর থানার উত্তর মোহনপুর এলাকায় বেশ কয়েকটি পরিবারের কাছ থেকে আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, এই প্রধান চন্দ্র সবার কাছ থেকে ঘরের নামে ২০০০ টাকা করে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে সমস্ত কাগজ নিয়ে তাদের কাছে ২০০০ টাকা করে নিয়েছে। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, ঘর তাঁরা পাননি, আবার তাঁদের দেওয়া টাকাও ফেরত দিচ্ছেন না প্রধান চন্দ্র। বারবার বাসিন্দারা ওই বিজেপি নেতার কাছে তাঁদের দেওয়া টাকা চান, তা সত্ত্বেও খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে তাঁদের। এই অভিযোগের পরিপেক্ষিতে বিজেপি নেতা প্রধান চন্দ্র পালকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি স্মৃতিকণা বসু বলেন, ''এই ধরনের কোন অভিযোগের বিষয়ে আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জামালপুর থানার পুলিশ।''

এখনও 'কেষ্ট'র দাপট অব্যহত! নিজে না গিয়ে আইনজীবীকে পাঠালেন অনুব্রত মন্ডল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ মেঃ সকাল ১১টা পর্যন্ত সময় ছিল। থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হত বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে। বোলপুর থানার আইসি-কে তিনি কী ভাষায় গালিগালাজ করেছেন, সেই অডিয়ো ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে শনিবার সকাল ১১টায় ডেডলাইন শেষ হয়ে গেলেও সশরীরে হাজিরা দিলেন না তিনি। বীরভূমের কোর কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে পুলিশ অফিসারকে হেনস্থা করা ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার একটি অডিয়ো ক্লিপ পোস্ট করেছিলেন। তারপরই প্রকাশ্যে আসে পুরো ঘটনা। সেখানে শোনা যায় আইসি-কে কার্যত হুমকি দিচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল। এরপর দলের নির্দেশে চিঠি দিয়ে ক্ষমা চান অনুব্রত। অফিসারকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগে অনুব্রতর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা, সরকারি কর্মীকে হুমকির মামলা রুজু করা হয়েছে।

কেষ্টর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির বেশির জামিন-অযোগ্য। পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, যতটা কড়া আইনি পদক্ষেপ করা যায়, তা করা হবে। এরপরই অনুব্রতকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে সশরীরে হাজির হলেন না অনুব্রত। ঘড়িতে ১১টা বাজতে যখন মাত্র কয়েক মিনিট দেরী, সেই সময় থানায় প্রবেশ করেন অনুব্রতর আইনজীবী। তবে কি সশরীরে না গিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে সেই দাপট এখন অব্যহত? পুলিশ সূত্রে খবর, অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়েছেন অনুব্রত। আইনজীবী মারফৎ চিঠিতে লিখেছেন সে কথা। আগামিকাল, রবিবার তাঁকে ফের এসডিপিও অফিসে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেকেরই মনে থাকবে গরুর পাচার মামলায় নাম জড়ানোর পর বারবার তলব করা সত্ত্বেও হাজিরা দিতেন না অনুব্রত মণ্ডল। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন জেলা সভাপতির বাড়িতেই হাজির হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তবে আজ এসডিপিও অফিসে হাজিরা না দিলেও তাঁকে দেখা গেল তৃণমূল পার্টি অফিসে। অন্যান্য দিন যেভাবে তিনি বোলপুরের পার্টি অফিসে যেতেন, সেই একই রুটিনে তিনি হাজির হলেন পার্টি অফিসে। এ দিন, তিনটে বেজে পঞ্চাশ নাগাদ বাড়ি থেকে বের হন। তারপর হাজির হন পার্টি অফিসে। এই পার্টি অফিস থেকেই খানিক দূরেই বোলপুর থানা। অদ্ভুত ভাবে অসুস্থতা দেখিয়ে তিনি থানায় হাজিরা না দিলেও, চলে গেলেন পার্টি অফিসে। এখান থেকেই তাঁর অসুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। যদিও, সবটাই ডাক্তারি পরীক্ষা-নীরিক্ষার বিষয়।

বাগানে আম কুড়োনোয় তুলে আছাড় মারার অভিযোগ, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে নাবালক

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৩১ মেঃ উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ার ছায়া হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়। প্রতিবেশীর বাগানে আম কুড়োনোয় বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। বাগানের মালিকের মারধরে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে বছর দশেকের এক নাবালক। এসএসকেএম হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। অভিযুক্ত মেঘনাথ মারিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকালে উলুবেড়িয়া কৈজুড়ি শা পাড়ার চার নাবালক পাড়ার একটি বাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিল। বাগানের মালিক মেঘনাথ তাদের দেখতে পেয়ে তাড়া করে। তিনজনকে ছুটে পালায়। কিন্তু, একজনকে ধরে ফেলেন বাগানের মালিক। ওই নাবালককে তিনি বেধড়ক মারধর করেন। তুলে আছাড় মারেন বলে অভিযোগ। মারের জেরে অচৈতন্য হয়ে যায় নাবালক। অভিযোগ, তখন রাস্তার ধারে তাকে ফেলে রেখে পালান অভিযুক্ত। খবর পেয়ে নাবালকের পরিবার তাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। উলুবেড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালকের পরিবারের। অভিযোগ পেয়ে বছর তিরিশের মেঘনাথকে গ্রেফতার করে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার উলুবেড়িয়া আদালতে তোলা হয়। ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। তবে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্তের পরিবার। চলতি মাসের মাঝামাঝি কাঁচরাপাড়ার বাসন্তীতলায় একটি বাগান থেকে আম পাড়ায় এক কিশোরকে বেধড়ক মারধর করেছিলেন বাগানের পাহারাদার। মারধরের জেরে সুদীপ্ত পণ্ডিত নামে ওই কিশোরের মৃত্যু হয়। আবার কয়েকদিন আগে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় চিপসের প্যাকেট চুরির অভিযোগে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল দোকানদারের বিরুদ্ধে। কৃষ্ণেন্দু দাস নামে ওই ছাত্রকে কান ধরে ওঠবস করানো হয়। চোর অপবাদও দেওয়া হয়। পরে কৃষ্ণেন্দু কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

মালদহের যুবতীর খোঁজ বাংলাদেশে, সীমান্তে সক্রিয় পাচার চক্র?

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩১ মেঃ মালদহ থেকে যুবতী নিখোঁজ। উদ্ধার বাংলাদেশে। বিজেপির অভিযোগ, মালদহের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় পাচার চক্র। অন্যদিকে, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে, সীমান্তে বিএসএফের প্রহরা সত্ত্বেও ওই যুবতী কীভাবে বাংলাদেশে গেলেন? মালদহের বামনগোলা থানার গোবিন্দপুর মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর এলাকার ওই যুবতী রাতারাতি নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের পক্ষ থেকে বামনগোলা থানায় অভিযোগ নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। এরপরই ওই যুবতী মালদহ জেলার পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার সপাহার থানার বামনপাড়া এলাকা থেকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের হাতে উদ্ধার হয়। তাঁর সঙ্গে মাসুদ নামে এক বাংলাদেশি যুবক ছিল বলে সূত্রের খবর। এরপরই ওই যুবতীকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশের সপাহার থানার পুলিশ। যুবতীর পরিবারের অভিযোগ, এই যুবকের ব্যাপারে তারা কিছু জানে না। সম্ভবত সোশ্যাল সাইটের মাধ্যমে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ওই যুবকের বাড়ি বাংলাদেশে। যুবতীকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। কীভাবে মেয়েকে এখন ফেরত আনবে বুঝতে পারছে না পরিবার। যুবতীর বাবা বলেন, ''আমার মেয়েকে পাচার করা হয়েছে। বাংলাদেশে অত্যাচার করা হয়েছে।'' বিজেপি উত্তর মালদহ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি তথা ওই এলাকার প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য বীণা কীর্তনীয়া বলেন, ''মালদহের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় পাচার চক্র সক্রিয় হয়ে রয়েছে। লাভ জেহাদের নাম করে এই যুবতীকে পাচার করা হচ্ছিল। এই রাজ্যের পুলিশের উদাসীনতার কারণেই এই এলাকায় পাচার চক্র সক্রিয় আছে দীর্ঘদিন ধরে।'' পাল্টা বামনগোলা ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা বর্তমান জেলা পরিষদ সদস্য অশোক সরকার বলেন, ''সীমান্ত পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিএসএফের। কীভাবে এই যুবতী সীমান্ত পার করলেন, এর জবাব বিএসএফকে দিতে হবে। বিজেপির মুখে এসব মানায় না।'' রাজনৈতিক এই চাপানউতোরের মাঝে মেয়েকে কীভাবে ফেরত পাবে, তা বুঝতে পারছে না ওই যুবতীর পরিবার।

গভীর সমুদ্রের কোথায় আছে মাছ-কচ্ছপ? এবার এই যন্ত্রই জানাবে সবটা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩১ মেঃ স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস লাগতে চলেছে বাংলার ট্রলার ও ফিসিং বোটে। সমুদ্রে মাছের অবস্থান জানানোর পাশাপাশি বিপদের আগাম সতর্কতা, জলপথে সন্দেহজনক গতিবিধির তথ্য ইসরো-কোস্টগার্ড ও প্রশাসনকে জানাবে এই যন্ত্র। নয়া এমনই উদ্যোগ নিল মৎস্যদফতর ও ইসরো। ইতিমধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাঁচশোটি ট্রলারে পরীক্ষামূলক ভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির 'টু-ওয়ে এমএসএস ট্রান্সপন্ডার' মেশিন বসানোর কাজ শুরু করেছে মৎস্যদফতর। মস্য দফতর সূত্রে খবর, প্রাথমিক ভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার তিনশোটি ও পূর্ব মেদিনীপুরের দু'শোটি ট্রলারে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির স্যাটেলাইট মেশিন বসানোর কাজ চলছে। এতদিন পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ শিকার করতে যাওয়া ট্রলারগুলিতে যোগাযোগের জন্যে ওয়ারলেশ প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে হত।

যার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। এর জেরে উদ্ধার কাজেও সমস্যা হত। অনেক সময় মৎস্যজীবীদের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটত। এবার সেই সব থেকে মুক্তি। ভারত সরকারের মৎস্য বিভাগ ও ইসরোর সহযোগিতায় নিয়ে এই আধুনিক মেশিন বসানোর কাজ শুরু করল রাজ্য মস্য দফতর। জি-স্যাট-৬ স্যাটেলাইটের ব্যবহার করে ট্রান্সপন্ডার মেশিনের সাহায্যে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবী বা ট্রলারগুলির সঙ্গে টু ওয়ে বা দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো এই ট্রান্সপন্ডার মেশিন তৈরি করেছে। ট্রান্সপন্ডার হল ওয়্যারলেস ট্র্যাকিং ডিভাস যা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। জেলা সহ মৎস্য অধিকর্তা(সামুদ্রিক) সুমন সাহা জানান, এই ট্রান্সপন্ডার মেশিনের মাধ্যমে সমুদ্রের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত নজরদারি করা সম্ভব। এই যন্ত্রের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারগুলির গতিবিধির উপর নজরদারির পাশাপাশি সমুদ্রে কোনও অংশে বেশি বা কম মাছ আছে সেই তথ্যও জানতে পারবেন মস্যজীবীরা। পাশাপাশি, ঘূর্ণিঝড় কিংবা আবহাওয়ার পূর্বাভাস যেমন ট্রলারের মৎস্যজীবীদের জানিয়ে আগাম সতর্ক করে দেবে ট্রলারে থাকা এই ডিভাইস। শঙ্করপুর ফিসারম্যান অ্যান্ড ফিস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে আশিষ ভঞ্জ বলেন, ''এই বিশেষ ডিভাইস নিয়ে আমরা আশাবাদী। শঙ্করপুরে ৯০টি ট্রলারে মস্যদফতরের পক্ষ থেকে এই যন্ত্র বসানোর কাজ চলছে।''

হু হু করে বাড়ছে তিস্তার জল, নামল ধস, এলাকা ভাসছে প্রবল বৃষ্টিতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ মেঃ দক্ষিণবঙ্গের উপর থেকে নিম্নচাপের ফাঁড়া কাটলেও নতুন আশঙ্কা উত্তরে। শনিবার সকাল থেকেই টের পাওয়া গেল ঝড়ের তাণ্ডব। প্রবল হাওয়ায় চলন্ত গাড়ির উপর ভেঙে পড়ল গাছ। আহত দুই যাত্রী। বরাত জোরে প্রাণে বাঁচলেন বেশ কয়েকজন। ডুয়ার্সের বিন্নাগুড়ির ঘটনা। অন্যদিকে, সিকিমে জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টি। নেমেছে ধস। হু হু করে বাড়ছে তিস্তার জল। শনিবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ হলদিবাড়ি থেকে বিন্নাগুড়িগামী রাজ্য সড়কে ঝড়ো হাওয়ায় একটি গাছ ভেঙে পড়ে। চলন্ত গাড়ির ভিতরে থাকা দুজন আহত হন। এমনকী রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পণ্যবাহী লরির উপরও সেই গাছের অংশ ভেঙে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই গাড়িটিও। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হলদিবাড়ি থেকে বিন্নাগুড়িগামী রাজ্য সড়ক। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বানারহাট হাসপাতালে। আবহাওয়া দফতর আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিল। সেই অনুযায়ী শুক্রবার রাত থেকেই অতিভারী বৃষ্টি শুরু হয় ডুয়ার্স এলাকায়। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ো হওয়া বইতে থাকে গোটা এলাকা জুড়ে। আর তাতেই বাড়ে বিপত্তি। অন্যদিকে, সিকিমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। হু হু করে বাড়ছে তিস্তার জল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় চুঙথাং-এ পর্যটকদের পারমিট দেওয়া হচ্ছে না। উত্তর সিকিমে টুং এলাকায় নেমেছে ধস। দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত আছে সিকিম।

নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেড

সিনঃএল৫২১০০ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি৩৫৮৫৭

নিবন্ধিত অফিসঃ এএ-৪৭, সল্ট লেক সিটি এসইসি ১, বিএল-এএ কলকাতা-৭০০০৬৪

ইমেল আইডিঃ btsyndicateltd1983@gmail.com

নিরীক্ষিত ফলাফলের বিবরণী ৩১শে মার্চ ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য

ক্রম নং	বিবরণ	শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান			বছর শেষ হয়েছে	
		৩১৪৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) টাকা, লক্ষ	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) টাকা, লক্ষ	৩১৪৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত) টাকা, লক্ষ	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) টাকা, লক্ষ	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত) টাকা, লক্ষ
১.	কার্যক্রম থেকে আয়					
	ক) কার্যক্রম থেকে আয়	১৩০.২৫	৪.৭০	৪৯.০৬	১৪৬.৫১	১৬০.০০
	খ) অন্যান্য কার্যক্রম থেকে আয়	৪.৩৫	৪.২৪	৩৫.৬৭	৩৭.৩৪	৬৬.০৭
	মোট আয়	১৩৪.৬০	৮.৯৪	৮৪.৭৩	১৮৩.৮৫	২২৬.০৭
২.	ব্যয়(ক) ব্যবহৃত উপকরণের খরচ	-	-	-	-	.০০
	(খ) মজুদকৃত ট্রেড ক্রয়	০.৭৯	০.৯৪	১.২৫	৫.৪৮	১৫.৭০
	(গ) সমাপ্ত পণ্যের তালিকা, WIP এবং মজুদকৃত ট্রেডের পরিবর্তন	(০.০১)	২.১৯	০.০১	১৫.২১	৭.০৩
	(ঘ) কর্মচারী সুবিধার খরচ	৩৯.১৪	৪.৩০	৩৩.৩২	৬১.০৩	৬২.৪৪
	(ঙ) আর্থিক খরচ (চ) অবচয় এবং পরিশোধন ব্যয়	৬.৪৭	৪.৬০	৪.৭১	১৯.৮০	২০.০৬
	(ছ) অন্যান্য খরচ (যেকোনো আইটেমের বেশিচলমান	১২.৮৫	১২.৮৭	৪৪.৯০	৫১.৩১	৫৫.৯৩
	কার্যক্রম সম্পর্কিত মোট ব্যয়ের ১০ আলাদাভাবে দেখানো হবে)	৫০.৫৯	৪.১৭	৭.২৫	৮০.৩৯	৯১.৭৬
	মোট খরচ	১০৯.৮৩	২৯.০৭	৯১.৪৪	২৩৩.২২	২৫২.৯৩
৩.	লাভ(ক্ষতি)ব্যতিক্রমী আইটেম এবং করের আগে (১-২)	২৪.৭৭	(২০.১৩)	(৬.৭১)	(৪৯.৩৭)	(২৬.৮৬)
৪.	ব্যতিক্রমী জিনিসপত্র	-	-	-	-	-
৫.	কর-পূর্ব লাভ (ক্ষতি) (৩-৪)	২৪.৭৭	(২০.১৩)	(৬.৭১)	(৪৯.৩৭)	(২৬.৮৬)
৬.	কর ব্যয়					
	চলতি কর	-	-	৪.৯৬	-	-
	বিলম্বিত কর	১.২৪	(০.২৪)	(১.২৩)	১.০০	(১.২৩)
৭.	অব্যাহত কার্যক্রম থেকে লাভ (ক্ষতি) (৫-৬)	২৩.৫৩	(১৯.৮৯)	(১০.৪৪)	(৫০.৩৭)	(২৫.৬৩)
৮.	কার্যক্রম বন্ধ করার ফলে লাভ(ক্ষতি	-	-	-	-	-
৯.	ডিসকাউন্টিং কার্যক্রমের কর ব্যয়	-	-	-	-	-
১০.	ডিসকাউন্টিং কার্যক্রম থেকে লাভ(ক্ষতি)(করের পরে)	-	-	-	-	-
১১.	সময়ের জন্য লাভ (ক্ষতি)	২৩.৫৩	(১৯.৮৯)	(১০.৪৪)	(৫০.৩৭)	(২৫.৬৩)
১২.	অন্যান্য ব্যাপক আয়ঃ					
	ক (i) যেসব পণ্য লাভ বা ক্ষতিতে পুনর্শ্রেণীবদ্ধ করা হবে না	-	-	-	-	-
	(ii) যেসব পণ্য লাভ বা ক্ষতিতে পুনর্শ্রেণীবদ্ধ করা হবে না, আয়কর	-	-	-	-	-
	খ(i) যেসব পণ্য লাভ বা ক্ষতিতে পুনর্শ্রেণীবদ্ধ করা হবে	-	-	-	-	-
	(ii) যেসব পণ্য লাভ বা ক্ষতিতে পুনর্শ্রেণীবদ্ধ করা হবে, তার উপর আয়কর	-	-	-	-	-
১৩.	সময়কালের জন্য মোট বিস্তৃত আয় (১৩-১৪)(সময়কালের জন্য লাভ (ক্ষতি)এবং বিস্তৃত আয়অন্তর্ভুক্ত)	২৩.৫৩	(১৯.৮৯)	(১০.৪৪)	(৫০.৩৭)	(২৫.৬৩)
১৪.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১ টাকা অভিহিত মূল্য)					
	১৬. প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১ টাকা অভিহিত মূল্য)	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০
	(ক) মৌলিক (খ) মিশ্রিত	০.০২	(০.০২)	(০.০১)	(০.০৫)	(০.০২)

একীভূত ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বিঃদ্রঃ

১) ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ৩০শে মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২) সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা এই আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন এবং তাদের প্রতিবেদন অযোগ্য।

৩) ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের উপরোক্ত ফলাফল, নিরীক্ষক প্রতিবেদন এবং ঘোষণাপত্র কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৪) ৩১০৩২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল ইন্ড এএস-এর প্রযোজ্যতা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মানদণ্ড এবং এর অধীনে প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং ২০১৫ সালের সেবি প্রবিধান ৩৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৬) কোম্পানিটি টেক্সটাইল পণ্য ব্যবসায় নিযুক্ত এবং IND অনুসারে ১০৮ অপারেটিং সেগমেন্ট হিসাবে এর শুধুমাত্র একটি প্রতিবেদনযোগ্য বিভাগ রয়েছে।

৭) সেবি (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে কোম্পানিটি ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্ট্যানলোন ফলাফল প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৮) বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলিকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

৯) গত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হল পূর্ণ আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত অ-নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেডের জন্য

ভাবিন শান্তিলাল জৈন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ডিন ঃ ০০৭৪১৬০৪

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ৩০.০৫.২০২৫

টিএমসি নেতার মেয়েকে সরকারি চাকরি দেওয়ার অভিযোগ, মন্ত্রী বললেন, 'আমি কাকে চাকরি দেব সেটা দলের অধিকার'

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩১ মেঃ চাকরি বাতিল ইস্যুতে তোলপাড় যখন গোটা রাজ্য। শাসক-বিরোধী সকলে যখন একে অপরের 'ভুল' ধরতে ব্যস্ত। এই আবহে এবার বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের পোস্ট ঘিরে শুরু জোর বিতর্ক। মালদহের তৃণমূল জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর মেয়ে আসিফা শবনমকে নাকি সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সেচ দফতরে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে অভিযোগ তুলে বিতর্ক আরও উস্কে দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রাজ্য সরকারের সেচ দফতরে 'পার্সোনাল অ্যাটেনডেন্ট' পদে নিয়োগ করা হয়েছে তৃণমূল জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর মেয়ে আসিফার শবনমকে দাবি সুকান্তর। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, 'লক্ষ লক্ষ মেধাযুক্ত, যোগ্য বেকার যুবক-যুবতী যখন চাকরির দাবি নিয়ে ফুটপাথে রাত কাটাচ্ছে, তখন নিঃশব্দে বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির কন্যাকে চাকরি পাইয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ এবং জলপথ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।' মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, ''আমি কাকে চাকরি দেব, এটা আমার এবং দলের অধিকার। একদম নিজস্ব ব্যাপার। কাকে চাকরি দেব নির্ভর করছে দলের উপরে। সুকান্ত মজুমদারের যদি এত খারাপ লাগে তাহলে ওঁর ছেলের নামটাও পাঠান, সেটাও দেখব আমি।'' এই বিষয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানান, ''আমার মেয়ে বিবাহিত। অন্যত্র থাকেন। আলাদা সংসার আছে। সেক্ষেত্রে ও চাকরি পেয়েছে কি না, কী ভাবে চাকরি হয়েছে, সে বিষয়ে আমি জানি না। আমার বাড়ির ছেলে ইঞ্জিনিয়ার আর মেয়ে ডাবল এমএ। আমি সুপারিশ করিনি। তবে আপনারা যখন বললেন খতিয়ে দেখব।''

মিনিট দেড়েকের খণ্ডযুদ্ধ, চিতাবাঘকে হারিয়ে 'বাঘাযতীন' দুর্গা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ মেঃ চিতাবাঘের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। মিনিট দেড়েকের যুদ্ধ। চা শ্রমিক বনাম চিতাবাঘ। অবশেষে চা শ্রমিককে ছেড়ে পালাল চিতাবাঘ। জখম হলেও প্রাণে বেঁচে গেলেন চা শ্রমিক। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার জেলার ভাতখাওয়া চাবাগানের। শনিবার চা শ্রমিক দুর্গা মুণ্ডা ভাটপাড়া চা বাগানের এগারো নম্বর সেকশনে কাজ করছিলেন। ওই সময় একটি চিতাবাঘ তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুকে থাবা বসায়। নিজেকে বাঁচাতে চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই শুরু করেন দুর্গা মুণ্ডা। চিতাবাঘের সঙ্গে দুর্গার খণ্ডযুদ্ধ চলে কিছুক্ষণ। তারপর চিতাবাঘ তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। অন্য শ্রমিকরা এসে দুর্গাকে উদ্ধার করে কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কী বলছেন দুর্গা মুণ্ডা?

চোখে মুখে তখনও আতঙ্কের ছাপ। হাসপাতালে বসে রয়েছেন। কাঁধের দু'পাশে চিতাবাঘের থাবার দাগ স্পষ্ট। চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই নিয়ে দুর্গা বলেন, ''আমি কাজ করছিলাম। আচমকা চিতাবাঘটি আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজেকে বাঁচাতে আমিও তাকে পাল্টা আক্রমণ করি। এক মিনিট-দেড় মিনিটের মতো এমন চলে। তারপর চিতাবাঘটি আমায় ছেড়ে পালায়।'' তাঁদের বাগানেই ওই চিতাবাঘের সন্তান হয়েছে। সেজন্যই হয়তো বাগানে কাজ করতে যাওয়ায় তাঁর উপর চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে দুর্গা মুণ্ডা মনে করেন। বলেন, ''আমাদের বাগানে এই নিয়ে তিন-চারবার এমন ঘটনা ঘটল। ঝুঁকি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়।'' আতঙ্ক থাকলেও এভাবে লড়াই করেই যে তাঁদের কাজ করে যেতে হবে, তা বুঝিয়ে দিলেন দুর্গা মুণ্ডা। স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একবার পেন্সিল কাটার ছুরি দিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। বাঘকে পরাস্ত করেন। পরিচিত হন বাঘাযতীন নামে। কেউ কেউ বলছেন, প্রাণ বাঁচাতে চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যেন 'বাঘাযতীন' হয়ে উঠেছিলেন চা শ্রমিক দুর্গা।

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২

২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ফোনঃ ০৩৩-২২৫৪৩১০০ | ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২৫৪৩১৩০ | ওয়েবসাইটঃ www.hngil.com | ই-মেলঃ sec@somanys.com

৩১শে মার্চ ২০২৫ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(প্রতি শেয়ারের তথ্য বাদে লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	একত্রিত: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	একত্রিত: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	২০.৯৬	২৪.২৯	১৪৬.৬৩	৩৫৪.৩৭	৭৩৭.১৭	১,১২৪.৩৭	২৪৩.৪৫	৫০৮.৮৮	২,০৮৪.৯২	৩,২৬৫.৯৫
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের)	(১,০১৩.৪৪)	(১,১০০.৯১)	(১৫৩.১৯)	(২,৭১৪.৮৫)	(২,৫১০.৭৭)	(১,০২৭.৩৬)	(৯১৭.১১)	১৩.২৫	(২,৭৮৪.৪৬)	(১,৮০৪.৭৬)
৩	করের আগে সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১,০১৩.৪৪)	(১,১০০.৯১)	(১৫৩.১৯)	(২,৭১৪.৮৫)	(২,৫১০.৭৭)	(১,০২৭.৩৬)	(৯১৭.১১)	১৩.২৫	(২,৭৮৪.৪৬)	(১,৮০৪.৭৬)
৪	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/বা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১,১০৩.৬৫)	(১,০০৭.৫৫)	(২৯৫.৪৩)	(২,৭৪৯.৫১)	(২,৭৯৮.৪৫)	(১,১১৭.৫৭)	(৮২৩.৭৫)	(১২৮.৯৯)	(২,৮১৯.১২)	(২,০৯২.৪৪)
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(লোকসান) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	(২,০৬০.২৭)	(১,৮৬১.৮৫)	(১১৬৪.২৫)	(২,৬৯২.৪৭)	(১৪৬৯.৩১)	(২,০৭৩.৬৯)	(১,৬৭৮.০৫)	(১,০০২.৫২)	(২,৭৬১.৫৮)	(৭৬৮.০১)
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি				১৮৬৭৮.৩৮	২১৩৭০.৮৫				১৮,৪২৩.৪০	২১,১৮৪.৯৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)										
	মৌলিক এবং মিশ্রিত	(১৫৫.৮১)	(১৪২.২৪)	(৪১.৭১)	(৩৮৮.১৬)	(৩৯৫.০৬)	(১৭৫.৭৭)	(১১৬.২৯)	(১৮.২১)	(৩৯৭.৯৮)	(২৯৫.৪০)

মন্তব্যঃ

১) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ৩০শে মে ২০২৫ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০শে মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২. উপরোক্তটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে।

৩. পূর্ববর্তী বছরসময়কালের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিতপুনর্গঠিত করা হয়েছে।

বোর্ড অব ডিরেক্টরদের জন্য এবং পক্ষে

(সুনীল কুমার সোমানী)

ডিরেক্টর

ডিআইএনঃ ১০৫৯৪১৪৯

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ৩০ মে, ২০২৫

ওল্ডই গোল্ড! গুজরাটকে ছিটকে দিয়ে কোয়ালিফায়ারে মুম্বই

৩১ মে ঃ এ যেন নিছক এলিমিনেটর নয়। এ দুই প্রজন্মের লড়াই দেখলাম। হতে পারে সেটা টেস্ট ক্রিকেটের। কিন্তু আইপিএল সাক্ষী থাকল নতুন-পুরনো দ্বন্দ্বের। একদিকে কিছুদিন আগে টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া রোহিত শর্মা, অন্যদিকে তাঁর 'বিকল্প' হিসেবে নাম ভাসতে থাকা সাই সুদর্শন। আইপিএলের এলিমিনেটর দুজনেরই 'ভয়ঙ্কর সু ন্দর' ইনিংসের সাক্ষী থাকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতল রোহিতের 'গোল্ড জেনারেশনই'। ২০ রানে গিলের গুজরাটকে ছিটকে দিয়ে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে হার্দিকের মুম্বই। সেখানে তাদের সামনে পাঞ্জাব কিংস। মুলানপুরের স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া। এবারের আইপিএলে চেনা মেজাজে ধরা দেননি রোহিত। মাঝেমধ্যে ঝলক দেখা গেলেও আসল রূপটা যেন ধরা ছিল এলিমিনেটরের জন্য। যদিও দু'বার জীবনদান পেলেন। প্রথমবার ৩ রানে, দ্বিতীয়বার ১২ রানে। রোহিতের ক্যাচ মিসের ফল যে কী হতে পারে, তা ভালোমতোই বুঝলেন গিলরা। জনি বেয়ারস্টোকে সঙ্গে নিয়ে ঝড় তুললেন তিনি। ইংরেজ ব্যাটার অল্পের জন্য হাফসেঞ্চুরি পেলেন না। ২২ বলে ৪৭ রানে ফেরেন তিনি। কিন্তু রোহিতকে ঠেকায় কে? ৫০ বলে ৮১ রানের ইনিংস সাজানো ছিল ৪টি ছক্কা ও ৯টি চার দিয়ে। শেষ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বলে রশিদ খানের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। সূর্যকুমার যাদব এই ম্যাচেও ধারাবাহিক। ২০ বলে করেন ৩৩ রান। অন্যদিকে তিলক বর্মা ১১ বলে ২৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট হারিয়ে মুম্বইয়ের রান দাঁড়ায় ২২৮। শেষবেলায় ৯ বলে ২২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। চলতি আইপিএলের সেরা ওপেনিং জুটি বলা হচ্ছে গুজরাটের সাই সুদর্শন ও শুভমান গিলকে। প্রথমজন টেস্টে রোহিত শর্মার বিকল্প হতে পারেন বলে জোর চর্চা। দ্বিতীয়জন রোহিতেরই ছেড়ে যাওয়া জায়গায় টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন। রান তাড়া করতে নেমে গিল রান পেলেন না। ট্রেন্ট বোল্টের প্রথম ওভারে মাত্র ১ রান করে ফেরেন। কিন্তু রোহিতের ইনিংসের পর সাই সুদর্শন যে ঝড় তুললেন, তা যেন আইপিএলের মঞ্চে ভারতীয় দলের ব্যাটন বদলের ইঙ্গিত। বলা যায়, সুদর্শন চক্রে কাটা পড়তে পারত মুম্বইয়ের কোয়ালিফায়ারের স্বপ্ন। কুশল মেন্ডিস ঝোড়ো শুরু করেও অদ্ভুতভাবে হিট উইকেট হয়ে ফিরলেন। কিন্তু সুদর্শনকে সঙ্গ দিলেন ' ওয়াশিংটন (৪৮)। ট্রেন্ট বোল্টের মতো বোলারকে নিয়ে রীতিমতো ছিনিমিনি খেললেন। রান বিলোলেন হার্দিকও। এই অবস্থায় মুম্বই অধিনায়ক যা করতে পারতেন, তাই করলেন। বোলিংয়ে নিয়ে এলেন বুমরাহকে। তাঁর ইয়র্কারে চিৎপাত হয়ে গেলেন সু ন্দর। ছিটকে গেল উইকেটও। তারপর অবশ্য বেশিক্ষণ সুদর্শনের ব্যাটও চলেনি। রোহিতের থেকে ঠিক একরান কম, অর্থা ৮০ রানে আউট হন তিনি। বলও রোহিতের থেকে একটি কম খেলেন। একটি ছয় মারলেও তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১০টি চার। একদিকে রাদারফোর্ডের ব্যাট চলছিল ঠিকই। কিন্তু সুদর্শন ফিরতেই রানের গতিতে ভাটা আসে। তার মধ্যে বুমরাহর নিজের শেষ ওভারে আসে মাত্র ৯ রান। ভালো বল করেন অশ্বনী কুমার, নমন ধীররা। শেষ দু'ওভারে দরকার ছিল ৩৮ রান। চাপের মুখে বোল্টকে উইকেট দিয়ে এলেন রাদারফোর্ড। গোটা ম্যাচজুড়ে যথেষ্ট রান বিলিয়েছেন ট্রেন্ট বোল্ট। কিন্তু ডেথ ওভারে এখনও অনবদ্য। শেষ ওভারে চোট নিয়েও মুম্বইকে ম্যাচজয় নিশ্চিত করেন গ্লিসন। বাকি তিনটি বল করেন অশ্বনী। শেষ পর্যন্ত ২০ রানে ম্যাচ জেতে মুম্বই।

টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানের কাছে পাত্তাই পেল না বাংলাদেশ

৩১ মেঃ বাংলাদেশকে ৫৭ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল পাকিস্তান। পাকিস্তানের দেওয়া ২০২ রানের টার্গেটে ব্যাটিং করতে নেমে বাংলাদেশ ১৪৪ রানের বেশি করতে পারেননি। শরিফুল চোট পাওয়ায় ব্যাটিংয়ে নামেনি। গেল সপ্তাহে আরব আমিরাতের বিপক্ষে সিরিজ হেরেছিল বাংলাদেশ। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ হারলো টাইগাররা। শুক্রবার (৩০ মে) টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়েছিল লিটন দাসের দল। যেখানে ৫৭ রানের বড় ব্যবধানে হারের মুখ দেখল বাংলাদেশ দল। টানা দুই হারে ইতোমধ্যে সিরিজ হাত ছাড়া হয়ে গেছে টাইগারদের। মূলত বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং ব্যর্থতায় হারতে হলো। ২০২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো পেয়েছিল বাংলাদেশ দল। তানজিদ হাসান তামিম ১৯ বলে ৩৩ রান করে আউট হলে পরে আর হাল ধরতে পারেননি কেউই। পারভেজ ইমন, লিটন দাস, জাকের আলিরা ব্যর্থ ব্যাট হাতে। শেষ দিকে মেহেদী হাসান মিরাজের ২৩ এবং তানজিম হাসান সাকিবের ৩১ বলে ৫০ রানে ভর করে হারের ব্যবধান কিছুটা কমিয়ে আনে টাইগাররা। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের ইনিংস থামে ১৪৪ রানে। পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট সংগ্রহ করেন আবরার আহমেদ।

'আমি আছি তো', বিধ্বংসী ইয়র্কারের আগে মুম্বই শিবিরকে আশ্বাস আত্মবিশ্বাসী বুমরাহর

মুম্বাই, ৩১ মে ঃ তিনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ দলের জয়ের আশা বেঁচে থাকে। সেটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হোক বা

আইপিএলের ম্যাচ। গুজরাটের বিরুদ্ধেও এলিমিনেটরে তার ব্যতিক্রম হল না। বুমরাহ এলেন, উইকেট নিলেন, ম্যাচের রং বদলে দিলেন। বলা যায়, বুমরাহর এক ওভারেই ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। অথচ মুম্বইয়ের হাত থেকে ম্যাচ বেরই করে নিয়েছিলেন সাই সুদর্শন। যোগ্য সঙ্গ দিচ্ছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। দুজনের জুটিতে ওঠে ৮৪ রান। মনে হচ্ছিল, ২২৯ রানের লক্ষ্য টপকে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে যাওয়া কঠিন হবে না গুজরাটের। কিন্তু বুমরাহ তো আছেন। ওভারের আগে দেখা যায় মুম্বই কোচ মাহেলা জয়বর্ধনের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। শব্দ হয়তো শোনা গেল না। কিন্তু বুমরাহ দু'হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন 'তিনি আছি তো'। হিন্দি ধারাভাষ্যকারও বললেন, বুমরাহ যেন বলছেন, চিন্তা কোরো না। কী করতে হবে আমি ভালো করেই জানি। আমি আছি তো। আমাকে শুধু বল করতে দাও। তার মধ্যেই দেখা যায় মুম্বইয়ের ব্যাটিং কোচ কায়রন পোলার্ডের সঙ্গে কথা বলছেন বুমরাহ। মুম্বই বোলার এসেই ম্যাচের গতি বদলে দিলেন। বিধ্বংসী ইয়র্কারে সুন্দরকে চিৎপাত করে দিয়ে উইকেট ছিটকে দিলেন। সেই ওভারে দিলেন মাত্র চার রান। ১৮ তম ওভারে এসে দিলেন ৯ রান। ম্যাচের পর অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়াও বলেন, যখনই মনে হবে ম্যাচ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখনই ওকে নিয়ে আসুন। বুমরাহ হল মুম্বইয়ের বাড়ির মতো। ও খুব দামি। ম্যাচে ও থাকলে চিন্তা থাকে না। ও যখন বলছে, চিন্তার নেই মানে ধরে নিতে হবে কিছউ একটা ও করবেই।

টিম ইন্ডিয়ার দুই তারকা গিল ও হার্দিকের মধ্যে সংঘাতের ইঙ্গিত!

মুম্বাই, ৩১ মে ঃ টিম ইন্ডিয়ার দুই তারকা গিল ও হার্দিকের মধ্যেও শুরু হয়েছে ইগোর লড়াই! হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং শুভমান গিলের মধ্যে

সম্পর্ক কি তলানিতে, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়ে। শুক্রবার আইপিএলের এলিমিনেটরের দুই তারকার মধ্যে সংঘাতের একাধিক ইঙ্গিত মিলেছে বলে শোনা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, প্রথম ঘটনাটি ঘটে টসের সময়। টসের পর দুই অধিনায়ক করমর্দন করেননি। দুজনেই দুজনের দিকে হাত বাড়াতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষে কেউই হাত বাড়াননি। দুই তারকার মধ্যে অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়। যা নজর এড়ায়নি কারুরই। কারও দাবি, হার্দিক করমর্দন করতে চাইলেও হাত বাড়াননি গিল। আবার কারও দাবি দুজনের কেউই আগ্রহী ছিলেন না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি, গিলের উইকেটের পর। মুম্বইয়ের দেওয়া বিশাল রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে গিয়ে প্রথম ওভারেই ট্রেন্ট বোল্টের বলে প্যাভিলিয়নে ফেরেন গিল। গুজরাট অধিনায়ক আউট হওয়ার পর মুম্বই অধিনায়ক যেভাবে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন, সেটা বিরল। সচরাচর হার্দিক কারও উইকেটে এতটা উচ্ছ্বাস দেখান না। কিন্তু গিলের উইকেটের পর বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসে মাততে দেখা গেল তাঁকে। সেটা অবশ্য ওই উইকেটের গুরুত্ব বুঝেও হতে পারে। তবে এটা নিশ্চিত, হার্দিক এবং গিলের মধ্যে কিছু একটা চলছে। কারও কারও মতে, এই ইগোর লড়াই হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি দুই ফরম্যাট থেকে অবসর নেওয়ার পর টিম ইন্ডিয়া এখন 'অভিভাবকহীন' সেখানে ভবিষ্যতের নেতা হওয়ার দাবিদার দুই তারকা একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে জড়ালে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। তাছাড়া গিল আবার হার্দিকের থেকে জুনিয়র হয়েও এক ফরম্যাটে নেতৃত্ব পেয়ে গিয়েছেন। আগামী দিনে যে তাঁকে ওয়ানডে-তেও নেতা হিসাবে ভাবা হচ্ছে, সেটাও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই। অপরদিকে টি-টোয়েন্টিতে 'যোগ্য' হওয়া সত্ত্বেও হার্দিক অধিনায়কত্ব পাননি বলে মত ক্রিকেট মহলের। সেই ক্ষোভ থেকেও ইগোর লড়াই শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইংল্যান্ড সফর

ডবল সেঞ্চুরির সামনে করুণ, অনবদ্য সরফরাজও

৩১ মে ঃ তিনশো করার পরও বাদ পড়তে হয়েছিল করুণ নায়ারকে। আট বছর পর জাতীয় দলে কামব্যাকে যেন বুঝিয়ে দিলেন সুদে-আসলে সব ফিরিয়ে দেবেন। হতে পারে ভারতীয় এ দলের ম্যাচ। সেখানে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ১৮৬ রানে অপরাজিত আছেন করুণ। ডবল সেঞ্চুরি হওয়া হয়তো সময়ের অপেক্ষা। ভারতীয় এ দলের স্কোর প্রথম দিনের শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ৪০৯। আরেকজনও আছেন। তিনি সরফরাজ খান। ইংল্যান্ড সফরের মূল দল থেকে বাদ পড়েছেন। তাঁরও অনেক কিছু প্রমাণ করার আছে। ক্যান্টরবেরিতে প্রথম বেসরকারি টেস্টে সরফরাজ করলেন ৯২ রান। সেঞ্চুরি মাঠেই ফেলে এলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টে জাতীয় দলে শিকে ছেঁড়া মুশকিল। কিন্তু একটা বার্তা তিনি দিয়ে রাখলেন। করুণ-সরফরাজের জুটিতে ওঠে ১৮১ রান। ইংল্যান্ডের গ্রিন টপ উইকেট সামলে কাজটা কিন্তু সহজ ছিল না।

যদিও সেই কাজটা করতে পারলেন না বাংলার ব্যাটার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। তিনি ইন্ডিয়া এ দলের অধিনায়ক। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। রোহিত শর্মা পরবর্তী ভারতের ওপেনিংয়ের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায় কি না সেটা দেখার জন্য মুখিয়ে অনেকে। তবে এই ম্যাচে তিনি করলেন মাত্র ৮ রান। যদিও করুণের সঙ্গে এখনও সঙ্গ দিচ্ছেন ধ্রুব জুরেল। তিনি অপরাজিত আছেন ৮২ রানে। যশস্বী জয়সওয়াল করেছেন ২৪ রান। এখনও নীতীশ কুমার রেড্ডি, শার্দূল ঠাকুরদের ব্যাট করা বাকি। ইংল্যান্ড লায়ন্স দলের জশ হাল ৫১ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলেছেন। একটি উইকেট এডি জ্যাকের।

রেকর্ড গড়ে ফের স্বর্ণপদক গুলবীরের, সোনাজয় পূজা-নন্দিনীদেরও

৩১ মে ঃ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের চতুর্থদিনেও ভারতের সোনার দৌড় অব্যাহত। শুক্রবার তিনটি সোনা ঝুলিতে পুরে ফেললেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা পেলেন গুলবীর সিং। সেই সঙ্গে হাই জাম্পে পূজা ও হেপ্টাথলনে নন্দিনী আগাসারাও স্বর্ণপদক পেলেন। এছাড়া রুপো জিতেছেন পারুল চৌধুরী। এর আগে ১০ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন গুলবীর। পাঁচ হাজার মিটারেও তার ব্যতিক্রম হল না। দক্ষিণ কোরিয়ার গুমিতে ১৩ মিনিট ২৪.৭৭ সেকেন্ডে সোনার দৌড় শেষ করেন তিনি। ভেঙে দেন ১০ বছর বছর কাতারের মহম্মদ আল-গারনির রেকর্ড। উল্লেখ্য, এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটারে সোনাজয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন গুলবীর। এর আগে ২০১৭ সালে জি লক্ষ্মণনের নামে এই নজির ছিল। অন্যদিকে হাই জাম্পে ১.৮৯ মিটার লাফিয়ে সোনা জিতলেন পূজা। যদিও প্রথম প্রচেষ্টায় ১.৮৩ মিটার ও ১.৮৬ মিটার লাফাতে ব্যর্থ হন। কিন্তু ওস্তাদের মার শেষরাতে। ১.৮৯ মিটার লাফ দিতে বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। এটাই তাঁর সেরা পারফরম্যান্স। যদিও তারপর ১.৯২ মিটারের বেড়া টপকে জাতীয় রেকর্ড গড়তে পারলো না পূজা। ভারতকে আরও একটি সোনা এনে দেন নন্দিনী আগাসারা। হেপ্টাথলনে ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সে দু'দিনে ৫৯৪১ পয়েন্টে সোনা জেতেন নন্দিনী। যদিও পারুলকে ৩০০০ মিটার স্টেপলচেসে ৯ মিনিট ১২.৪৬ সেকেন্ডে জাতীয় রেকর্ড গড়েও রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। চতুর্থ দিনের শেষে পদক তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ভারত। ঝুলিতে রয়েছে আটটি সোনা, সাতটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জ। তবে ২৬টি পদক নিয়ে শীর্ষে চিন। তাদের সোনার সংখ্যা ১৫। তৃতীয় স্থানে চিন।

প্রথম আন্তঃ অ্যাকাডেমি স্কুল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে এনএফআরএসএ-এর আধিপত্য

গুয়াহাটি, ৩১ মে ঃ নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ) আয়োজিত প্রথম অল গুয়াহাটি ইন্টার অ্যাকাডেমি স্কুল বাস্কেটবল প্রাইজমানি টুর্নামেন্ট ২৭ থেকে ২৯ মে পর্যন্ত গুয়াহাটিতে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে শহর থেকে কিছু উন্নতমানের তরুণ বাস্কেটবল প্রতিভাবান খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন, যেখানে মোট ২৩০ জন খেলোয়াড় (ছেলে এবং মেয়ে উভয়) চারটি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করেছেনঃ অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলে (চারটি দল), অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়ে (চারটি দল), অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে (ছয়টি দল)

এবং অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়ে (পাঁচটি দল)। রাউন্ড-রবিন লিগ ফরম্যাটে মোট ৩৮টি ম্যাচ খেলা হয়। ফলে এই ইভেন্টটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনূর্ধ্ব-১৪ ক্যাটাগরিতে এনএফআরএসএ ছেলে এবং মেয়েদের উভয় ক্যাটগরিতেই খেতাব জিতে কোর্টে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে, যেখানে এইচবিসিসি উভয় ক্যাটাগরিতে রানার্স-আপ হয়। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ক্যাটাগরিতে, এনএফআরএসএ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে, যেখানে কেভি নারেঙ্গি রানার্স-আপ হয়। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ক্যাটাগরিতে এনএফআরএসএ আবার চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে, যেখানে এইচবিসিসি রানার্স-আপ হয়েছে। এনএফআরএসএ সকল অংশগ্রহণকারী দলকে তাদের উৎসাহ, নিষ্ঠা এবং ব্যতিক্রমী ক্রীড়া মনোভাবের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে। উৎকৃষ্ট প্রর্দশনের মাধ্যমে সমস্ত চারটি চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব অর্জন করার জন্য এনএফআরএসএ বাস্কেটবল টিমকে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়। এই টুর্নামেন্টটি গুয়াহাটিতে তৃণমূল স্তরের বাস্কেট বলের প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং স্কুল এবং অ্যাকাডেমি স্তরের খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিভা তুলে ধরে। এনএফআরএসএ ভবিষ্যতেও এ ধরনের পদক্ষেপ আয়োজন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে তরুণ ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া জগতে উজ্জ্বল ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা যায়। শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

চ্যাম্পিয়নস লিগ তো বটেই, অনেকের কাছে ম্যাচটি ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসেই অন্যতম সেরা

৩১ মে ঃ চ্যাম্পিয়নস লিগ তো বটেই, অনেকের কাছে ম্যাচটি ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসেই অন্যতম সেরা। বলা হচ্ছে, ২০০৪-০৫ মৌসুমে লিভারপুল-এসি মিলানের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের কথা। অবিশ্বাস্য সে ম্যাচটিকে ফুটবল বিশ্ব মনে রেখেছে, 'মিরাকেল অব ইস্তাম্বুল' নামে। ইস্তাম্বুলে সেদিন ম্যাচের ৪৪ মিনিটের মধ্যে ৩-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল লিভারপুল। কিন্তু বিরতির পর ভোজবাজির মতো বদলে যায় সব। ৫৪ থেকে ৬০-এই ছয় মিনিটের মধ্যে ৩ গোল করে অবিশ্বাস্যভাবে ম্যাচে সমতা ফেরায় লিভারপুল। এরপর টাইব্রেকারে গিয়ে রাফায়েল বেনিতেজের দল ফাইনাল জিতে নেয় ৩-২ গোলে। সেদিন ৩ গোলে পিছিয়ে পড়েও কীভাবে লিভারপুল প্রত্যাবর্তনের অবিশ্বাস্য গল্প লিখেছিল, তা উঠে এসেছে দলটির তখনকার অধিনায়ক কিংবদন্তি স্টিভেন জেরার্ডের বইয়ে। আজ আরও একটা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল সামনে রেখে লিভারপুলের সেই রূপকথার মতো প্রত্যাবর্তনের গল্প।

অবিশ্বাস্য! লিভারপুল ৩-০ ব্যবধানে পিছিয়ে। কাকা ও ক্রেসপোয় বিধ্বস্ত। আমাদের সমর্থকেরা গাইছে 'উই উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন'।

সব খেলোয়াড় একে অন্যের দিকে বিস্ময় আর গর্ব নিয়ে তাকালাম। আমি চিৎকার করে বললাম, ' এখনো আমাদের ওপর থেকে বিশ্বাস হারায়নি। তাই আমরাও হাল ছাড়তে পারি না। চলো তাদের উল্লাস করার মতো কিছু দেওয়া যাক। তারা অনেক টাকা খরচ করেছে। তারা আমাদের নামে ধরে গান গাইছে আর আমরা ৩ গোল খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছি। যদি আমরা একটা গোল দিতে পারি, তারা আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে আমাদের পাশে থাকবে। সেটা আমাদের আরও একটা দেওয়ার জন্য সাহস দেবে। চলো এগিয়ে যাই।'

অধিনায়ক হিসেবে ঘুরে দাঁড়ানোয় নেতৃত্ব দেওয়াটা আমার দায়িত্ব ছিল। যখন টানেল দিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে আসছিলাম, চোখ ছিল মিলান খেলোয়াড়দের দিকে। ওদের বিভ্রান্ত মনে হলো। কারণ, ওরা যখন মাঠে ফিরছিল, শুধুই লিভারপুল সমর্থকদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। এমনকি আমাদের প্রতি সমর্থনের গর্জন শুনে আমি নিজেও ধাক্কা খেয়েছিলাম। মিলানের সমর্থকেরাও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। লিভারপুলের হাতে ছিল মাত্র ৪৫ মিনিট-তিনটা গোল করতে হবে। খেলা আবার শুরু হতেই আমি দলকে চিকার করে বললাম, 'ঝাঁপিয়ে পড়ো!' সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও টের পেলাম যে চ্যালেঞ্জটা কত বিশাল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শেভচেঙ্কো একটা ফ্রি-কিক নিল, তবে জার্জি (ডুডেক) সেটা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফিরিয়ে দিল। আমি যেটাকে বলি ' সেভ', মানে টেলিভিশনে ভালো দেখায় এমন সেভ। ওটা কোনো দুর্দান্ত ফ্রি-কিক ছিল না। যেকোনো গোলকিপারই ওটা ঠেকাতে পারত। মিলানের সেই সুযোগ মিস করার পর পরিস্থিতি একটু শান্ত হয়ে এল, আমি ওদের খেলোয়াড়দের দিকে তাকালাম। ওরা যেন কিছুটা বদলে গেছে। আত্মতুষ্টি চলে এসেছে শরীরী ভাষায়। যেন ভাবছিল, কাজ শেষ হয়ে গেছে। এমনকি একটা গোল যদি খেয়েও বসে, মালদিনি আর ওর সঙ্গীরা পরিষ্কারভাবেই বিশ্বাস করছিল যে ৩-১ ব্যবধানে ওরা ম্যাচটা বের করে আনবেই। ডিডি (দিয়েতমার হামান) নামায় আমি ম্যাচ নিয়ন্ত্রণের মূল কাজ থেকে কিছুটা মুক্তি পেলাম, আরও বেশি করে আক্রমণে উঠছিলাম। ওর মাঠে নামাটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি বেনিতেজ আবার ইস্তাম্বুলের একাদশ বেছে নেওয়ার সুযোগ পেত, সে অবশ্যই ওকে শুরু থেকেই খেলাত-সে দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত খেলেছে। প্রথমার্ধে মিলান আমাদের এত সমস্যায় ফেলেছিল শুধু একজন হোল্ডিং মিডফিল্ডার না থাকায়। ডিডি আমার পেছনে পাহারায় ছিল, আর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম মিলানের ওপর। সময় হয়েছে ওদের বাঁকা হাসিটা মুছে দেওয়ার, কিছু ঝুঁকি নেওয়ার। আমি ওপরে উঠতে শুরু করলাম।

৫৪ মিনিটে জিঞ্জার (রিস) বল পেল বাঁ দিকে, আমি মিলানের ডি বক্সের দিকে ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু রিসের ক্রসটা কাফু আটকে দিল। আমি থেমে গেলাম, তারপর আবার ছুটলাম। একটা জুয়া খেললাম। মনে হলো বলটা আবার আসতে পারে। জিঞ্জার বাজিমাত করল, কাফু আবার ক্লোজ করতে যাওয়ার আগেই দারুণভাবে বলটা পাঠাল বক্সে। আমি ছিলাম গোল থেকে ১২ গজ দূরে, আর সামনে মাত্র এক গজ ফাঁকা জায়গা। রিসের বলটা দ্রুতগতিতে আসছিল। সেই গতিই ব্যবহার করলাম। দিদা (মিলানের গোলকিপার) হাত বা৷াল, কিন্তু বলটা তার ওপর দিয়ে চলে গেল-গোল! দারুণ এক হেড! ওই মৌসুমে আমার একমাত্র হেডে করা গোল এবং ওই চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের একমাত্র হেডে গোল। আর সবই হলো ডিডি আর জিঞ্জারের জন্য। ডিডি যদি বেঞ্চের মধ্যে থাকত, আমি কখনো এতটা সামনে উঠতাম না। রাফাকেও কৃতিত্ব দিতে হয় যে সে কৌশল পাল্টে ফেলেছিল। আমি দৌড়ে গেলাম লিভারপুল সমর্থকদের দিকে, তাদের উসাহ দিতে হাত নেড়েছিলাম। জানতাম ওরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে। ঠিক তাই-ই হলো। শব্দের তীব্রতা বেড়ে গেল।

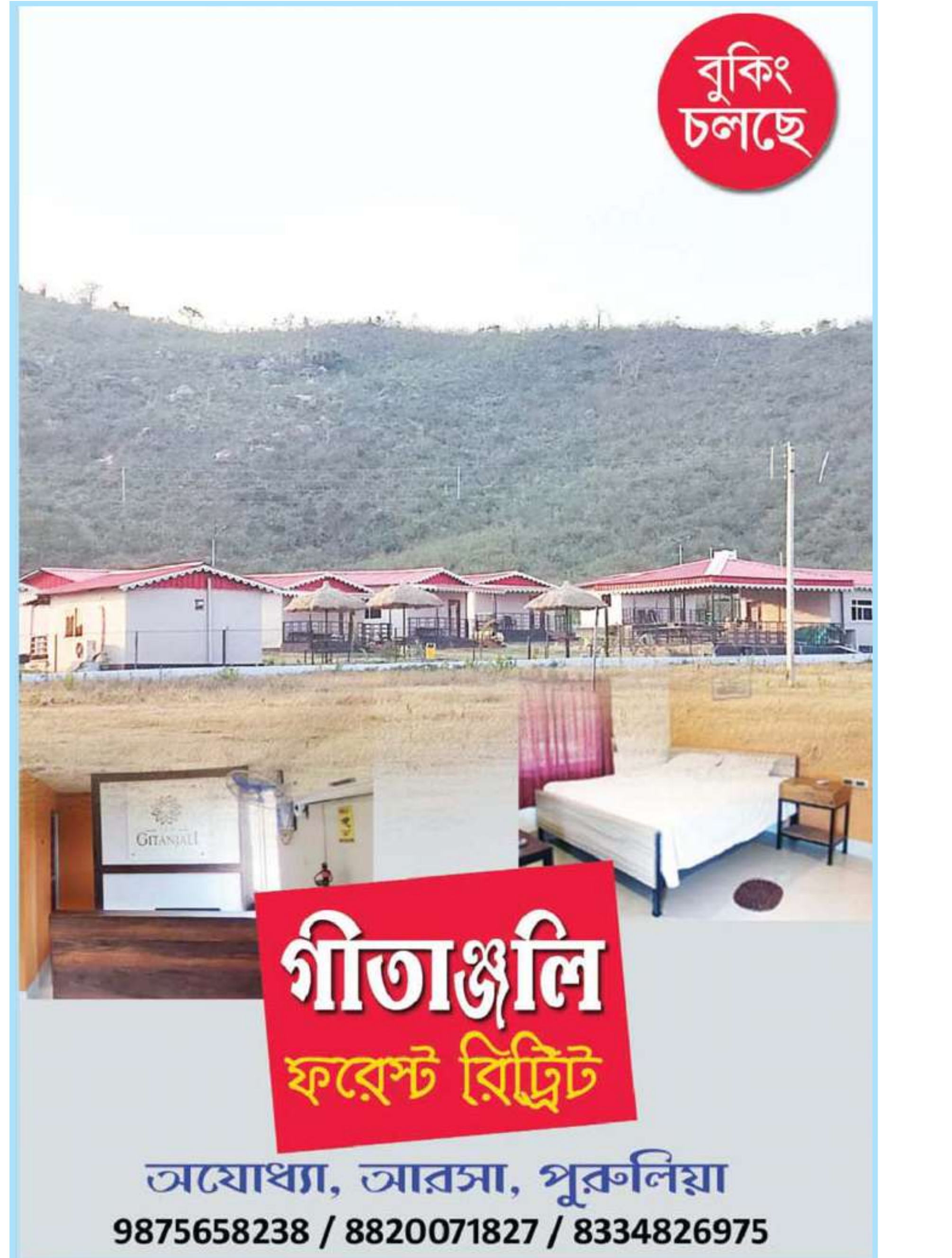

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com